হত্যাকারীর কৌশল

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১লা আশ্বিন, ১৩৬২ সাল
মূল্য—দুই টাকা

প্রিণ্টার
শ্রীরাধারমণ দা
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হত্যাকারীর কৌশল

এক

পৌষমাসের নিষ্ঠুর শীতার্ত রাত্রি। আন্দাজ সাড়ে এগারোটা হবে। আশালতা দেবী ওঁর মেয়ে ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় দেখে বাড়ী ফিরছিলেন। কলকাতার সমগ্র আবেষ্টনী তখন যেন ঝিমোচ্ছিল। ওঁদের ট্যাক্সিটা এসে থামলো গিরিশ পার্কের বিপরীত ফুটপাথে। ওঁরা নেমে ক্ষিপ্রগতিতে ওঁদের বাড়ীর বারান্দার কাছে এলেন। দরজা ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় দাঁড়িয়ে পড়লেন, সিঁড়ির উপরের ধাপে পা বাড়ালেন না। উপরের সিঁড়িগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। শুনতে পেলেন পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ।

"—এত রাত্রে পিয়ানো বাজায় কে? শিপ্রা তো এরকম ভাবে পিয়ানো বাজাতে পারে না? চমৎকার বেঠোফেন সিম্ফনি, তা হোলে ওর কোন বন্ধু হয় তো—কেউ এসেছে নিশ্চয়ই—"

আশালতা বললেন—"শোনো, ভারি মিষ্টি গৎ তো বেজে উঠছে—"

দুজনেই মৃদু গতিতে নিঃশব্দে পদচারণা করতে করতে উঠলেন,—উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়, শিপ্রা আর ওর বন্ধুকে হক চকিয়ে তোলা—কিন্তু হঠাৎ বাজনা থেমে গেল। যখন দুজনে তেতলায় উঠে সেই ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন পিয়ানোর কাছে কেউ নেই। সারা ঘরটা যেন সমাধির ক্ষেত্রের মত নিঃশব্দ—কেউ নেই ভয়াবহ পরিস্থিতি যেন দুষ্ট দেবতার ইঙ্গিতে রচিত হয়েছে।

আশালতা ডাক্‌লেন—"শিপ্রা! শিপ্রা! তুমি কোথায়?—" ওঁর ডাক প্রতিধ্বনিত হোলো গভীর স্তব্ধতার ভেতর কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। একি রকম ব্যাপার! একটু আগেও পিয়ানো বাজছিল আর এখন সব নিশ্চুপ।

শিপ্রার শোবার ঘরে ক্ষণপ্রভা ক্ষিপ্রগতিকে গেল, সেখানেও কেউ নেই। হঠাৎ আশালতা দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, সে চীৎকার যেন লোমহর্ষক।

শিপ্রার শোবার ঘরের পর যে ঘরখানিতে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা এসে গল্পগুজব করে, তারাই মেঝের ওপর ওঁর মেয়ে শিপ্রার নগ্ন দেহ পড়ে রয়েছে, এই দেখেই তিনি ভয়াবহ চীৎকার করেছিলেন। শিপ্রার গলায় ওর পরণের শাড়ীর আঁচল ফাঁস দেওয়া, এমন ভাবে গিরো দেওয়া রয়েছে যাতে সহজে খুলতে না পারা যায়। ও মৃত অবস্থায় পড়েছিল।

নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উঠলো দুটি নারীকণ্ঠে অসহায় আর্ত্তনাদ। সে আর্ত্তনাদে চিত্তরঞ্জন এভিনিউকে কেন্দ্র করে চমকে উঠলো সমগ্র জেলেটোলা পল্লী। সে সময়ে মোটর বাইকে চড়ে পুলিস সার্জ্জেণ্ট জন ডেভিড এভিনিউয়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল। আর্ত্তনাদ শুনেই বাইক থেকে নেমে দৌড়ে উপরে উঠে এলো। ভীতি বিহ্বলা মেয়েদুটির কাছ থেকে শুনলো যেঁ, হত্যাকারী নিশ্চয়ই বাড়ীর কোথাও লুকিয়ে আছে। পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ওদের অনুরোধে বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলো কিন্তু কোন ব্যক্তিকে দেখতে পেল না।

আশালতা দেবী আতঙ্ক বিহ্বল হয়ে বল্‌লেন—"কিন্তু যাই বলুন না কেন আমার মনে হচ্ছে এখেনে কেউ আছে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই

একটু আগে পিয়ানোর বাজনা শুনলাম। ভেবেই পাচ্ছিনে কেমন করে এখান থেকে লোক পালিয়ে যেতে পারে—"

জন ডেভিড মহিলার কাতরোক্তিতে আবার ব্যর্থ সন্ধানে ব্যাপৃত হোলো! নির্জ্জন ঘরগুলোর ভিতর ঢুকে চতুর্দ্দিকে উঁকি দিল, জানালা-গুলোর দিকে এগিয়ে দৃষ্টিপাত করলো—বারান্দায় বাথরুমে আর রান্না-ঘরের ভেতর গিয়ে ভালো করে খুঁজে কিছুই দেখতে পেলো না। ও বললে—"এখন এখেনে কেউ নেই, থাকলেও সে সামনে দিয়ে নিশ্চয়ই যেতো—অন্য দিক দিয়ে তো যাবার উপায় নেই, বুঝতে পারছিনে কেমন করে সে লোক একেবারে হাওয়া হয়ে যেতে পারে--"

জন ডেভিড গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটার ইলিসিয়াম রোতে জরুরী সংবাদ পাঠলো। মিঃ সেন বিপ্রদাসকে নিয়ে সেই রাত্রে চলে এলেন আশালতা দেবীর কাছে! ওঁরা চতুর্দ্দিক দেখে বুঝিতে পারলেন না কি ভাবে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

মিঃ সেন শোকার্ত্ত মূর্চ্ছা ভাবাপন্না মহিলা আশালতা দেবীকে প্রশ্ন করতে লাগলেন—কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য শুনতে পেলেন না। ক্ষণপ্রভাও ঐ একই কথা ছাড়া আর ওর মায়ের কাহিনীর ওপর নতুন করে কোন কিছু রেখাপাত করতে পারলো না।

সার্জ্জেন জন ডেভিড মিঃ সেনকে বললে—"ঘরে যে মানুষ থাকুক না কেন, সে নিশ্চয়ই ঐ মহিলাদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে, ওঁরা দেখতে পান নি। অন্যভাবে সে তো পালিয়ে যেতে পারে না,—দরজা জানালা সবই ভেতর থেকে তালা দেওয়া ছিল—"

বারান্দার দিকে একটা পূব মুখো দরজা আর উত্তর মুখো দরজাটা সিঁড়ির পথের ওপর খোলা—ঐ দরজা দিয়ে নীচে রান্নাঘর দেখা যায়! সার্জ্জেণ্ট ডেভিড নিশ্চিত ভাবেই বললে যে ঐ দু'টি দরজাই ভেতর থেকে

বন্ধ ছিল। তিন তলায় আটটা দরজা। এগুলো ভেতর থেকে ভালো করে আঁটা ছিল, সার্জেন্ট এই কথা বললে।

মিঃ সেন একটি লম্বা হল্‌দে পেন্সিল পিয়ানোর ওপর থেকে তুলে প্রশ্ন কর্‌লেন—"এখেনে এটিকে ফেলে রেখে গেছে কে ?—"

মা ও মেয়ের মুখ থেকে উনি শুন্‌লেন যে এ পেন্সিল ওঁদের নয়, তবে খুব সম্ভবত: এটা শিপ্রার হোতে পারে। পেন্সিলের ওপর ক্ষোদিত ছিল —'বসু এণ্ড মিত্র ষ্টেসনার্স' এ প্রতিষ্ঠান কলেজ ষ্ট্রীটের ওপর। আশালতা দেবী ও ক্ষণপ্রভা মাঝে মাঝে এখান থেকে জিনিষপত্র কিনে থাকেন। তবে শিপ্রা পেন্সিল এখান থেকে কিনে থাকতে পারে, ওঁরা জানেন না।

একজন শব পরীক্ষক ডাক্তার পুলিশের তরফ থেকে এলেন এবং পরীক্ষা করে বল্‌লেন যে শিপ্রাকে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলা হয়েছে। ওকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হয়। পরীক্ষক বল্‌লেন কিছুক্ষণ আগে তরুণীর মৃত্যু ঘটেছে। সন্ধ্যা সাতটা বাজার পরই আশালতা ও ক্ষণপ্রভা থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একথাই ওঁদের বিবৃতিতে প্রকাশ পেলো, সে সময়ে শিপ্রা বই পড়্‌ছিল।

মা পূর্ব্বাহ্নেই মিনার্ভা থিয়েটারের তিনখানা টিকিট কেটেছিলেন যাতে সকলেই একত্রে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় দেখতে পারে। এদিনের আকর্ষণ ছিল সাহায্য রজনী, আর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কল্‌কাতার সমস্ত রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। মা যাবার সময় শিপ্রাকে সঙ্গে নিতে গেলেন। শিপ্রা যেতে অসম্মত হোলো। ও বল্‌লে—"কয়েকখানা গান আমাকে পিয়ানোয় সেট করে নিতে হবে, কাল রাত্রেই গাইতে হবে কলেজের একটা জল্‌সায়—"

মা ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্ষুণ্ণ মনে।

মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন—"শিপ্রার গান গাইবার সময়ে কি পিয়ানোর কাছে সঙ্গী থাকার দরকার হোতো না?—"

আশালতা দেবী বললেন—"না, ও নিজেই পিয়ানো বাজিয়ে গাইতো, নিজেই গৎ প্রাক্‌টিস করতো—অবশ্য ওর নিত্য সঙ্গী হচ্ছে চিত্ত রায়, সে থাকে পার্কটার বিপরীত দিকে। হয় তো ও তাকে ডাকতে পারে, অনেক সময়ে কোন জলসায় গাইবার আগে ও চিত্ত রায়কে ডেকে এনে ঠিক্‌ঠাক করে নিতো—"

মিঃ সেন সদলবলে চিত্ত রায়ের বাসায় গেলেন। ও তখন ঘুমুচ্ছে, ওকে ডেকে তুলে প্রশ্ন করা হোলো। ও বললে সন্ধ্যে থেকে ও শিপ্রার কোন খোঁজ খবর পায় নি, ও আশা করেছিল যে, শিপ্রা ওকে ডাক দেবে ওর গানগুলোর সঙ্গে পিয়ানোর সুর সংযোজনা করতে। আশালতা দেবী বললেন, "ওঁর স্বামী সারা সন্ধ্যায় বাড়ীতে কাটিয়েছেন।" শ্রীযুক্তার এই বিবৃতি পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকও সমর্থন করলেন। উনিও ছিলেন সন্ধ্যের সময়ে ওঁদের সঙ্গে ওঁদের পারিবারিক বৈঠকে।

কণ্ঠ সঙ্গীতে শিপ্রার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। এবারও লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে শিপ্রা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। উনিশ বছরের মেয়ের অপূর্ব্ব সাঙ্গীতিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছে সমগ্র সঙ্গীত সমাজ। ও স্বর সাধনা করেছিল অধ্যাপক সুরেশ চক্রবর্ত্তীর কাছে, আর সঙ্গীত সমালোচকরা ওর উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ওর গানে মুগ্ধ হয়ে।

মৃতা তরুণীর মা ও বোনকে প্রশ্ন করে মিঃ সেন জানতে পারলেন যে, ওর তরুণ বন্ধু নেই, তবে মাঝে মাঝে দু'চারজন তরুণের আবির্ভাব হয়েছে ওর কণ্ঠ সঙ্গীতের স্তুতিবাদ করবার জন্যে। অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী এমন কতকগুলি ব্যক্তির নাম প্রকাশ করলেন যাঁরা কোন না কোন

সময়ে ওঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু এঁরা কলকাতার বিশিষ্ট অভিজাত এবং খ্যাতনামা ব্যক্তি, তবে পুলিসের কাছে এঁরা ওজর দেখিয়েছেন ঘটনাকালে কল্‌কাতার বাইরে ছিলেন।

মিঃ সেন সদলবলে গেলেন 'বসু এণ্ড মিত্র' কোম্পানীর দোকানে ঐ পেন্সিলের বিষয়ে জান্‌তে যেটি ওরা বিক্রয় করেছিল আর পাওয়া গিয়েছিল শিপ্রার পিয়ানোর ওপর, ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আশালতা দেবী ও তাঁর মেয়েদের ভালো রকমেই চেনে কিন্তু কেউই স্মরণ করতে পার্‌লো না যে ঐ পেন্সিলটা শিপ্রাকে ওরা বিক্রয় করেছে। ম্যানেজার পরিষ্কার ভাবেই বললেন যে ঐ পেন্সিলটা কয়েক দিন আগে যে সব পেন্সিল দোকানে মজুত করা হয়েছে তাদেরই একটি।

তিনি বলিলেন—"শিপ্রা এ পেন্সিল কিনেছে আমি বিশ্বাস করিনে। নিশ্চয়ই ও কারো কাছ থেকে পেয়েছে—"

মৃতা তরুণীর বান্ধবীরাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পেন্সিল পরীক্ষা করে বল্‌লো যে এরকম পেন্সিল ইতিপূর্ব্বে শিপ্রার কাছে ওরা দেখে নি। এই সব মন্তব্য শুনে আর নানাভাবে পেন্সিল সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করে মিঃ সেন বললেন—"বিপ্রদাস! বোধ হয় এ পেন্সিলটা হত্যাকারী ফেলে রেখে গেছে—"

বিপ্রদাস ঈষৎ মস্তক আন্দোলিত করে বল্‌লে—"আপনার কথাই মনে ধরেছে স্যার! ভারি সুন্দর হোতো, যদি সে একটু কিছু লিখে রেখে যেতো—হয় তো লেখা থাক্‌তেও পারে গানের স্বরলিপির খাতায়—"

গানের স্বরলিপির খাতা ও গানের খসড়ার কাগজগুলো বের করা হোলো পিয়ানোর সংলগ্ন জায়গা থেকে কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। মিঃ সেন আশালতা দেবীকে বল্‌লেন—"আপনি শুনেছেন হত্যাকারীকে পিয়ানো বাজাতে; বলুন তো কি বাজাচ্ছিল—"

আশালতা দেবী বল্‌লেন—"হ্যাঁ, বল্‌তে পারি—বিঠোফেন সিম্‌ফনি—"

মিঃ সেন আনাড়ীর মত পিয়ানোর উপর অঙ্গুলি চালনা করলেন, শেষে যখন ঠিক গৎ বেজে উঠলো তখন আশালতা দেবী বল্‌লেন—"হ্যাঁ, এই তো সেই সিম্‌ফনি—"

মিঃ সেন স্বরলিপির পৃষ্ঠাগুলো সতর্ক ভাবে দেখ্‌তে লাগলেন। তারপর বল্‌লেন—"দেখো বিপ্রদাস! এই যে, এই না একটা পেন্সিলের দাগ—"

বিপ্রদাস আগ্রহভরে ঝুঁকে দেখ্‌লো তারপর বল্‌লে—"হ্যাঁ স্যার ঠিক হ'য়েছে নোটগুলোর একটাকে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে—"

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাছে স্বরলিপির বইখানা নিয়ে যাওয়া হোলো। উনি বিশেষভাবে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বল্‌লেন—"না, কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নি, তবে ছাপার দোষে এই নোটটা ফোটেনি বলেই পেন্সিল দিয়ে তাকে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যিনি এ নোটের সংশোধন করেছেন তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গীতজ্ঞ—তাঁর পারদর্শিতা এরূপ যে সামান্য ভুল ত্রুটিও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি—"

গোয়েন্দা যুগলের এখন দৃঢ় ধারণা হোলো যে, হত্যাকারী একজন সুরশিল্পী ও সুদক্ষ পিয়ানোবাদক। সারা কলকাতা সহরের ভেতর যে-সব গাইয়ে বাজিয়ে আছে তাদের কাছে এঁরা গেলেন, তাছাড়াও বিশেষ ভাবে গেলেন তাদের কাছে যারা কোন না কোন ভাবে নিহত তরুণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মিঃ সেন ও বিপ্রদাসের কাছে এই সত্যই বদ্ধমূল হোলো যে, ঐরাত্রে শিপ্রার থিয়েটার দেখতে না যাওয়ার কারণই হচ্ছে কোন পিয়ানোবাদকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়েছিল যাতে করে ঐ তারিখে সন্ধ্যের সময় সে এসে ওর গানে পিয়ানো সঙ্গৎ করে। আর পিয়ানোবাদকও নিশ্চয়ই ওর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। শিপ্রার

মেজাজটা বড্ডো বেশী চড়া ছিল। সম্প্রতি ওর মা আশালতা দেবীর কাছে প্রকাশ পায় যে, চিত্তবাবের বাজনায় ভুল ধরেও তুমুল বাগবিতণ্ডা করতেও কুণ্ঠিত হয না। একবার এমনও ঘটে গেছে যে ওর গানের সঙ্গে চিত্ত রায় গরমিল বাজনা বাজায়। ও তখনই ছোট্ট একটা মজলিসে পাঁচজনার মাঝেই চিত্তকে বিশেষ লজ্জা দিয়ে বললে—"উঁহু, হচ্ছে না. ফের আরম্ভ করুন—"

কিন্তু এসব দোষ থাকা সত্ত্বেও ওর ভালো লাগতো চিত্তকে। চিত্ত সুর সংযোজক হিসেবে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে সাফল্য ও সন্তোষের সাথে, তাই যতগুলো পিয়ানোবাদককে ওর সঙ্গে বাজাতে ও ডেকে এনেছে কেউ চিত্তর সমকক্ষ নয়. এরূপ ধারণা ওর মনে গড়ে উঠেছিল।

আশালতা দেবী বললেন—'কিন্তু আমার বিশ্বাস, ক্রমাগত সে অন্য কারও সন্ধান করছিল। এটা একেবারেই সম্ভব নয় যে ও কাউকে পেয়েছিল, আর আমাদের কিছু না বলে যাকে ঐ রাত্রে বাজনা বাজাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিল, সে সময়ে আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা কেমন ঠেক্‌ছে, থিয়েটারে যেতে চাইছে না আমাদের সঙ্গে, অথচ ও থিয়েটার দেখতে খুব ভালোবাসে। আমার মাথায় কিন্তু একেবারেই ঢুকে নি কি এমন বিশেষ কারণ থাকৃতে পারে যাতে ও যেতে চাইলো না—"

এই ঘটনার অন্তরালে কোন্ সুরশিল্পী লুকিয়ে আছে তা কে জানে। সন্ধান করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে শিপ্রা আমন্ত্রণ করে থাকে ঐ রাত্রে তা হোলে কেবলমাত্র সে-ই সে ব্যক্তির পরিচয় দিতে পারে কিন্তু. মৃত্যুতো তার কণ্ঠ নীরব করেছে, আর নিষ্ক্রিয় করেছে তার ওষ্ঠাধর।

* * * * * *

চৈত্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যা। বসন্তের মৃদু মন্দবাতাস বইছে। চট্টোপাধ্যায় দম্পতী বসেছিলেন ওঁদের গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দার ওপর—

রাস্তা পেরিয়ে যে বাড়ীটা ওঁদের বারান্দা থেকে সোজাসুজিভাবে দেখতে পাওয়া যায় তারই তেতলায় একটির জানালার দিকে ওঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো। ঘরটা কেবলমাত্র ক্ষীণভাবে আলোকিত ছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অন্তর—একটি ছায়া যেন জানালার ধারে উঁচু নীচু অবস্থায় চলাফেরা করছিল।

দম্পতীর দৃষ্টি আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠলো, কারণ ঐ ছায়াটা অন্য কিছুরই নয়,—মানুষেরই। ঐ বাড়ীটার ঐ অংশে আছে—কুমারী নিবেদিতা বসু—ত্রিশবর্ষীয়া শিক্ষয়িত্রী। কখনই নিবেদিতা কোন পুরুষকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে না, কোন পুরুষের বান্ধবতা বা সান্নিধ্যের স্পৃহা নেই—এটা চট্টোপাধ্যায় দম্পতী জানতেন। এজন্যেও ওঁদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

অবিলম্বে ওপরের দিকে আলো নিবে গেল আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অন্ধকারের ভেতর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জলে উঠলো। এক মুহূর্ত্তেই কাঠিটা জলে শেষ হোলো—আবার অন্ধকার। চট্টোপাধ্যায় দম্পতীর মনে কোন সন্দেহজনক লক্ষণ প্রকাশ পেলো, কেন না কোন পুরুষ মানুষ নিবেদিতার কাছে আসে না, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশাও সে একেবারেই পছন্দ করে না।

পরদিন কুমারী নিবেদিতা বসু বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ায় শিক্ষয়িত্রীরা চিন্তিত হোলেন। অধ্যক্ষা পীড়িতা, ওঁর স্থলে নিবেদিতাকেই বসে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হচ্ছে। কুমারী বসুর কাছ থেকে কোন সংবাদ না আসায় একজন লোককে ওর বাড়ীতে পাঠানো হোলো, আধঘণ্টার ভেতর লোকটী ফিরে এসে বললে কড়া নাড়া দিয়ে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দুপুরবেলায় দু'জন শিক্ষয়িত্রী রাণী দে আর ফুলরেণু গুহ কুমারী নিবেদিতা বসুর গৃহে উপস্থিত হোলো। ওদের ডাকে

কেউ সাড়া দিল না, ফলে পাশের বাড়ীর শ্রীযুক্তা অমিয়া চন্দর সাহায্য নিতে হোলো। নিকটবর্ত্তী খোলা জানালা দিয়ে ওরা উঁকি মেরে ভিতরে প্রবেশ করলো কিন্তু ওরা প্রস্তুত ছিল না কোন মানসিক আঘাত পাবার জন্যে—এই আঘাতেই বুঝি এতক্ষণ ওদের প্রতীক্ষায় ছিল!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বাড়ী থেকে উঠলো গগন ভেদী চীৎকার ধ্বনি। রাস্তার লোকেদের পর্য্যন্ত কাণে গিয়ে পৌঁছুলো এ ধ্বনি। পথ চলাদের গতি স্তিমিত হয়ে গেল। সবারই মুখে একই কথা—কি হোলো! তেতলায় কুমারী নিবেদিতা বসু লরেটোর শিক্ষয়িত্রী তার শয্যায় উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, মাথার ওপর তুলে দেওয়া রয়েছে তার নক্সা তোলা সায়াটা। তাকে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে, সে গামছাটার খুট আঁট করে বাঁধা তার গলায়। ডাক্তারী পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হোলো তাকে নিষ্ঠুরভাবে হঠাৎ আক্রমণ আর মারপিঠ করে মেরে ফেলা হয়েছে।

নীচের তলায় পুলিস একটা টুলের ওপর দেখতে পেলো কোন ব্যক্তির একখানি রুমাল। পিয়ানোর চাবিগুলো বেরিয়ে রয়েছে। পাশের বাড়ীর শ্রীযুক্তা চন্দ বললেন—'গতরাত্রে এবাড়ীতে পিয়ানো বাজছিল, আমি অবাক হয়ে সে সময়ে ভাবছিলাম ঘর অন্ধকার অথচ বাজনা বাজছে একি রকম কথা! একটু আশ্চর্য্যই ঠেকলো। আমার ঘরের জানালা থেকে এ অংশটা দেখা গেল না, ভাবলাম বোধ হয় টেবিলের ল্যাম্পের মৃদু আলো ঘরের ভেতর রয়েছে। তারপর আর এসম্বন্ধে মনের ভেতর কোন চিন্তাই ওঠে নি, আমি শুতে চলে গেলাম। এখন এই ঘরে এসে বুঝছি আর আমার নিশ্চিত ধারণা হচ্ছে যে ঘরে আলোই ছিল না, কেননা যদি আলো থাকতো তা হোলে দেওয়ালের ওপর তার ছটা এসে পড়তো, আর সে ছটা আমার জানালা দিয়ে নিশ্চয়ই দেখা যেতো।"

গোয়েন্দা বিভাগের মিষ্টার সেন প্রতিবেশীদের প্রশ্ন করলেন আর চট্টোপাধ্যায় দম্পতীর কাছ থেকে পূর্ব্ব দিনের বিগত সন্ধার সময়ের অদ্ভুত দৃশ্যের কথা শুনতে পেলেন। ওঁরা বর্ণনা করলেন মিঃ সেনের কাছে কিভাবে দেখেছিলেন ওঁরা মানুষের প্রতিচ্ছায়া এই ঘরখানির জানালার ধারে। কিন্তু কারও মুখ থেকে মিঃ সেন বল্‌তে শুন্‌লেন না যে, তিনি এবাড়ীতে কোন মানুষকে প্রবেশ করতে দেখেছেন।

গুমোট সন্ধ্যা ছিল। বিগত দিনে, স্যার প্রতিবেশীদের প্রায় সকলেই বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, অধিক রাত্রে ফিরেছেন তাঁরা ঘরে। তবে যাঁরা বাড়ীর সাম্‌নে প্রাঙ্গণে বসেছিলেন তাঁরা বল্‌লেন যে এবাড়ীতে কোন লোককে প্রবেশ কর্‌তে দেখেন নি বা বেরিয়ে আস্‌তেও তাকে নজরে পড়ে নি।

গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় ঘনিয়ে এলো, লরেটোর অধ্যক্ষার অনুপস্থিতির জন্যে কুমারী নিবেদিতার ওপর অতিরিক্ত পরিমাণে গুরুভার অর্পিত হওয়ায় ওর পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছিল কার্য্য পরিচালনা করা, তবুও কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ওকে দারুণ মানসিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল, বিদ্যালয় থেকেও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েই নিত্য বাড়ী ফির্‌ছিল।

মিঃ সেনের কাছে এ ঘটনাটা কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠলো। শিপ্রা হত্যার সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য আছে। বিপ্রদাসকে বল্‌লেন—"কল্‌কাতা সহরে কত কাণ্ডই না ঘট্‌ছে—ক্রিমিনোলজির ভেতর এরকম হত্যাকে আর হত্যা করে যন্ত্র সঙ্গীত আলাপ্ করাকে একটা নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়েছে—সভ্যতার কি নিষ্ঠুর অভিশাপ! আমি ভাবতে পারিনে বিপ্রদাস! হত্যার উল্লাসে কি অদ্ভুত মানসিক বিকৃতি ঘটতে পারে—"

বিপ্রদাস বল্‌লে—"এও কি স্যার! আপনি যৌন প্রবৃত্তির পার্‌ভারটেড অবস্থা বল্‌বেন!—"

"—এরকমভাবেও মানুষ যৌন সম্ভোগ রসাস্বাদন করে আর তৃপ্তি পায়, এটা তো ঠিকই, মানুষ যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, আর বাবা, স্বামী মোহান্ত, আচার্য্য হয়েই বসুক না কেন, এখনও সে পশুর স্তর থেকে বিশেষ উঁচুতে উঠতে পারে নি—ফ্রয়েড বলে গেছেন মানুষের যা কিছু অসাধারণত্বের স্ফুরণ হয় তা অবদমিত মনের যৌন চেতনা ও যৌনসম্ভোগ স্পৃহা আর যৌন সংস্রব থেকে—"

বিপ্রদাস বল্‌লে—"গত চার মাস ধরে শিপ্রা হত্যার ব্যাপার নিয়ে আমাদের কাজ চলছে আবার ঐ রকমই একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হতে হচ্ছে—"

মিঃ সেন বল্‌লেন—"মানুষ আরও যত সভ্য হবে আর জড় বিজ্ঞান ধাপে ধাপে উঠবে ততই হত্যাকাণ্ডও হবে অদ্ভুত রকমের—"

তদন্তের পর মিঃ সেন অভিমত প্রকাশ কর্‌লেন, যে ব্যক্তি কুমারী শিপ্রাকে হত্যা করেছে তার দ্বারাই নিহত হয়েছে কুমারী নিবেদিতা এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

পুলিস বিভাগের অফিসার জনাব রহমন মিঃ সেনকে বল্‌লে—"এই রুমালখানি যা টুলের উপর ছিল অনেক গূঢ় রহস্য বের কর্‌তে পারে—" রুমালখানি পকেট থেকে বের করে জনাব রহমান মিষ্টার সেনের হাতে দিলেন।

রুমালখানি বিলাতের বাকিংহাম্ মিলের উৎকৃষ্ট সূতোয় তৈরী দামী কাপড় থেকে তৈরী হয়েছে, এক দিকে রয়েছে সূচীশিল্পের সুন্দর নিদর্শন —কারুকার্য্য যে হাতে করা হয়েছে, তার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, অপর দিকে লতাপাতা বুননের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে একটি ইংরেজী অক্ষর "এ"—

মিঃ সেন বল্‌লেন—"এ রুমাল খুব মূল্যবান, খুব সম্ভবত বিলেত থেকে

আমদানী হয়েছে। আমার বিশ্বাস এরকম রুমালের হদিস পাওয়া যাবে।

একটি দিন ধরে অনুসন্ধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর মিঃ সেন ও বিপ্রদাস মুর্গীহাটা ও চৌরঙ্গীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতর প্রবেশ করে এশ্রেণীর রুমালের তল্লাস আরম্ভ করলেন।

পরদিন দুপুর বেলায় মুর্গীহাটায় এরুমালের আমদানী কারক আড়ৎদারের সন্ধান পেলেন মিঃ সেন। দাদাভাই কাসিম ভাইএর ম্যানেজার ওঁকে দেখালেন যে এই শ্রেণীর রুমাল লণ্ডন থেকে আমদানী করা হয়েছে। একটি কথা ম্যানেজারের মুখ থেকে বাহির হোলো যা শুনে মিঃ সেন শুনে উৎফুল্ল হলেন।

ম্যানেজার বললেন—"এক ডজন রুমালই লটে ছিল 'এ' অক্ষর আঁকা, দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, হল এণ্ড এণ্ডার্সন পেয়েছে সাহেবী কোয়াটারের জন্যে আধ ডজন, আর আধ ডজন দেওয়া হয়েছে কমলা ষ্টোর্সকে বাঙ্গালী কোয়াটারের জন্যে—"

হল এণ্ড এণ্ডার্সন মিঃ সেন ও বিপ্রদাসকে দেখালেন যে 'এ' রুমালের মধ্যে তিনখানি মাত্র বিক্রী হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বড় কর্ত্তা কিনেছেন নিজের জন্যে একখানা—আর দু'খানার খবর বলা শক্ত। খরিদ্দারের নাম-ধাম তো আর লেখা হয় না! প্রতিষ্ঠানের বড় কর্ত্তা যখন শুনলেন যে, গোয়েন্দা বিভাগ থেকে 'এ' রুমালের সম্বন্ধে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, উনি ভীত হয়ে পড়লেন।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে ওঁরা চলে গেলেন কলেজ ষ্ট্রীটে কমলা ষ্টোর্সে, সেখানে 'এ' রুমালের সন্ধান করলেন। ওরা বললে একখানি রুমালও বিক্রী হয় নি এখনও বাক্স আঁটাই আছে খোলা হয় নি।

মিঃ সেন বললেন—"বিপ্রদাস! ফিরে চলো, হল এণ্ড এণ্ডার্সনের বড় কর্ত্তা পিয়ার্সন সাহেবই আর দু'খানা রুমাল নিশ্চয়ই নিয়েছে, এধারণা

আমার দৃঢ়—বুঝলে, হ্যাঁ,—একটা কথা, তুমি দেখেছ রুমালের কথা বল্‌তেই ওরা কি রকম নার্ভাস হয়ে গেল—"

দোকানের পশ্চাতে পিয়ার্সন সাহেব গোয়েন্দা যুগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ওঁর ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো। বল্‌লেন "আপনাদের ফিরে আস্‌তে দেখে যে ভারী খুসি হয়েছি। আমার মেয়েই আর দু'খানা রুমাল কিনেছে, আপনারা যে সময়ে এসেছিলেন সে সময়ে আমার মেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল,—ওর বেশ স্মরণ আছে—"

ভিতরে প্রবেশ করেই পঁচিশ বৎসরের শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ওঁদের দেখা হোলো। ঐ শ্বেতাঙ্গিনী মিস্ এনিয়েটা পিয়ার্সন বল্‌তে সুরু কর্‌লো—"একখানি রুমাল আমি নিজের জন্য কিনেছি, আর একখানি কিনেছি যে ভদ্রলোকের জন্যে, তিনি এক হপ্তা আগে এসেছিলেন এখেনে। তিনি তাঁর নাম বললেন এ্যাডর ডার্ট। তাঁকে আমি পূর্ব্বে দেখিনি, তিনি বাঙালী, আর ফিরে এলেন না—লম্বা চেহারা, গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুল ওপর দিকে আঁচড়ে তুলে দেওয়া আছে, একটু থেমে থেমে কথা বলেন—আমার ঐ রুমাল দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়, এজন্যে তাঁকে একখানি কিনে দিতে হয়েছে—"

"—ক্ষণেকের আলাপেই কিনে দিলেন?—মিঃ সেন মৃদু হেসে বল্‌লেন।

"—মিস্ পিয়ার্সনের মুখের গোলাপী আভা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বল্‌লেন—"ভদ্রতার খাতিরে দিলাম, এটা আমাদের ইংলিস কার্টসি—"

মিষ্টার সেন পরিহাসচ্ছলে বল্‌লেন—"আই সি—"

মিঃ সেন সিদ্ধান্ত কর্‌লেন যে মেয়েটার বিবৃতি অমূলক নয়। বিপ্রদাসকে বল্‌লেন—"চলো, কলেজ ষ্ট্রীটে সেই বস্থ এণ্ড মিত্রের ক

শিপ্রার হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে নিবেদিতা হত্যার যে সূত্র পাওয়া যাচ্ছে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। লোকটা লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে, নামটা যা বুঝা গেল অধর দত্ত—"

প্রতিষ্ঠানে বড কর্ত্তা পিয়ার্সন সাহেবের চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হোলো। উনি বাংলাও ভালো জানেন। বল্লেন—"অধর! অধর দত্ত—গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে এ্যাডর্ ডাট্ বলে পরিচিত, পিয়ানো বাজায় সেখানে—"

কাছেই গ্রাণ্ড থিয়েটার মিঃ সেন বিপ্রদাসকে নিয়ে সেখানে গেলেন।

থিয়েটারের ম্যানেজার বললেন—"বেলা শেষের দিকেই এ্যাডর ডাট্ আসে, কোথায় থাকে জানা নেই, তবে তার সঙ্গে দেখা কর্তে হোলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে—"

অগত্যা দু,জনেই অপেক্ষা কর্তে লাগ্লেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে ভাবেই হোক অধর দত্তের কাণে গিয়ে পৌঁছেছে যে, পুলিস তার সঙ্গে কথা বল্তে চা য়

থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার সময়ে অধরকে দেখা গেল না, একজন নতুন লোক এসে পিয়ানো বাজাতে সুরু কর্লো।

অবশেষে মিঃ সেন একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে অধর দত্তের বাসার ঠিকানা পেলেন। তার ঠিকানায় গিযে তাকে খুঁজতে গিযে মিঃ সেন ও বিপ্রদাসের নজরে পড়্লো লোকটা লাফ মেরে নীচে দিয়ে পালিয়ে গেল।

"ধর্ ধর" শব্দ ব্যর্থ হবে, এতো জানা কথা! ওকে ধর্বে কে?

টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া ষ্টেশন থেকে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঞ্চলেই অধর দত্তকে পাবার জন্যে পুলিশের অনুসন্ধানের দুর্দ্দান্ত কুকুরগুলো ছুটাছুটি কর্লো শেষে রণশ্রান্ত পদাতিক সৈন্যের মত পুলিস

বিভাগের অবস্থা হোলো! পর্ব্বত শেষে মূষিক প্রসব কর্‌লো, তাকে আর পাওয়া গেল না।

দেশের চতুর্দ্দিকে পুলিস বিভাগের কর্তৃপক্ষের ঘোষণা পত্র বাহির হোলো।

এ্যাডর্ ডাট্ ওরফে অধরচন্দ্র দত্তের সম্বন্ধে বর্ণনা আর তার অপরাধের বিবরণ দিয়ে যে দেশময় বিজ্ঞপ্তি বাহির হোলো তা'তে চতুর্দ্দিকে বেশ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো। প্রত্যেক সহরেই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পুলিস কেন্দ্রকে অবগত করা হোলো যেন ঐ হত্যাকারীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা হয় এবং গ্রেপ্তারের জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা হয়। আশঙ্কা আছে, পুনরায় কোন সহরে গিয়ে আত্মগোপন করে অনুরূপ হত্যা করতে পারে।

অপরাধতত্ত্ব বিজ্ঞান এই কথাই বলে যে, একবার হত্যা করেও যদি কেউ কোন রকম দণ্ড না পায় বা ধরা না পড়ে তবে সে ক্রমাগতই হত্যা করবে—এ হত্যার স্পৃহা ব্যাঘ্রের রক্ত আস্বাদনের মত সাংঘাতিকতা-পূর্ণ মদোন্মত্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এজন্যেই হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়ার প্রথা রয়েছে—মিঃ সেন বাড়ী এসে মিসেস সেনকে এইসব কথা বলতে লাগলেন। মিসেস্ সেন বললেন—"তুমি কি রকম ডিটেক্‌টিভ হে! একটা লোক একই রকমের হত্যা দু'বার করে, পিয়ানো বাজিয়ে হেসে খেলে উধাও হোলো, আর তোমরা সব রথী মহারথীরা ভয়ে জুজু হয়ে আমাদের আঁচল ধরে বেড়াচ্ছো, ছিঃ, ছিঃ—"

* * * *

১৫ই ফাল্গুন দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল শিও'র হত্যার পর।

কাটোয়ার কাছে নতুন হাট গ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু গাঁতিদার বর্দ্ধমান সহরে ঐ তারিখের পূর্ব্বদিন এসেছিল। এঁর নাম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ-রায়। এঁর চাষ দেখবার জন্যে একজন লোকের সন্ধান করছিলেন ইনি। সহরের ভেতর অনেককেই এ সম্বন্ধে বলেছিলেন। ১৫ই তারিখের বেলা পাঁচটার সময়ে প্রায় আটাশ বছরের এক যুবক এঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো, বললে—"আমি কাজ করবো—" গাঁতিদার, ওর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন—"পারবে, চাষবাস দেখতে হবে—"

"কেন পারবো না, আর আমিও আপনার স্বজাতি—আগুরি—"

ওর কথাবার্ত্তায় গাঁতিদার মুগ্ধ হলেন। ওর চোখ মুখের ভাবভাব দেখে ওকে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বলেই মনে হোলো। উনি ওঁর বাড়ীর নীচের তলায় থাকতে দিলেন যেখানে ওঁর কর্ম্মচারীরা থাকে। সন্ধ্যের পর ঐ লোকটি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল এমন সময় গাঁতিদারের মেয়ে হরিদাসী, বয়েস ষোলই হবে ওখেনে এসে শুনলো কথাবার্ত্তা। মেয়েটা সাধারণতঃ এদিকে বড় আসে না। নব নিযুক্ত লোকটি সন্ধ্যে থেকেই এ মেয়েটার ওপর নজর রেখেছিল, একবার চেষ্টাও করেছিল মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে জমিয়ে নিতে, তা হোলো না।

নবাগত কর্ম্মচারী নিজের নাম বললে—মহেশ্বর সিংহরায়। রাত্রে শোবার সময় গাঁতিদারের স্ত্রী স্বামীকে বললেন—"লোকটাকে ভালো লাগছে না, অচেনা অজানা লোক, ও কেবলই হরিদাসীর দিকে তাকায়, সোমত্ত মেয়ে আমার—একটা কাণ্ড ঘটতে কতক্ষণ, আমার ভয় হচ্ছে ঐ লোকটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে—"

গাঁতিদার স্ত্রীর কথাগুলো শুনে বিশেষ কর্ণপাত করলেন না, বরং উপহাস করলেন। বললেন—"নতুন এসেছে, মেয়েও আমার দেখতে

ভালো—দেখা আর কথা বলাতে এমন কিছু অপরাধ হয় না, আজকের দিনে আরেকি বাহগুলো ছেড়ে দাও।"

এক সপ্তাহ কেটে গেল। এর ভেতর হরিদাসী সলজ্জভাবেই চলতে লাগলো, চেষ্টা কর্‌লো মহেশ্বরের নজর এড়িয়ে যেতে। পরের সপ্তাহে মাথরুণ গ্রামের একটা সার্কাসের দল তাঁবু ফেলে খেলা দেখাতে আরম্ভ করেছে শুনে হরিদাসী বায়না ধরেছে সার্কাস দেখতে যাবে।

ইতিমধ্যে মহেশ্বর এসে পড়তেই লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"বেশ, মহেশ্বরের সঙ্গে যাও—" বলা বাহুল্য অল্পসময়ের মধ্যেই মহেশ্বর কর্ম্মকুশলতা দেখিয়ে লক্ষ্মীকান্তর বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। ওর ওপর ওঁর কোন সন্দেহের রেখাপাত করে নি। আস্তাবল থেকে ঘোড়া এনে সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বর গাড়ীতে জুড়ে দিল!

লক্ষ্মীকান্তর বগিগাড়ীখানি চালিয়ে চল্‌লো মহেশ্বর হরিদাসীকে সঙ্গে নিয়ে;—কিন্তু ফিরে আসার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, ওদের আস্‌তে না দেখে লক্ষ্মীকান্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ওঁর স্ত্রী বললেন—"বারে-বারেই তোমাকে বলেছি, মানুষকে অতটা বিশ্বাস করো না—মহেশ্বরকে ভালো লাগছিল না।" লক্ষ্মীকান্ত নীরবে স্ত্রার ভৎসনা শুন্‌লেন, প্রতিবাদ করবার কোন পথই খুঁজে পেলেন না। লক্ষ্মীকান্ত বল্‌লেন—"এতরাত্রে আমি কি করি—"

চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করেও ওদের পাওয়া গেল না। তবে কি হরিদাসীকে নিয়ে মহেশ্বর পালিয়েছে? পরদিনও ওরা ফিরলো না। কয়েকদিন পরে সোমবারের হাটে এসেছিল নকুড় জানা—ও বললে যে লক্ষ্মীকান্তর বগিগাড়ী ওদের গাঁয়ের রথতলায় দু'দিন আগে যেতে দেখেছে। কোতোয়াল বললে—"আপনার বগিগাড়ী দেখেই চিন্‌তে পেরেছি, তবে কোন সন্দেহ করি নি, আর হরিদাসীকে নিয়ে যে কেউ পালিয়ে যাচ্ছে,

এ কথাই আবার মনে আসছে কি করে? গাড়ীখানার দিকে লক্ষ্য করলাম আপনাকে দেখলাম না—"

লক্ষ্মীকান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে বললেন—"গাড়ীতে হরিদাসী ছিল না?—"

"—না তো, একটা ছোঁড়া খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—লম্বা চেহারা—"

লক্ষ্মীকান্ত আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। মাথরুণ থানায় এই দুঃসংবাদটী জানালেন—মহেশ্বরকে খুঁজে বের করবার জন্যে চতুর্দ্দিকে পুলিস ও গোয়েন্দাবিভাগ ছুটাছুটি আরম্ভ করলো।

মিঃ সেন ও বিপ্রদাসের সঙ্গে নতুন হাটগ্রামে এলেন। লক্ষ্মীকান্ত সিংহরায়ের মুখে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনে তিনি বাড়ীটার ভেতর দেখলেন। বললেন—"হরিদাসী কোন্ ঘরে শুতো—"

ওঁকে সে ঘরটী দেখানো হলো। তিনি তাঁর বাক্স পেঁট্‌রা খুলে দেখলেন কাপড়-চোপড় পয়সাকড়ি কিছুই নেই। লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"ওর গায়ে প্রায় পনরো ভরি সোণা রয়েছে—'

"—এমন কাঁচা কাজও করলেন আপনি—"মিঃ সেনের একথার উপর লক্ষ্মীকান্ত নীরব হয়ে রইলেন। বিপ্রদাস বললে—"হরিদাসীকে পাওয়া কি আর যাবে?—"

মিঃ সেন বিপ্রদাসের সঙ্গে মাথরুণ থানায় এলেন। দারোগার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে নিরুদ্দেশের যাত্রীর সন্ধান আরম্ভ করলেন। মাথরুণের এলাকাভুক্ত যতগুলো গ্রাম আছে প্রত্যেক গ্রামেই অনুসন্ধান করা হোলো। কোথাও পাওয়া গেল না, শেষে কাটোয়া ছাড়িয়ে এসে কাটোয়া-বর্দ্ধমান রাজপথে একটি পরিত্যক্ত আটচালার ভেতর ঘোড়া আর বগিগাড়ী পাওয়া গেল। কিন্তু মহেশ্বর পলাতক। ঘোড়ার পায়ে ক্ষত হয়ে গেছে।

চতুর্দ্দিকে বন-বাদাড, বাগান, জঙ্গল, রাস্তা, ঘাট আর মাঠ—খুঁজেও মেয়েটার সন্ধান মিললো না। তা ছাড়া কোন গাঁয়েই—তাকে পাওয়া গেল না—হ্যাঁ, দুশ্চিন্তারই কথা! পুলিস ও গোয়েন্দা কর্ত্তৃপক্ষের মনে ধারণা হোলো যে, হরিদাসীকে হত্যাই করা হয়েছে।

মর্ম্মাহত বিচ্ছেদ ব্যথাতুর লক্ষ্মীকান্ত তবুও আশা ছাড়লেন না—ওঁর মন কেবলই বলতে থাকে হরিদাসী বেঁচে আছে,—ফিরে আসবে!

পৃথিবী আশায় ঘুরে বেড়ায়, আশার কথাই শুনতে চায়। কিন্তু যত দিন চলে যেতে থাকে, সিংহরায় দম্পতী ওঁদের মেয়েকে ফিরে না পাওয়ায় ক্রমেই ততই হতাশ হ'তে লাগলেন। শেষে ওঁদের ধারণা হোলো হরিদাসীর মৃত্যু হয়েছে।

মিঃ সেন মহেশ্বরের অতীত দিনগুলোর সন্ধান করতে সুরু করলেন কিন্তু ওর যা তল্পিতল্পা লক্ষ্মীকান্তর বাড়ীতে ছিল, তা থেকে কোন রহস্যই খুঁজে বেরুলোনা। তল্পিতল্পার ভেতর কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছিল মাত্র। অন্যান্য যে সব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছিল, ও নিয়ে যাওয়ায় বেশ বুঝা গেল যে, রীতিমত মতলব এঁটেই সতর্ক ভাবে প্রস্থান করেছে। বর্দ্ধমানে ইতিপূর্ব্বে যে বাড়ীতে লোকটা ছিল, সেখানে গিয়ে ঘটনাচক্রের বিস্ময়কর রূপ প্রকাশ পেলো। ওর একটা টিনের সুটকেস পাওয়া গেল, তার ভেতর ছিল কয়েকখানি চিঠি, শিরোনামায় লেখা এ্যাডরু ডাট্, কেয়ার অফ্ গ্র্যাণ্ড থিয়েটার চৌরঙ্গী। মিঃ সেন পড়ে বললেন—"এইবার বুঝেছি মহেশ্বর ব্যক্তিটি কে?—"

বিপ্রদাস বললে—"আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা কোথা থেকে কোথায় কি ভাবে এসেছে?—"

মিঃ সেন বিপ্রদাসকে নিয়ে কল্‌কাতায় ফিরে এলেন, জানতে পেরেছে যে এ্যাডর্ ডাটের কল্‌কাতায় অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। এদিকে হরি-

দাসীর অনুসন্ধানের ব্যাপার চলতে থাকলো কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে কাটোয়া বর্দ্ধমান পথের একপাশে দু'টী তরুণ সরোজ আর বিমল খরগোস শীকার করছিল,—ইতিপূর্ব্বেই এ অঞ্চল অনুসন্ধান করা হয়ে গেছে। হঠাৎ বিমল ঝোপের কাছে থেমে গেল। তার পায়ের কাছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ ঠেক্‌লো। লম্বা চুলগুলো নীচে ছড়িয়েছিল। পাশে পরণের শাড়ীখানা পড়ে ছিল।

দু'টী তরুণ এই ব্যাপার দেখে দ্রুতগতিতে রাস্তার ওপর এলো আর প্রথমে যে পথিককে দেখলো, তাকেই ডেকে এনে স্ত্রীলোকের দেহাবশেষ দেখালো। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে ছিল একটা অষ্টধাতুর আংটী। সেই আংটী দেখেই শেষে প্রমাণিত হোলো যে, ঐ স্ত্রীলোকটি লক্ষ্মীকান্ত সিংহরায়ের মেয়ে হরিদাসী।

হরিদাসীর গলায় দড়ি এঁটে মেরে ফেলা হয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"বগিগাড়ীর পিছনে এ দড়ি ছিল। দড়িটা হত্যাকারী খুব আঁটসাটভাবে হরিদাসীর গলায় পরিয়ে রেখেছিল। ওর ব্লাউজটা পড়েছিল ত্রিশগজ দূরে, ওর ছায়াটা বাঁধা ছিল গাছে। সংবাদ পেয়ে মিঃ সেন বিপ্রদাসের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গেলেন। কাটোয়া পুলিস ওঁদের কাছে দেখালো মৃতদেহটী। মিঃ সেন বললেন—"এ কীর্ত্তি খুনে এ্যাজের্ ডাট ওরফে অধর দত্তই করেছে, মানুষ খুন করে করে ওর মাথায় খুন চেপে গেছে—ইতিপূর্ব্বে আর দু'জন স্ত্রীলোককে সে যেমনভাবে খুন করেছে এ পদ্ধতিও ঠিক সেই রকম। এ শয়তানকে আমরা ধরতে না পারলে এর দ্বারা এম্নি ভাবে বহু মেয়েছেলে খুন হবে। খুন করাই যেন ওর জীবনের চরম লক্ষ্য—কঠোর ও নির্ম্মম হয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটির

গলায় দড়ি পরিয়ে খুন করেছে—" বিপ্রদাস বললে—"বেটা গেল কোথায় ?—"

দু'হপ্তার ওপর বর্দ্ধমান আর কাটোয়ায় কাটিয়ে গোয়েন্দা যুগল নিরুৎসাহ হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। হত্যাকারীর সন্ধান মিললো না কিন্তু মিঃ সেন একেবারে আশা ভরসা ছেড়ে দেন নি, বর্দ্ধমান পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দিলেন।

শীত এসে পড়লো, উত্তুরে বাতাস বইতে লাগল। হঠাৎ পাটনা থেকে খবর এলো মিঃ সেনকে সেখানে যাবার জন্যে। বিপ্রদাসের সঙ্গে উনি চলে গেলেন। যে আশা উনি করেছিলেন হয়তো তা ফলবতী হোতে চলেছে।

পাটনায় ওঁরা গিয়ে এমন একটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, ওঁরা ট্রেন থেকে অবতরণ না করা পর্য্যন্ত সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, ঠিক যেন ছায়ার মত। একটি ছোট রেঁস্তোরা কাছে দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে বসলেন। সেখানে গুপ্তঘরের ভেতর আহারাদি আরম্ভ করলেন, এখানে এসে সংবাদ পেলেন গুপ্তচরের কাছে যে এ্যাডম্ ডাক্ ষ্টেসনের কাছাকাছি জায়গায় লুকিয়ে আছে। গুপ্তচর বললে—"সে মনে করেছে যে, এখেনে নিরাপদে থাকবে—খুব হুঁসিয়ার—তার কাছে পিস্তল আর ছোরা আছে—"

'পাটনা পুলিসের সাহায্যে মিঃ সেন উত্তর দিকে একটা এঁদো পুরোনো বাড়ীতে হানা দিলেন রাতদুপুরে, সব ব্যর্থ হয়ে গেল—ওঁরা যে ভুল করে অন্য বাড়ীতে হানা দিয়েছেন, তা প্রমাণিত হোলো। যে ভাবে হোক খবরটা ঠিকমত সংগ্রহ করে দেওয়া হয়নি,—বাড়ীটা উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে—গলিটায় নামের গোড়ার দিকটা ঠিক ছিল, কিন্তু শেষের দিকটায় ছিল ভিন্ন যেমন ধরুন বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, ওঁরা

খবর পেয়েছেন বনমালী চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট। এই ভুলের জন্তে উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখো ছুটে মিঃ সেন যখন সঠিক ঠিকানায় গিয়ে পৌছুলেন পুলিস-বাহিনী নিয়ে, তখন শুনতে পেলেন ওঁরা পৌছোবার কয়েক মিনিট আগেই এ্যাডব্ ডাট্ ওরফে অধরচন্দ্র দত্ত পলায়ন করেছে।

মিঃ সেন বিপ্রদাসকে নিয়ে কল্‌কাতায় গোয়েন্দা বিভাগের হেড্ কোয়াটারে এলেন। এ বিভাগের বড় কর্ত্তা মিঃ স্মিথকে বললেন যে উনি বিপ্রদাসকে নিয়ে অন্তভাবে হত্যাকারীর সন্ধান করবেন, এ জন্তে বিশেষ অর্থ ব্যয় হবে।

মিঃ স্মিথ বললেন—"তা হোক, যেমন করে হোক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা চাই, এরা মনুষ্য সমাজের শত্রু—"

বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি পেয়ে মিঃ সেন আর বিপ্রদাস পুনরায় পাটনায় গিয়ে একেবারে অতি সামান্ত ব্যক্তির মত কালযাপন আরম্ভ করলেন। ওঁরা একখানি ছোট ঘর ভাড়া করে রইলেন। প্রায় দু'হপ্তা ধরে ওঁরা সেলুন, লণ্ড্রি, এজেন্সী, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি জায়গায় খুঁজতে লাগলেন ঐ হত্যাকারী কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না।

ওঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ওঁরা ওঁদের কৌশলের ধারাটাকে পরিবর্ত্তন করলেন। ওঁরা থিয়েটার, সিনেমা হল, অপেরা প্রভৃতি জায়গায় ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলেন কোন না কোন কাজের অছিলায়। ওঁরা জানতে পারলেন যে, একটি তরুণীর সঙ্গে এ্যাডব্ ডাট্ বা অধরচন্দ্র দত্তের যোগাযোগ হয়েছে এই চুক্তিতে যে, সে আর তার একটি বন্ধু এ্যাডব্ ডাট্‌কে নিয়ে অর্কেষ্ট্রা গঠন করবে।

মিঃ সেন বিপ্রদাসের পিঠ চাপড়ে বললেন—"এবার ঠিক হয়েছে, এখন থেকে আমি বুকিং এজেন্ট, আমার কাছেই সব যন্ত্রপাতি পাওয়া

যাবে, আমরা ভাড়া দেবো এই ভাবে প্রচার চালাতে হবে—জাল ঠিকই ফেল যাবে—"

একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ওঁরা অর্কেষ্ট্রা এজেন্সীর অফিস খুললেন, সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন ঘরখানি পুরানো ভাড়া করা আসবাবপত্র দিয়ে। বিপ্রদাসের কাজ হোলো সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য চালানো। ওরা প্রচারের ফলে সেই তরুণী যে এ্যাডর্ ডাটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সমস্ত অবগত হোলো। বিপ্রদাস তার সঙ্গে সাক্ষাৎও করলো। কথায় কথায় বিপ্রদাস ওকে বললে যে ওর একটি বিশিষ্ট বন্ধু আছেন তিনি অর্কেষ্ট্রা ব্যবহার করতে দিতে পারেন, আর যেখানে বাজানো হবে সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন, এ ব্যাপারেরই তিনি বুকিং এজেণ্ট।

তিন দিনের ভেতরই তরুণী মিঃ সেনের অফিসে এসে উপস্থিত হোলো।

ও বললে—"শুনলাম আপনি নাকি অর্কেষ্ট্রা বুক করেন, আমার নাম লীলাবতী দাস, আমার একটা আছে আপনি যদি—"

মিঃ সেন মুরুব্বিয়ানা ভাব দেখিয়ে বললেন যে, পিয়ানো বাদক তরুণীর দলে ক'জন।

তরুণী বললে—"একজন, ইনি পিয়ানো বাজিয়ে নাচের সঙ্গে বাজাতে চান না, ক্লাসিকই পছন্দ করে—"

"—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে আমার হাতে যে পার্টি আছে, তারা বলছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকই চায়—"

"—বেশ, আমারা রাজি আছি—"

মিঃ সেন একটি সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দিয়ে বললেন—"তা

হোলে অডিসনের ব্যবস্থা করুন, কি রকম আপনাদের দল অর্কেষ্ট্রা বাজাবে সেটা তো জানা দরকার—"

"—আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি—" এ কথা বলে তরুণী চলে গেল।

গোয়েন্দা যুগল দু'দিন ধরে ধৈর্য্য সহকারে তরুণীর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। অবশেষে লীলাবতী দাসের আবির্ভাব হোলো। তরুণী বললে যে, তার পিয়ানো বাদক অর্কেষ্ট্রা বাজানোর আগে ভালো করে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে তারপর চুক্তিবদ্ধ হবে। তার ইচ্ছে মিঃ সেন যদি অর্কেষ্ট্রা বাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তা হোলে ভালা হয়, এ বিষয়ে আগে থাকতে একটা প্রাথমিক কথাবার্ত্তা হ'য়ে যাওয়া আবশ্যক। মিঃ সেন তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেন।

এ্যাডর্ ডাট্ ওরফে অধরচন্দ্র দত্ত আর ঐ তরুণী লীলাবতী দাস একটি টেবিলের ধারে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল এমন সময়ে ডিটেক্‌টিভ মিঃ সেন রেঁস্তোরায় প্রবেশ করলেন। এ্যাডর্ ডাট্‌কে রমণীয় দেখাচ্ছিল কিন্তু যেন খাঁচার পাখীর মত অবস্থা হয়েছে ওর কিন্তু মিঃ সেন মোটেই ভীত ছিলেন না এই ভেবে যদি ও ওঁকে চিনে ফেলে। উনি এ্যাডর্ ডাটের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। উনি ভাবতেও পারেন নি ওর পক্ষে সম্ভব হবে ওঁকে চিনতে পারা। কিন্তু মিঃ সেন কয়েক মিনিট বসেই বুঝতে পারলেন যে লোকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে। ও'র অন্তরের অবচেতন স্তর থেকে বহিপ্রকাশ হোলো হয়, হত্যাকারী বুঝতে পেরেছে উনি গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার—খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ। এই অসোয়াস্তিকর পরিস্থিতির ভিতর উনি অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন এমনভাবে যাতে সন্দেহের অবকাশ গভীরতর না হয়।

এ্যাডর্ ডাট্ কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো। বললে—"আপনারা

ততক্ষণ কথা বলুন, পাশের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে আসি—” ও বাহির হোলো কিন্তু সামনের দিক দিয়ে নয়, রান্নাঘরের পাশের দরজা দিয়ে ও দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মিঃ সেন ওর পিছনে ছুটলেন। বিপ্রদাসকে সামনের দিকেই রাখা হয়েছিল রেঁস্তোরায় আগত তিন মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে, সে দেখলো ওষুধ ধরে গেছে। ও বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে এ্যডার্ ডাটের পিছু পিছু ছুটোছুটি আরম্ভ করলো, আর ছোট গলির ভিতর দিযে এসে পড়লো রাজপথের ওপর ঠিক সময়ে। ঐ সময়েই এ্যাডর্ ডাট্ কোণাকুণিভাবে মোড় ঘুরে পালাবার চেষ্টা করছিল। একটা খালি জায়গা পেরিয়ে বিপ্রদাস প্রায় এ্যাডর্ ডাটের নাগাল ধরে ফেললো। ও চেঁচিযে বললে—“হল্ট—” এ্যাডর্ ডাট্ শুনেও শুনলো না। বিপ্রদাস বললে—“না দাঁড়ালে এক্ষুনি গুলি করবো—” এ্যাডর্ ডাট্ একথা কাণে না নিয়ে পায়ের জোরের ওপর নির্ভরশীল হোলো যাতে ও বিপন্মুক্ত হোতে পারে। বিপ্রদাস ওর দিকে সমান করে গুলি ছুঁড়লো। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সে গুলি ছুঁড়লো তবুও হত্যাকারী বাতাসের মত গতিতে ছুটতে আরম্ভ করলো, বেশ একটু পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রেখে। বিপ্রদাস বুঝলো যে, দ্রুতবেগে ধাবমান পলাতকটিকে কায়দা করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। ও থামলো আর একবার গুলি ছুঁড়বার সুযোগ নিলো। এ্যাডর্ ডাট্ তবুও ছুটতে থাকে, একটা গুলি মনে হোলো ওর পায়ের কাছে লেগেছে কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে ঐ হত্যাকারী কোথায় দিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে গেল বিপ্রদাস আর দেখতে পেলো না।

মিঃ সেন দূরে ছিলেন। বিপ্রদাস ওঁকে বললো—“স্যার! ওর পায়ে গুলি লাগা সত্ত্বেও দৌড়ে কোথায় যে চলে গেল ঠিক করতে পারলাম না—”

মিঃ সেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর গোটা সহর

তোলপাড় করেও ঐ হত্যাকারীকে ধরতে পাওয়া গেল না। স্থানীয় পুলিস, রেলওয়ে পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ একত্র হয়ে পলাতকের সন্ধান করেও কোন রকমে পলাতকের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলো না।

মিঃ সেন বিপ্রদাসকে নিয়ে কল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। উনি এসে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টারে বসে লিখলেন—"হত্যাকারীর কার্য্যকলাপগুলির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া গেল, একটা বিষয়ে রহস্যই রহিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইল না।

শিপ্রাকে হত্যা করিয়া কি ভাবে আশালতা দেবীর গৃহ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইল এই আবিষ্কারের সূত্র পাওয়া গেল না। আমার ধারণা, যে সময়ে আশালতা দেবী এবং তাঁহার কন্যা ক্ষণপ্রভা সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিলেন সে সময়ে হত্যাকারী একটা নিভৃত কক্ষের ভিতর লুক্কায়িত ছিল ঠিক সিঁড়ির সন্নিকটে,—যে মুহূর্ত্তে উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন হত্যাকারীও সিঁড়ির সন্নিকস্থ নিভৃত কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক সম্মুখের দরজা ঠেলিয়া পলায়ন করে—"

শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের ওপর সন্ধ্যার আবরণ পড়লো। ওই আশ্বিনই হবে। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ পরেই আকাশে উঠলো একখানা মেঘ। কল্‌কাতা সহরের ওপর সুরু হোল বারি বর্ষণ। রায়চৌধুরী দম্পতি বাড়ী ফিরলেন। হরেন রায়চৌধুরী বললেন—"আচ্ছা বৃষ্টির পাল্লায় পড়া গেছে—" নিজেই মোটর চালিয়ে বাড়ীর দরজার কাছে এলেন, পাশেই ওঁর স্ত্রী বসেছিলেন। বললেন—"ছায়া! মাথা নীচু করে ছুটে

গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, আমি গাড়ীটা তুলে যাচ্ছি—দেবতার আক্কেল নেই, এ সময়ে বৃষ্টি, আর আমরা ভিজে যাবো—”

পনটিয়াক মোটর গাড়ীখানাকে ধীরে ধীরে চালিয়ে চললেন শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী গ্যারেজের দিকে। গ্যারেজ অবশ্য বেশী দূরে নয়, ওঁর বাড়ীর পিছনের দিকে। হেড লাইটের আলো ফেল্‌লেন আর খোলা দরজার ভেতর দিয়ে গাড়ীখানা যথাস্থানে রাখলেন শ্রীযুক্ত রায়-চৌধুরী। তারপর গাড়ী রেখে বেরিয়ে আসতেই পেলেন বৃষ্টিধারা। চাকর এসে গ্যারেজের দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করে গেল। ওঁর বাড়ীটার নম্বর হচ্ছে ১৫।১।এফ সেণ্ট্রাল এভিনিউ।

বর্ষণমুখর অন্ধকারের মধ্যে ওঁর বাড়ীর সামনের দরজার দিকে যে সময়ে গলি দিয়ে আসছিলেন, সে সময়ে ওঁর পেছন থেকে একটি মনুষ্য কণ্ঠের আওয়াজ উঠলো—“চুপ, টাকা দাও বলছি, নইলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—”

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী পিছন ফিরলেন, অস্পষ্টভাবে বুঝলেন ওঁর কাছে দাঁড়িয়েছে একটি ছায়ামূর্ত্তি গলিটার ভেতর কিন্তু ঐ লোকটার দিকে মুখোমুখি হবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওঁর পেছনের দিকে কি যেন একটা ঠেক্‌লো। উনি বুঝলেন বন্দুক ছাড়া আর কিছু নয়।

বললে—“বেশ তো, আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, যা আছে এই নাও—” কতকগুলো খুচরো পয়সাকড়ির সঙ্গে মণিব্যাগ পকেট থেকে বের করলেন আর মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন—ওঁর এরকম কাজটা গুণ্ডার চোখে ভালো লাগলো না। ও ভয়ানক রেগে উঠলো। মৃদুকণ্ঠে ওঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে একটু পিছু হটেই বেশ সতর্কের সঙ্গে ওঁর ওপর গুলি ছুঁড়লো। তারপর রাতের অন্ধকারে গলির ভেতর দিয়ে কোথায় প্রস্থান করলো তা কেউ জানতে পারলো না।

গুলির আওয়াজটা শ্রীযুক্তা রায়চৌধুরীর কানে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন উনি উপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়ছিলেন। আলু থালু বেশেই একেবারে ছুটে নেমে এসে গ্যারেজের দিকে তীরবেগে গেলেন, আর স্বামীর অবস্থা দেখে মাথাঘুরে বসে গেলেন। শ্রীযুক্তা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঁর স্বামী তখনও গোঙাচ্ছেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে এলো, এঁদো গলিটার ভিতর চতুর্দ্দিক থেকে টর্চ্চলাইটের আলো ফেলা হলো—শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর দেহের যে অংশে গুলি লেগেছে সে অংশ থেকে প্রচুর রক্ত, নির্গত হচ্ছিল। শ্রীযুক্তা ছায়া রায়চৌধুরী স্বামীর এই সাংঘাতিক অবস্থা দেখে মূর্চ্ছিতা হোলেন। পুলিসকে ফোন করা হোলো আর এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আহত হরেন রায়চৌধুরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোলো।

তারপর থেকেই উনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে লাগলেন। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ওঁর বিছানার পার্শ্বে ওঁকে লক্ষ্য করতে লাগলো। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বিশেষ কিছু বলতে পারলো না—উনি ওঁর আততায়ীকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নি। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অতিকষ্টে বললেন - "মনে হচ্ছে লোকটা লম্বা, আর আমি তার কণ্ঠস্বর এখনও যেন কানে বাজবে······চড়া গলায় উঠেছে সে স্বর—আরও ভীত হলাম—কোন যুবকের গলার স্বর শুনেছি—"

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর দেহ থেকে যে বুলেটা বাহির করা হোলো, তা সে বত্রিশ নম্বর কালিবার রিভলবারের ভেতর হোতে বেরিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটাকে পরীক্ষা করবার জন্তে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো লালবাজারের পুলিস বিভাগে। এইটী একমাত্র গোয়েন্দা বিভাগের সম্বল, যাকে অবলম্বন করে ওঁদের অনুসন্ধান চলতে পারে।

পদচিহ্ন যা রেখে গেছে রিভলবারধারী, তা তো বৃষ্টির জলে ধুয়েই গেছে।

একমাস পরে, ১২ই কার্ত্তিক সন্ধ্যার সময়ে জীবন মৌলিক তাঁর বাড়ীর কাছে গ্যারেজের বাইরে মোটরখানা যখন পিছু হটিয়ে নিচ্ছলেন, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ভেতর, তখন একটি লোক তাঁর সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে চলন্ত গাড়ীর পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো আর তাঁর মুখের কাছে ধরলো পিস্তলটা। শ্রীযুক্তা কিরণশশী মৌলিক স্বামীর পার্শ্বেই বসেছিলেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাঁ, ভয়ানক ভাবেই চেঁচিয়ে উঠলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে হরেন রায়চৌধুরীকে আক্রমণ করে আততায়ী যে বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে তা তাঁর মনে তখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

পিস্তলধারী বললে—"চুপ কর্ হারামজাদি! মশায়! আপনার টাকা দিন আর বলুন আপনার গিন্নিকে চুপ করতে, তা না হোলে আমি একেবারে ওকে জন্মের মত চুপ করিয়ে দেবো—"

কিন্তু মৌলিক মহাশয় সহজে ভীত হবার লোক নয়। তিনি লোকটিকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিলেন আর জোরে গাড়ীখানাকে গিয়ারের মধ্যে চাপ দিয়ে টেনে পিছনের পানে দ্রুতভাবে চালিয়ে চললেন। দু'টি গুলির আওয়াজ হোলো অন্ধকারের ভেতর থেকে, অগ্নিশিখা আর ধূমকুণ্ডলীতে ছেয়ে গেল মোটরের চারিপাশে। দুটো গুলি গাড়ীর গায়ে লাগলো, কাচও ভেঙ্গে গেল তবে মৌলিক দম্পতির মধ্যে কেউই আহত হলেন না।

একই অঞ্চলে দু'বার একই রকমের ঘটনা ঘটতে দেখে পুলিস খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো।

ওদিকে শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ ও আশঙ্কাজনক

হ'তে লাগল! নানারকমভাবে অনুসন্ধান চললো কিন্তু পিস্তলধারীকে পাওয়া গেল না। এ ঘটনার পাঁচদিন পরে শ্রীযুক্ত ফণী চক্রবর্ত্তী হেঁটে বাড়ী যাচ্ছিলেন, ও'র বাড়ীটা হচ্ছে ১৮২ নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোডে। পুলটা পার হ'তেই আলো জ্বলে উঠলো। উনি রেলের পুলটার কাছাকাছি এসেই মনে করলেন ষষ্ঠীতলা রোডে একটা কাজ সেরে যাবেন। উনি বেঁকে সরু পথের ওপর দিয়ে যেতে সুরু করলেন—সামনে ডোবা, পুলের ওপর দিয়ে সে সময়ে একখানা ট্রেণও বিদ্যুৎবেগে চলে গেল। একটি লোক ও'কে সম্বোধন করে বললে—"শুনুন মশায়!—" উনি বললেন—"কি ব্যাপার।—" লোকটা জোর গলায় বললে—"টাকা! টাকা দিন?—" চক্রবর্ত্তী মশায় রাস্তার ওপর দ্রুত দৃষ্টি দিলেন। রাস্তা একেবারে ফাঁকা! উনি লোকটার দিকে একভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। লোকটার মুখটা আলোছায়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তারপর ও'র চোখে পড়লো আবছায়ায় ভরা একটা পিস্তলের দিকে—পিস্তলটা ও'র দিকে তুলে ধরা হয়েছে। উনি পকেটের ভেতর হাত পুরলেন;

বললেন—"এই নেও—"

পিস্তলধারীকে দশটাকার নোট পাঁচখানা বের করে দিলেন। পিস্তলধারী ঐ নোটগুলো ওর কোটের পকেটে পুরলো আর বললে—"এখন যদি আস্তে আস্তে কোন কথা না বলে মুখ বুঝিয়ে চলে যাও তা হোলে কোন ঘা খাবে না জেনো, তা না হোলে বুঝতে পারছো এই পিস্তল—" মুহূর্ত্ত পরে চক্রবর্ত্তী মশায় মোড় ঘুরে দেখলেন রাস্তায় কেউ নেই।

পিস্তলধারীর যে বর্ণনা চক্রবর্ত্তী মশায় পুলিসের কাছে ফোনের ভিতর দিয়ে করলেন সে বর্ণনা শুনে পুলিস বিভাগের ধারণা হোলো সেই একই ব্যক্তি—শিপ্রা হত্যা থেকে আরম্ভ করে নিবেদিতা বসু ও হরিদাসীর

হত্যা পর্য্যন্ত যার স্বরূপ অভিব্যক্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অন্যভাবে হত্যা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, পর পর এই ঘটনাগুলোই তার প্রামাণিক উপাদান। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মৌলিকের বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায় তার থেকেও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে ঐ একই ব্যক্তি শ্রীযুক্ত ফণী চক্রবর্ত্তীর পথচলার সময়ে ওঁকে হত্যা করবার সুযোগ নিয়েছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ব্যক্তিকে পুলিসে কোন ক্রমেই ধরতে পারছিল না।

এরপর একটি লোকের সম্বন্ধে পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেলো যে, সে শ্যামবাজারের অঞ্চলে স্ত্রীলোক ধর্ষণ করছে—পূর্ব্বে যে দুটী অত্যাচার যে অঞ্চলে হয়েছে এটাও সেখান থেকে মোটেই দূরে নয়। মিঃ সেনকে বিপ্রদাস বললে—"আমাকে যদি সময় দেন তো, লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে পারি—"

মিঃ সেন বললেন—"আমার কোন আপত্তি নেই, ধরতে পারলেই পদোন্নতি—"

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ার দিকে একরাত্রে শ্যামপুকুরের কাছে একটি ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে বিপ্রদাস যাচ্ছিল। ফ্যাক্টরী দেখেই ওর মনে হোলো একবার এখেনে প্রবেশ করলে মন্দ হয় না। ফ্যাক্টরীর কেয়ার টেকার হরগোবিন্দ সিং তখন ওর ছোট্ট ঘরটিতে বসে ছাতু খাচ্ছিল। ওর বয়েসটা প্রায় সাতচল্লিশের কাছেই হবে।

হরগোবিন্দ বিপ্রদাসকে চিনতে পারলো। বললে—"আইয়ে বাবুজি! বৈঠিয়ে—"

বিপ্রদাস হরগোবিন্দের ক্ষুদ্রকক্ষে খাটিয়ার ওপর বসলো। বললে—"দরোয়ানজী! এতদিন করছিলে কি, তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, কি ব্যাপার—"

"—আমি এখেনেই ঠিক আছি বাবুজি!—" দরোয়ান একথাটা একটু চাপা হাসির ভিতর দিয়ে বললে। বিপ্রদাস ছোট ঘরটার চারিদিকে নজর দিল।

"—ঘরটা ভালোই দেখছি, বেশ গরম, দরোয়ানজি! তোমাকে ভাগ্যবান বলতে হবে--"

হরগোবিন্দ সিং কাঁধটা কুঞ্চিত করলো। "—আমি বাবুজি! কি সুখে আছি জানিনে আমার ভাগ্যই মন্দ, মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে—কি যে করবো!—"

হরগোবিন্দের প্রতি বিপ্রদাস তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে বললে—"কেন?—"

"—কালরাত্রে কে যে আমার পিস্তল চুরি করে নিয়ে গেছে?—"

"—চুরি? কে চুরি করলো—কেমন করে হোলো?—"

"—কি করে বলবো বাবুজি! আমিও তো জানতে চাই কি ভাবে হোলো—এটা আমার ঘরের কোণে ঐ টুলের ওপর ছিল, আর আমি বেরোবার সময়ে যখন সকালে পিস্তলটা নিতে গেলাম, দেখি সেটি নেই—"

বিপ্রদাস বললে—বুঝে দেখো, পিস্তলটা বেড়াতে বেরোয় নি নিশ্চয়ই, কেউ এখেনে নিশ্চয়ই এসেছিল, আর একাজ তারই—কেউ এখেনে তোমাকে দেখতে এসেছিল?—"

হরগোবিন্দ বললে—"কেউ আসেনি বাবুজি! অন্তত: আমার চোখে পড়েনি—"

বিপ্রদাস হরগোবিন্দের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"তা হোলে নিশ্চয়ই বাইরে গিয়েছিলে, আর ঘর ফাঁকা ছিল—"

"—ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্যে গিয়েছিলাম—"

"—ঠিকই হয়েছে—" বিপ্রদাস মাথা নেড়ে আস্তে এই কথাই বললে।

"—কি রকমের পিস্তল ?—"

হরগোবিন্দ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো—"ঠিক বলতে পারছি নে, বোধ হয় থার্টি-টু ক্যালিবারের—"

বিপ্রদাস বললে—"আমি এক্ষুণি এবিষয়ে রিপোর্ট করবো—" পকেট থেকে নোটবুক বের করে পাতা খুলে তার ভেতর লিখলো হরগোবিন্দের বিবৃতি। এরকম একটা রহস্যজনক ঘটনা ঘটতে পারে বিপ্রদাস পূর্ব্ব থেকেই যেন অন্তরে অনুভব করেছিল—কযেক রাত্রি ধরেই এপথ দিয়ে ওর আনাগোনা সুরু হয়েছিল। এ অঞ্চলটায় পর পর ঘটনা যেভাবে ঘটছে তা'তে বিব্রত হ'য়ে পড়ছে সমস্ত পুলিস বিভাগ।

অবশেষে রাত্রিটা অতিবাহিত করে বিপ্রদাস শ্রান্ত হ'য়ে ওর উদ্বিগ্না স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের জন্যে বাড়ীর দিকে গেল। পরদিন সন্ধ্যেয় ও আবার হরগোবিন্দ সিংয়ের কাছে গেল।

দরোয়ান ওর প্রতীক্ষায় ছিল। আগ্রহের সঙ্গে বললে—"শুনুন, একটা কথা বলি, এখেনে একটা ছেলে এসে প্রায়ই রাত কাটায়; হয় তো তারই কাজ—"

"—তার নাম কি—"

"—তা জানিনে, আমি ওকে 'ভুলু' বলে ডাকি—ভারি সুন্দর ছেলে—"

"—সে এখেনে আসে কেন ? তার মা বাপ কেউ নেই—"

"—না হুজুর! ওর পিসি নাকি মার ধর করে, পালিয়ে আসে আমার কাছে যখন আর সহ্য করতে পারে না—"

"—সে এর ভেতর ক'দিন আগে এসেছিল ?—"

"—আমাকে ভাবতে দিন, আমার যতদূর স্মরণ হয়, প্রায় এক হপ্তা আগে—"

"—তুমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে সে তোমার পিস্তল নিয়ে গেছে কিনা ?—"

"—হ্যাঁ, হুজুর ! বললে সে পিস্তল দেখে নি, কিছুই জানে না—"

"—সে কি এখেনে ছিল যে রাত্রে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে আর পিস্তল চুরি হয়ে গিয়েছিল ?—"

"—না, না, হুজুর ! আমি সারারাত একাই ছিলাম—"

"—কোথায় থাকে ছেলেটা, জানো ?—"

"—এই শ্যামপুকুর আর শ্যামবাজারের ভেতরই কোথাও হবে, বাড়ীটা ঠিক জানি নে, আসে এই পর্য্যন্ত—অনাথা ছেলে, মারধর খায়—"

"—হুঁ, আমি ছেলেটার সম্বন্ধে জানতে চাই, সে এলে তার সম্বন্ধে জেনে নেবে, কোথায় থাকে তারও ঠিকানা নেওয়া চাই বুঝলে—পারবে ?—"

এরপর দিনগুলো চলে যায়, বিপ্রদাসেরও অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি হয় না—রাস্তার ছেঁড়া কাগজ থেকে সুরু করে গৃহস্থের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত, পথচলা লোক থেকে আরম্ভ করে মোটর বিহারী পর্য্যন্ত ওর দৃষ্টি এড়ায় না। এবার গুণ্ডা খুনে বদমায়েসটাকে ধরতে পারলে এক ধাপ পদোন্নতি ! মনে কত আশা !

হঠাৎ একটি সন্ধ্যায় বিপ্রদাস সংবাদ পেলো ভুলু থাকে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের ওপর একটি বাড়ীতে—হরগোবিন্দকে ও বললে—"বাড়ীর নম্বর পেয়েছ ?—"

হরগোবিন্দ বললে—"জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও রেখে গেছে নাম ঠিকানা এই চিরকুটের ওপর—ঐ যে—"

দরোয়ান হরগোবিন্দ সিং বিপ্রদাসের হাতে কাগজের টুক্‌রা দিল। বিপ্রদাস কাগজটা নিয়ে বললে—"যাক্ বাঁচা গেল, তবু একটা খবর পেলাম—"

বিপ্রদাস বর্ণনা থেকেই বুঝে নিয়েছে ওর সঙ্গেই দরোওয়ান হরগোবিন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

পরদিন সন্ধ্যায় বিপ্রদাস সেই বাড়ীতে গেল যেখানে ভুলু থাকে। ওর পিসে মশায় বললে—"বাড়ী নেই—"

বিপ্রদাস বললে—"কখন দেখা পাওয়া যাবে?—"

"—সকাল বেলায় ছাড়া বাড়ীতে পাওয়া মুস্কিল, ও এম্নিভাবেই বাইরে বাইরে সময় কাটায়, আপনি বুঝি পুলিস অফিসার, কি করেছে সে?—কি হয়েছে বলুন তো?—"

বিপ্রদাস বললে—"কিছুই নয়, এ অঞ্চলে হত্যা, চুরি, ডাকাতি লেগেই আছে, উত্তর কল্‌কাতার বাসিন্দারা শান্তিতে বাস করতে পারছে না, ও তো ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে শুন্‌লাম, ও আমাকে সাহায্য করতে পারে, সম্ভবতঃ সে অনেক অপরিচিত লোকের এদিকে ঘোরাফেরা লক্ষ্য করছে। ও জানতে পারে কিছু—"

ওর পিসে মশায় বললে—"আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি নে—যা হোক—নমস্কার—"

এর পর দু'টী সন্ধ্যা চলে গেল। বিপ্রদাস গিয়ে দেখলো যে বাড়ীতে ভুলুর পিসে মশায় থাকে সেখানে কেউ নেই। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পেলো না। এভাবে অনুসন্ধান করার দিকটা বিপ্রদাস ত্যাগ করলো।

২৩শে পৌষ রাত্রে বিপ্রদাস ঘুরতে ঘুরতে হরগোবিন্দ সিংএর কাছে এলো। বললে—"ভুলু এসেছিল?—"

"—হ্যাঁ. এসেছিল, ও বুঝতে পেরেছে যে আপনি ওর খোঁজ করেছেন, ওর পিসে মশায় বোধ হয় সরে পড়েছে—"

"—কোথায় ?—"

"—তা কি করে জানবো—"

বিপ্রদাস সিগারেট ধরিয়ে বললে—"এ দারুণ শীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি অলিতে গলিতে—কোথাও ধরতে পারছি নে—"

"—গতরাত্রেও আমার কাছে এসেছিল ভুলু!—"

বিপ্রদাস হরগোবিন্দ সিংএর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তখন রাত্রি বারোটা হয়ে গেছে। কম্বলখানা টেনে নিয়ে শোবার উপক্রম করছে এমন সময়ে ও শুনলো বাইরে বন্দুকের আওয়াজ, তারপরই মানুষের কণ্ঠ হ'তে ভীষণ চীৎকার—সঙ্গে সঙ্গে দু'টি আওয়াজ পর পর হোলো, ব্যস্—তারপর সবই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একি ব্যাপার! হরগোবিন্দ সিং নিজের মনে প্রশ্ন করলো।

হরগোবিন্দ সিং বেরিয়ে এসে দেখলো অন্ধকার গলিটার ভেতর বীভৎস দৃশ্য। একি! গোয়েন্দা অফিসার মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে—গুলির চিহ্ন, দেহ থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে অবিশ্রান্ত বেগে। হরগোবিন্দ সিং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছুটলো শ্যামপুকুর থানার দিকে। পথেই ওকে ধরলো পাহারাওয়ালা। বললে—"এই উল্লুক!—"

হরগোবিন্দ চমকে উঠলো। বললে—"হুজুর, পেছনের গলিতে ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে—পুলিস অফিসার খুন হয়েছে—"

পাহারাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। বিপ্রদাসকে ঐ অবস্থায় দেখেই বললে—"আমি এখেনে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি শ্যামপুকুর থানায় গিয়ে এখুনি অফিসার ইন্‌চার্জ্জকে সংবাদ দাও—"

কিছুক্ষণ পরে অফিসার ইন্‌চার্জ্জ মিঃ মোহন মজুমদার সদলবলে

সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পুলিস এ্যাম্বুলেন্স কারে বিপ্রদাসের মৃতদেহ তুলে নিয়ে পুলিস হাসপাতালে পাঠানো হলো। মিঃ সেন গোয়েন্দা বিভাগের বড় সাহেব মিঃ গ্রীনহেগকে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভাবলেন অনেক কথা, মৃত অফিসারের পোষাক পরিচ্ছদ পরীক্ষা করা হোলো। বিপ্রদাসের রিভলবার ঠিকই খাপের ভেতর ছিল।

মিঃ সেন বললেন—"বিপ্রদাস সুযোগই পায়নি রিভলবার তুলতে—" তিনটি গুলিই পিছন দিক থেকে ছোঁড়া হয়েছিল,—একটি গুলি মেরুদণ্ডের ভেতর, দ্বিতীয়টি ফুস্‌ফুসের ভেতর আর তৃতীয়টি ঘাড়ের ভেতর প্রবেশ করে।

এক ঘণ্টার ভেতরই সমগ্র অঞ্চলটা পুলিসের হুল্লোড়ে সজীব হয়ে উঠলো। সারারাত্রি ধরে চতুর্দ্দিকে চললো অনুসন্ধান আর খানাতল্লাসী —কোথাও কোন পদচিহ্ন দেখা গেল না। গুলির আওয়াজের পূর্ব্বের ঘটনা হরগোবিন্দ সিং বললো। ঐ পল্লীর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বললেন যে তিনি একটি লোককে সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে পলায়ন করতে দেখেছেন।

মিঃ গ্রীনহেগ প্রশ্ন করলো—"লোকটাকে দেখতে কি রকম—"

"—ভারি শক্ত বলা, ভীষণভাবে ছুটে যাচ্ছিল, তারপর যেতে যেতে পার্কের পাশে মিলিয়ে গেল—লম্বা পাতলা গোছের চেহারা বলেই মনে হোলো—বয়েস বেশী নয়—"

পুলিসের টানা জাল সমগ্র অঞ্চলটায় পেতে দেওয়া হোলো আর সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকগুলোকে টেনে নিয়ে এসে তাদের ওপর অবিশ্রান্ত প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হোলো। প্রত্যেককে মিঃ সেন ও মিঃ গ্রীনহেগ প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন কিন্তু হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারের কোন সূত্র কারও কথা থেকে পাওয়া গেল না।

বিপ্রদাসের শোকাতুরা বিধবা স্ত্রী নোটবুকের কথা তুললেন। বললেন—"উনি সর্ব্বদাই সঙ্গে একখানি ছোট কালো নোটবুক কাছে রাখতেন, তারমধ্যে লেখা থাকতো ওঁর কেসগুলির তদন্ত সম্বন্ধে—"

সে নোটবই হারিয়ে গেছে দেখা গেল। বিপ্রদাসের মৃতদেহ যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অর্থাৎ পুলিস হাসপাতালে, পুনরায় সেখানে গিয়ে তার কাপড়-চোপড় তল্লাস করা হোলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তারপর গলিটার ভেতর আসা হোলো যেখানে বিপ্রদাসকে হত্যা করা হয়েছে। শেষে হরগোবিন্দ সিংএর ঘরটি সম্পূর্ণভাবে খানাতল্লাসী করেও কোন কিছু পাওয়া গেল না।

মিঃ সুদেব করের ওপরই ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর দেহের ভেতর থেকে যে গুলি বাহির হয়েছিল তা পরীক্ষার ভার পড়েছিল। শ্রীযুক্ত মৌলিকের মোটর কারে যে দুটি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তারও পরীক্ষক ছিলেন উনি—একটি গুলি গাড়ীর কাচ ভেদ করে পিছনের দিকের সিটের ওপর গিয়ে পড়ে আর অপরটি গাড়ীর গায়ে লাগে। মিঃ সুদেব কর বিশেষভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বত্রিশ ক্যালিবার পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ হয়েছে।

বিপ্রদাসের দেহ থেকে যে তিনটি গুলি বাহির করা হয়েছে, সে গুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ঐ একই পিস্তল ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের অভিমত হোলো যে, পর পর হত্যা এ অঞ্চলে যেরূপভাবে চলেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। কাজটা একজনের দ্বারাই যে হচ্ছে তা নয়, বড় রকমের একটা দল আছে। এ্যাডর্ ডাট্ ওরফে অধর দত্ত কল্‌কাতায় ফিরে এসে দলটাকে পরিচালনা করছে।

মিঃ সেন পুলিস রিপোর্টের ফাইল আর ডায়েরী পড়তে পড়তে নথি দপ্তরের মধ্য হ'তে একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। বিপ্রদাসের হত্যার

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটি মহিলা এসে শ্যামপুকুর থানায় সংবাদ দেন যে, তাঁর সোনার রিষ্টওয়াচটী চুরি হয়ে গেছে, তাঁর সন্দেহ হয় তাঁর বোন-পোকে। বোন-পোর নাম হচ্ছে জগদীশ।

হরগোবিন্দকে প্রশ্ন করায় সে বুঝলো ভুলুর আসল নাম বেরিয়ে পড়েছে।

ও বললে—"হাঁ, হাঁ—সেই ছোক্‌রা—" ও বলতে লাগলো যে ওর কাছে ঐ যুবক প্রায়ই আসতো আর ওর রিভলবার কি ভাবে অদৃশ্য হয়েছিল সে সম্বন্ধে ও সব কথা খুলে বললে। উপসংহারে দরোওয়ান হরগোবিন্দ বললো—"অফিসার বিপ্রদাসবাবু ওকেই খুঁজছিলেন, আমাকে ওর সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন আর তাঁর নোটবুকে সব লিখে নিয়েছিলেন—"

মিঃ সেন পুলিস অফিসার মিঃ মোহন মজুমদারকে নিয়ে ভুলুর পিসে মশায়ের বাড়ী গেলেন কিন্তু ভুলু বাড়ী নেই, ওর পিসে মশায় এই কথাই বললো।

মিঃ সেন বললেন—"গেল কোথায় ?—"

ওর পিসে মশায় বললে—"আমি জানি নে ও কোথায়—"

মিঃ সেন ভুলুর ফটো চাইলেন। ওর পিসে মশায় যে ফটোটা দিল তা'তে তাকে পাত্‌লা চেহারাই বুঝা যায়, একটা বাড়ীর সম্মুখে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই অবস্থায় ফটো তুলে নেওয়া হয়।

যে সব বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেছে সে সব বাড়ীর মালিকদের কাছে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ জগদীশের ফটো দেখালেন। যারা ওর চেহারা দেখবার সুযোগ পেয়েছিল তারা বললে—"এ ব্যাটা চোর! এই ব্যাটাই তো আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—"

পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করলেন যে, ঐ যুবকটিকে দেখতে

পেলে যেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ঐ যুবক জেল খেটেছে—দাগী আসামী।

বিপ্রদাস হত্যার পর একমাস চলে গেল। জগদীশকে কোথাও খুঁজে না পাওয়াতে পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ বিব্রত হয়ে পড়লো। করোনারের কোর্টে এই সহীদ অফিসারের কেসটা উঠলো—মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে শুনে জুরীদের অভিমত নেওয়া হোলো—"আন্‌সলভ্‌ড" কিন্তু পুলিসের নথিদপ্তরের মন্তব্য রইলো—"ওপেন এণ্ড এক্‌টিভ"।

ইংরাজী নববর্ষের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় প্রথম গুলিতে আহত শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী প্রায় চারি মাস ক্ষতযন্ত্রণা ভোগ করে দেহত্যাগ করলেন। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারলো যে, জগদীশ খুলনা লাইনের দিকে যেতে মসলন্দপুর নামে যে ষ্টেসন আছে তার নিকটবর্ত্তী ঘোষপুর গ্রামে আছে, সেখানে একটি চাষী গৃহস্থের ক্ষেতখামারে কাজ করছে।

হাবড়া থানার এলাকাভুক্ত এই ঘোষপুর গ্রাম। মিঃ সেন থানার দারোগাকে সংবাদ পাঠালেন যে ওঁরা তাঁর কাছে যাচ্ছেন, তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। তারপর ওঁরা সদলবলে চলে গেলেন হাবড়া থানায়। মিঃ সেন আর ওঁর সহকারী পরেশ প্রধান থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দারোগা জনাব করিমবক্স বললেন—"কার বাড়ী?—"

মিঃ সেন বললেন—"ননী মুখুয্যের বাড়ী—"

হাবড়া থেকে জিপগাড়ীতে উঠে ননী মুখুয্যের বাড়ী গেলেন। মুখুয্যে মশায় জগদীশের ফটোখানি দেখে বললেন—"হ্যাঁ, এসেছিল বটে, কিন্তু এখন চলে গেছে—"

"—কবে আসবে?—"

"—চাষের সময় না এলে তো আসবে না, চৈত্র মাসের দিকে আসতে পারে—"

মিঃ সেন মুখুয্যে মশায়কে বললেন যে জগদীশ এলেই যেন উনি হাবড়া থানার দারোগাকে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দেন আর তার গ্রেপ্তার না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাকে বিশেষ আদর যত্নের সঙ্গে ওঁর কাছে রাখেন।

সহকারী হিসেবে বিপ্রদাস ছিল মিঃ সেনের বিশিষ্ট সম্পদ। ওকে হারিয়ে উনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত। বিভাগের বড় কর্ত্তা মিঃ গ্রীনহেগকে বললেন—"আজ বিপ্রদাস থাকলে যেমন করেই হোক হত্যার রহস্যগুলো বের হোতো—"

মিঃ গ্রীনহেগ বললেন—"যে চলে গেছে সে তো আর ফিরবে না, পরেশ প্রধান আপনাকে যথেষ্ট কাজ দেখাতে পারবে—স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড ফেরৎ—"

জগদীশের সম্বন্ধে কথা হোলো। মিঃ গ্রীনহেগের অভিমত এই যে, এ্যাডম্ ডাট্ ওরফে অধর দত্তের সঙ্গে এই দাগী বদমায়েসের বিশিষ্ট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সমস্ত হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে জগদীশই পটভূমিকা তৈরী করে এ্যাডম্ ডাট ওঁরফে অধর দত্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। এ শ্রেণীর লোকেরা অপরকেই আঘাত ক'রে তার পার্থিব জীবনকে শেষ করে না, নিজেরাও মূঢ় আত্মঘাতী লক্ষ্যহীনতার আবেষ্টনীর ভেতর এসে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যাও দুশ্ছেদ্যভাবে জটিল ও সঙ্গীন করে তোলে।

ইতিহাস-সঙ্কটের বিশৃঙ্খল আবর্ত্তের উপরে এরা দেশের দুর্য্যোগই সৃষ্টি করছে। অথচ কোন আইনকানুন, সামাজিক বিধি, কোন শাসন দণ্ড এদের পথ রোধ করতে পারছে না।

মিঃ গ্রীনহেগ বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিঃ সেন বললেন—"এদের সায়েস্তা করতে হোলে নাগরিক সমাজের চেতনা আবশ্যক, আমরা কোন সূত্র না পেলে তো অপরাধীকে ধরতে পারি নে—আজ কত দিন হয়ে গেল, আমাদের পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের অক্ষৌহিনী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছু করতে পারছি নে—"

হত্যাকাণ্ড নানা কারণেই ঘটে থাকে কিন্তু এ যাবৎ পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে আজ পর্য্যন্ত যত হত্যাকাণ্ডের তালিকা পাওয়া গেছে তার ভেতর থেকে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, বেশীর ভাগ হত্যার মূলে আছে যৌনপ্রবণতার আতিশয্য, ফলে বহু সুন্দরী তরুণী মহিলার ভাগ্যে হয় ছুরিকাঘাত, নয় তো বন্দুক, রিভলবার বা পিস্তলের গুলির আঘাত এসেছে আর তাই নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

এ্যাডর্ ডাট বা অধর দত্তর কার্য্যকলাপের ভেতর থেকে বোঝা যায় যে, সে শুধু নারী সম্ভোগ করেই ক্ষান্ত হোতে চায় না সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধির সুখ সুবিধা সমানভাবে উপভোগ করতে আগ্রহান্বিত। এদানীং ও আর একটি পথও নিয়েছে জগদীশের সাহচর্য্যের ফলে, সেটা হচ্ছে বিত্তবান ব্যক্তিদের কি ভাবে হত্যা করে অর্থ নেওয়া যায়—হয় তো এ পরামর্শ জগদীশই দিয়েছে কারণ লোকটা তো পুরাতন পাপী, দাগী চোর—এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনে বললেন মিঃ সেন। তারপর ওঁর মনে প্রশ্ন উঠলো—"এ্যাডর্ ডাট বা অধর দত্তর সঙ্গে জগদীশ আছে এমন তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না? তবে!—"

তিন

কলিকাতা সহরের যেদিকটায় পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আর দেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্ম্মী বিত্ত-কৌলিন্য সম্পন্ন তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় থাকে, সে দিকটার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানে কি ভাবে বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতা, নিষ্করুণ প্রবৃত্তি, কৃত্রিম হৃদয়াবেগ আর বিলাস সম্ভোগজনিত দুর্দ্দমনীয় কাম ও কামনার প্রবৃত্তিগুলো এনে দেয় এক একটি করুণ ট্রাজেডি। সতীত্ব হীন দরিদ্র নারীর চেয়ে চরিত্র হীন ধনীর বিপদ বর্ত্তমান যুগের পক্ষে ভীষণ ভয়াবহ।

এই দিকটার ভেতরই পড়েছে ভিক্টোরিয়া টিরেস। এর একটি ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে জনৈক ভদ্রলোক ও মহিলা প্রেমালাপ করছিলেন। শীতের রাত্রি, প্রায় এগারোটা বাজে। ঘরটি ঠিক চারকোণা নয়, এককোণে আড়াআড়ি ভাবে কাটা আর সেখানে একটি দরজা। আর এক কোণে বাঁকানো একটি জানালা। দরজা থেকে একটু দূরে একটি গোল টেবিলের ধারে একটি চেয়ার। তার ওপর একখানি নভেল—"প্যাসান এণ্ড ক্রাইম—"

টেবিলের অনতিদূরে একটি পিয়ানো। পিয়ানোর পাশে একটি সোফায় ঐ ভদ্রলোক ও মহিলাটি পাশাপাশি পরস্পরকে জড়িয়ে বসে আছেন। মহিলাটির নাম নীতা অধিকারী। মুখ চোখের গড়ন কোমল ও লাবণ্যময়। গায়ের রঙ্ দুধে আলতা তার ওপর ক্রীম আর পাউডারের প্রলেপে একেবারে মনে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গিনী। মিলন মুহূর্ত্তের হৃদয়াবেগে আত্মহারা হয়েও ভাবভঙ্গীতে বেশ গর্ব্বিত অন্তরের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। বয়েস প্রায় বত্রিশ, আর এই বয়েসের মহিলারাই

সংসারের রঙ্গমঞ্চে প্রেমিকার অভিনয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করতে পারে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত মেয়েদের যৌবনের জোয়ারে বহু পুরুষের হৃদয়তরী টলমল করে, এক্ষেত্রেও যে ঐ ভদ্রলোকটী যাঁকে ওঁর সমবয়সী বলে মনে হোলো প্রেমের উচ্ছ্বাসে আর সম্ভোগের সুখাতিশয্যে অভিভূত হয়ে পড়েন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ভদ্রলোকটি খুব সৌখীন ও ফিটফাট। একটু আগে নীতা অধিকারীকে পিয়ানো বাজিয়ে একটা গৎ শিখিয়েছেন তারপর চলেছে প্রেমের কথা।

ভদ্রলোকটি সুসঙ্গের রাজার ছেলে, নাম অতিক্রম সিংহ, নীতা অধিকারী কয়েক বছর হোলো বিধবা হয়েছেন, স্বামীর বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, ওঁর অনেকগুলি কয়লা ও অভ্রের খনি আছে। উনি এই ফ্ল্যাটেই একা থাকেন, ভবানীপুরের রমেশ মিত্রের রোডের বাড়ীতে থাকে ওঁর ম্যানেজার, কর্ম্মচারী প্রভৃতি। ওঁর মত উচ্চশিক্ষিতা অত্যাধুনিকা বিলাসিনী মহিলার পক্ষে বাঙালীটোলায় থাকা চলে না।

অতিক্রম সিংহ উচ্ছ্বাসভরে নীতা অধিকারীকে জড়িয়ে ধরে বললে—"মাই ডিয়ার নীতা—"

নীতা অধিকারী ওঁর সুকোমল ওষ্ঠের ওপর রক্তিমাভ ওষ্ঠ চেপে ধরে বললেন—"কেমন, তুমি সুখী তো?—"

"—একেবারে স্বর্গে—"

"—সোনা আমার—"

উভয়ের ভেতর তখন চলেছে হৃদয়াবেগের দ্রুত স্পন্দন। নীতা বললেন—"বয়েস যখন কম থাকে তখন ব্যাপারটা কি রকম জানবার কৌতূহলেই মানুষ বিয়ে করে, আমারও তাই হয়েছিল, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে কিছুকাল প্রেমের খেলা করেছি মাত্র, সত্যিই বলছি আর কিছু নয়—"

অতিক্রম সিংহ বললেন—"আমার সঙ্গেও কি তাই ?—"

"—না, না, মণি ! প্রকৃত প্রেম তো জমে উঠেছে তোমাকে নিয়ে—"

আদর করে জড়িয়ে ধরে অতিক্রম সিংহ বললেন—"তুমি কি পৃথিবীর সকলের চেয়ে আমাকে বেশী ভালোবাসো ?—"

"—স্যুয়োরলি মণি ! এখেনে তোমায় আন্‌তে আমাকে বেগ পেতে হয়েছে—এত লাজুক !—"

"—আসলে লজ্জা নয়, লজ্জার ভাণ—তা না হোলে আমরা এত শিগ্‌গির লজ্জার সকল আবরণ থেকে নিজেদের মুক্ত করি—"

ক্ষণকাল নীতা অধিকারী নীরব হয়ে রইলেন। বললেন—"এখন থেকে ঠিক করেছি আর প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবে যাবো না—"

"—কেন ?—"

"—ভয় হয় পাছে তোমায় হ্যারিয়ে ফেলি, আর একটা ভয়ও আছে —ঐ ক্লাবে একটি তরুণ আমার গা ঘেঁষে ঘেঁষে বেড়ায়, ও নাকি গাইয়ে বাজিয়ে শিল্পী, তোমার সঙ্গে আলাপের কিছুদিন আগে এসে পিয়ানোর গৎও শিখিয়ে দিয়েছিল—"

"—নাম কি, থাকে কোথায় ?—"

"—ওর নাম এস্ চৌধুরী, বললে তো থাকে গলষ্টন ম্যান্‌সানে—তুমি তো জানো, গলষ্টন ম্যানসনে মাসে অন্ততঃ তিন হাজার টাকার আয় না হোলে থাকা যায় না, আমি পারি, হ্যাঁ—তুমিও পারো—লোকটাকে কিন্তু আমার ভালো লাগে না, কয়েকবার আমার বুকের ওপর ওর হাতের চাপ দিয়েছিল, ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলিনি, এটা কি ভালো ? বলো তো ?—"

"—হাতের চাপ দিয়ে যদি তৃপ্তি পায়—"

"—সব ব্যাপারেই একটা ভদ্রতা আছে—"

"—এতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি—"

উভয়ে উচ্চ হাস্য করে উঠলো। এমন সময়ে বহির্দরজায় কয়েকটি আঙুলের টোকার আওয়াজ পাওয়া গেল। উভয়ের হাসি থেমে গেল, দু'জনের মুখের ওপর হঠাৎ পড়লো আতঙ্কের ছায়া। আবার সেই আওয়াজ! নীতা ভাবলেন এত রাত্রে কে আসতে পারে? সে নয় তো? অত্যন্ত মৃদুভাবে অতিক্রমকে বললেন—"ভালো বুঝছি নে, আমি ভিতরে গিয়ে পুলিসে ফোন করছি, তুমি দরজা খুলো না—" নীতা ওঁর পাশে শোবার ঘরে ফোন করতে চলে গেলেন মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে, পাছে ফোন করার আওয়াজটা পর্য্যন্ত এদিকে এসে পড়ে। বাইরে থেকে একবার পুরুষ কণ্ঠে 'নীতা' আর একবার মহিলা কণ্ঠে 'নীতা' শব্দটি অতিক্রম শুনলেন। কোন আত্মীয় স্বজন নয় তো? ভাবলেন এতরাত্রে দরজাটা খোলাও উচিত নয়? উনিও তো একটি বিধবা মহিলার সঙ্গে এই রাত্রে গুপ্ত প্রেম করছেন। কার মনে কি উদ্দেশ্য আছে তা কে জানে? নীতা হয় তো জানেন! তাই দরজা খুলতে নিষেধ করে পুলিসে ফোন করতে গেছেন।

নীতার ফোন করা শেষ হয়ে গেছে, উনি বাইরে আসবেন কিনা দুয়ার দেওয়া ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে ভাবছেন। ভিক্টোরিয়া টিরাসের অধিকাংশ ফ্ল্যাটেই লোক নেই, বড়দিনের ছুটিতে প্রায় সকলে বাইরে বেড়াতে চলে গেছে, আছে শুধু টিরাসের দরোয়ান, আর দু'পাঁচজন চাকর আর আয়া। কিন্তু এসময়ে চীৎকার করা চলবে কিনা এটাও ঠিক করতে পারছিলেন না, এমন সময়ে বাইরে দরজাটা খুলে গেল। একটি পুরুষ কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো—"ইউ ব্লাডি বাগার! ইউ হ্যাভ নো কমন কার্টসি টু ওপেন দি ডোর হোয়েন আই এম কলিং মাই ডিয়ারেষ্ট

নীটা—হোয়ার ইজ নীটা—” উনি শুনলেন অতিক্রমের কণ্ঠস্বর—“আই ডোণ্ট নো—”

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পিস্তলের আওয়াজ হোলো। অতিক্রম চীৎকার করে উঠলো—“নীতা, মাই ডিয়ার নীতা—” আর কোন শব্দ হোলো না। তারপর ওঁর শোবার ঘরের দরজার কাছে কয়েকবার আঘাতের শব্দ হোলো। নীতা শুনলেন পুরুষকণ্ঠ থেকে কম্পিত স্বর উঠছে—“প্রাণের নীতা, লক্ষ্মীটি দরজা খোলো—”

নীতা বললেন—“ক্ষমতা থাকে দরজা খুলে ভেতর এসো—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—তোমাকে পিস্তলের গুলিতে অভ্যর্থনা জানাবো—”

“—আমি চৌধুরী, তোমার লভার—”

“—হু এভার ইউ মে বি উইল বি রিসিভড বাই মি থ্রু গান সট—”

“—ভেরি ওয়েল, আই উইল সি ইউ এগেন—”

“—থ্যাঙ্ক ইউ—”

এরপর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নীতা ওঁর ম্যানেজারকে ও ওঁর বাড়ীতে ফোন করে বললেন—“বিপদে পড়েছি—” দরজা খুলে অতিক্রম সিংহকে দেখবার সাহসীও হোলেন না। ভাবলেন হয় তো শয়তান কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে—পুলিস না আসা পর্য্যন্ত এভাবে থাকতে হবে।

পনরো মিনিট পরে পুলিসবাহিনী উপস্থিত হোলো, এদিকে ওঁর ম্যানেজার ও কয়েকজন কর্ম্মচারী এলো। চৌরঙ্গী থানার অফিসার ইন্‌চার্জ্জ মিঃ পার্সিভাল নীতাকে সমস্ত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। উনি তার যথাযথভাবে উত্তর দিয়ে বললেন—“প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবে ওর সঙ্গে আলাপ, আমায় এখেনে পিয়ানো বাজিয়েও

গেছে—ওকে আমার বরাবরই সন্দেহ হয়েছে—তাই আমি পূর্ব্ব থেকেই সতর্ক হয়েছি—"

মিঃ পার্সিভাল জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় থাকে বলতে পারেন ?—"

"—শুনেছি গলষ্টন ম্যান্‌সনে—"

তারপর অতিক্রম সিংহ সম্বন্ধে নীতাকে প্রশ্ন করতে উনি বললেন—এই ভদ্রলোক ওঁর বন্ধু, প্রত্যহই আসেন, সুসঙ্গের রাজকুমার। ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে মিঃ সেন ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন। বললেন—"সুসঙ্গের রাজকুমার অতিক্রম সিংহএর সঙ্গে ঐ লোকটির কি মনান্তর হয়েছিল ?—"

"—অতিক্রমের সঙ্গে ওর কোন আলাপ পরিচয় নেই, ওঁর সঙ্গে আমার ভাবসাব এই পর্য্যন্ত—"

"—ও বোধ হয় চেয়েছিল আপনার সঙ্গে ওর ভাবসাব হোক—কেমন ?—"

"—ঠিক তাই—"

মিঃ সেন বললেন—"এখন বোঝা যাচ্ছে যে অসহ্য ঈর্য্যার বশবর্ত্তী হয়ে ঐ যুবক এই কাজটি করেছে—"

নীতা কোন কথা বললেন না। মিঃ পার্সিভাল বললেন—"অতিক্রম সিংহের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের ?—"

"—প্রায় একমাস—"

"—ঐ লোকটির সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের ?—"

"—প্রায় চার মাস—"

মিঃ সেন কথাগুলি নোটবুকে লিখে নিলেন। নীতা বললেন—"মিঃ

সিংহের হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম আর হীরের আংটি দেখছি নে—"

"—এর পূর্ব্বে উনি যখন এসেছিলেন তখন ওগুলো দেখেছেন আপনি?—"

"—নিশ্চয়ই—"

মিঃ সেন নীতাকে প্রশ্ন করলেন কেন তিনি এস্ চৌধুরীকে সন্দেহ করছিলেন।

নীতা বললেন—"লোকটাকে প্রথমতঃ মনে হয়েছে স্নব, বিশ্বাস করতে পারি নে তার পক্ষে গলষ্টন ম্যান্‌সনে থাকা সম্ভব, আমাদের 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ক্লাবে ও এসে কেবল মেয়েদের সঙ্গেই গায়ে পড়ে ভাবসাব ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করে এসেছে—চেষ্টা করেছে মেয়েদের সহজাত দৈহিক লজ্জাসরম আর শ্লীলতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে—"

মিঃ সেন গম্ভীরভাবে বললেন—"আপনার ওপরও—"

"—হ্যাঁ, অস্বীকার করি নে, ওরকম বদলোককে কোন মেয়েই পছন্দ করে না—"

"—আপনারা এরকম লোককে ক্লাবে প্রবেশ করবার অধিকার দেন কেন?—"

"—এ সম্বন্ধে সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়—"

"—সেক্রেটারীর নাম কি?—"

"—জগৎ ঘটক—"

"—তাঁকে ক্লাবে কখন পাওয়া যেতে পারে?—"

"—বেলা চারটার সময়ে আসেন—"

"—আচ্ছা আপনি বলতে পারেন এস, চৌধুরীর সঙ্গে অন্য কোন মহিলার ভাব হয়েছে কিনা?—"

"—আমার জানা নেই, তবে ওখেনে প্রবেশ করে অবধি ওর নজরটা পড়েছিল আমারই ওপর বেশী—"

"—এমন দু'একজন মহিলার নাম করতে পারেন যাঁদের কাছে গেলে এস চৌধুরীর সম্বন্ধে জানা যেতে পারে—"

"—আপনি ২০৩।এ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটকের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে পারেন। তাঁর সঙ্গে ওকে ক্লাবে পিং পং খেলতে দেখেছি, তা ছাড়া মিসেস্ বিজয়া সাহার কাছেও কিছু খবর পেতে পারেন—"

"ওঁর ঠিকানা ?—"

"—বিজয়া সাহা থাকেন ২।৫ উডবার্ণ পার্কে—"

মিঃ সেন ঠিকানাগুলো লিখে নিয়ে বললেন—"আপনাদের ক্লাবের সেক্রেটারীর উচিত ছিল এ লোককে ক্লাব থেকে বের করে দেওয়া—আপনাদের মহিলা সমাজেরও উচিত ছিল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা—"

"—কি বলবো বলুন, ক্লাবে ভালো পিয়ানো বাজানোর জন্যে লোকটার বেশ নাম আছে, হয় তো এ জন্যেই ওর স্থান আর আধিপত্য হয়েছে বেশী—"

অতিক্রম সিংহের ভায়েরা ফোনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলেন। মিঃ পার্সিভাল বললেন—"আপনারা আসুন, মিঃ সিংহকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—ওঁর শরীরে গুলিবিদ্ধ হয়ে রয়েছে—"

অবশেষে এস, চৌধুরীর চেহারা বর্ণনা করলেন মিসেস নীতা অধিকারী—ওর চেহারা লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে, একটু থেমে থেমে কথা বলে, মাথার চুল ওপর দিকে আঁচড়ে তুলে দেওয়া আছে—সুট পরা, গায়ে বুসসার্ট।

শ্রীযুক্ত সুদেব করের কাছেই অতিক্রম সিংহের শরীর থেকে যেসব

গুলি বেরিয়েছে তার পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হোলো। তিনি কয়েক দিন পরেই তাঁর ফল জানিয়ে দিলেন। তাঁর রিপোর্ট পড়ে মিঃ গ্রীনহেগ মিঃ সেনকে বললেন—"একই পিস্তল থেকে ঐ গুলি বেরিয়েছে—বত্রিশ ক্যালিবারের পিস্তল থেকেই—আশ্চর্য্য!—"

মিঃ সেন বললেন—"পিস্তলের চুঙ্গি একরকম হওয়ায় মনে হচ্ছে দরোওয়ান হরগোবিন্দের যে পিস্তলটি চুরি গেছে সেইটি বারে বারে ব্যবহৃত হচ্ছে—"

"—আসামীর পাত্তা নেই, এই যা—কোথায়ই বা এ্যাডর্ ডাট, জগদীশ আর এস চৌধুরী—"

মিঃ সেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে বললেন যে এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্তই এস চৌধুরী—নাম পরিবর্ত্তন করে সহরের বিভিন্ন ক্লাব, সোসাইটী, সিনেমা, রেঁস্তোরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিঃ গ্রীনহেগ বললেন—"পিয়ানো বাজানোর ব্যাপার থেকেই অবশ্য এরূপ অনুমান হয়, সহরে ওর মত বদমায়েসের তো অভাব হয় না—একই ব্যক্তি না-ও হোতে পারে—"

মিঃ সেন বললেন—"আপনার কথা অস্বীকার করা যায় না, তবে মিসেস নীতা অধিকারী তার চেহারা যেভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে, তাতেই আমার ধারণা হয়েছে এ্যাডর্ ডাট না হয়েই পারে না—আজকালকার মেয়েরা এর মত লোকের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েই তো সর্ব্বনাশ ঘটায়—"

মিঃ সেন মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটকের কাছে গেলেন। মিসেস্ ঘটক তাঁর আভিজাতিক মর্য্যাদাসম্পন্ন আদপ কায়দায় ওঁকে অভিবাদন করলেন। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারের আবির্ভাবটা তাঁকে একটু-খানি ভাবিয়ে তুললো, হয়তো বিপজ্জনক বলে বোধ হোলো। যা হোক

মিঃ সেনের প্রশ্নের উত্তরে মিসেস্ ঘটক বললেন—"আমি শিল্পী, শিল্প-সৌন্দর্য্যের সাধনা করেই চলেছি, সঙ্গীত চর্চ্চাটা নেশা হিসাবেই নিয়েছি, এটা আমার পেশা নয়—ফুল আর পুরুষ এই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে, তাই মিঃ এস চৌধুরীর মত সুশ্রী যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, আমি নীতি বাগীশ মেয়েদের মত নই, এস্ চৌধুরীর অসংযত যৌবনোচিত আচরণ আমার কাছে ভালো লেগেছে, তবে কি জানেন! কোন কিছুরই বাড়াবাড়িটা ভালো নয় তাই ওঁর স্বভাবের সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটলো, বললাম প্রেম করাটা কে না চায়? তবে পাশবিকতা থাকবে কেন? এর পরই ওঁর সঙ্গে আমার বচসা হয়, ওঁর কটুকাটব্য উক্তি আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। আমার কাছে আসতে আমি ওঁকে নিষেধ করলাম—"

"—উনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?—"

"—তা তো জানি নে, কখন শুনি উইণ্ডসর হাউসে কখন শুনি গলষ্টন ম্যানসনে কথার তো ঠিক নেই—"

"—আপনি কি জানেন ঐ লোকটি ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি মেয়ে পুরুষকে খুন করেছে?—"

"—ওঁর জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই—"

"—আপনারা না জেনে শুনেই-বা এরকম অপাত্রে হৃদয় দান করেন কেন বুঝি নে?—"

মিসেস্ ঘটক নীরব হয়ে রইলেন। মিঃ সেন বুঝলেন যে এঁর মত বিবেক হীন বিলাসী রোমান্টিক অভিজাত তরুণীরা ঐ সব বদমায়েসের হাতের খেলার পুতুল হয়ে ওঠে অথচ এদের ঘরসংসার ভালো লাগে না। মিসেস্ ঘটকের বিবৃতিগুলো লিখে নিয়ে উনি বিদায় নিলেন। নিজের মনে বললেন—"পাপবৃত্তির স্বপক্ষে প্রচণ্ড জোরালো সাফাই, তা ছাড়া আর কি হোতে পারে?—"

মিঃ সেন মিসেস্ ঘটকের কাছ থেকে উডবার্ণ পার্কে গেলেন বিজয় সাহার কাছে। উনি তখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। পিয়ানোয় আলাপ করছিলেন সে সময়ে ছায়ানট সুর। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ প্রায়। ওঁর চাকর এসে খবর দিল পুলিস অফিসার এসেছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

বললেন—"আমার কাছে ? কেন ?—"

চাকরটা কিছু বলতে পারলো না।

উনি বললেন—"পাশের ঘরে এনে বসাও—"

কয়েক মিনিট পরে মিঃ সেন দোতলায় উঠে এসে পাশের ঘরে বসলেন।

মিসেস্ সাহার সঙ্গে মিঃ সেনের কথাবার্ত্তা হোলো। মিসেস্ সাহা বললেন—"মিঃ এস চৌধুরীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখেছি মিসেস বিদ্যুৎ ঘটকের, কিন্তু নীতা অধিকারীর সঙ্গে যে ওঁর বিশেষ মেলামেশা হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি ওঁকে যতটা পেরেছি এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি—"

"—কেন ?—"

"—দেখুন, সব প্রশ্নেরই তো উত্তর দেওয়া যায় না, তবে এইটুকু বলতে পারি লোকটা দুর্নীতি পরায়ণ, মেয়েদের লজ্জাসরম নষ্ট করাই তার ধর্ম্ম—"

"—আর কিছু নয় ?—"

"—হোতে পারে, আমার জানা নেই—"

"—ওর সম্বন্ধে আপনার কতটুকু জানা আছে ?—"

"—বিশেষ কিছুই নেই, আমি জানবার আগ্রহও প্রকাশ করিনি—ভদ্র মহিলা সমাজকে যারা বিপন্ন করে তোলে তাদের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই—"

"—মিসেস্ অধিকারী বললেন আপনার সঙ্গে এস চৌধুরীর বেশ একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ হয়ে গেছে—"

"—মোটেই না, একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, বরং বিশেষভাবে খতিয়ে দেখলে বলা যায় যে ওঁর দিকেই ছিল চৌধুরীর বিশেষ আকর্ষণ—"

"—আর ওঁর ?—"

"—আমার মনে হয় ওঁর ছিল না—"

"—ওঁর কার ওপর ছিল ?—"

"—তা জানি নে—"

"—অতিক্রম সিংহকে জানেন ?—"

"—হাঁা, জানি—"

"—ওঁর সঙ্গে মিঃ সিংহের কি রকম সম্বন্ধ দেখেছেন ?—"

"—আমাদের ক্লাবে মেয়েপুরুষের হৈহুল্লোড় হয়, সবাই বৈচিত্র্য চায়, তাই আমরা মেয়ের দল পছন্দ সই যে কোন পুরুষের সঙ্গে হৈহুল্লোড় করি, কার সঙ্গে কে নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ের আদান প্রদান করছে তা দেখবার অবকাশ থাকে না—"

"—এরকম ক্লাব নৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে দোষাবহ—"

মিসেস্ সাহা এরপর কোন কথা বললেন না। মিঃ সেন বাধ্য হয়ে গাত্রোত্থান করলেন, বুঝলেন এঁর কাছ থেকে কোন প্রাণখোলা কথা পাওয়া যাবে না।

পরদিন বৈকাল চারটার সময়ে মিঃ সেন প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে বললেন—"মিঃ ঘটক! আপনার ক্লাবের মেম্বার এস চৌধুরীর সম্বন্ধে কিছু জানেন ?—"

জগৎ ঘটক মিঃ সেনের কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন—"আমাদের ক্লাবে এরকম নামে কোন মেম্বর তো নেই—"

মিঃ সেন ও'র কথাতে ও'র চেয়েও যেন বেশী বিস্ময়ান্বিত হোলেন। বললেন—"বলেন কি মশাই!— মিসেস্ নীতা অধিকারী, মিসেস্ বিজয়া সাহা, মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক সকলেই আপনাদের এই মেম্বরকে চেনেন, রোজই আসেন এখানে—ও'দের সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে—"

মিঃ জগৎ ঘটক বললেন—"আচ্ছা, আমাদের মেম্বারদের তালিকা আপনাকে দেখাচ্ছি, তা হোলে বিশ্বাস হবে তো?—"

"—কেন হবে না? আপনি দেখান লিষ্টটি—"

মিঃ ঘটক কলিং বেলের আওয়াজ করতেই চাপরাসী এসে সেলাম করে দাঁড়ালো। বললেন—"জলধর বাবুকে সেলাম দেও—" জলধর বাবু এলেন। মিঃ জগৎ ঘটকের মুখে সবকথা শুনে মেম্বারদের লিষ্ট নিয়ে দেখতে লাগলেন এস চৌধুরীর নাম, মিঃ সেন ও তাঁর দৃষ্টি ঐ লিষ্টের ভেতর কেন্দ্রীভূত রাখলেন, কিন্তু নাম পাওয়া গেল না।

মিঃ সেন প্রশ্ন করলেন—"বাইরের লোকেরও কি এখানে প্রবেশাধিকার আছে?—"

"—মোটেই নয়, এমন কি স্ত্রী মেম্বার থাকলে স্বামী মেম্বার না হোলে এখৈনে প্রবেশ করতে পারেন না—"

"—মেম্বারদের প্রবেশের সময়ে কি কার্ড দেখাতে হয়?—"

"—নিশ্চয়ই, এমন কি কর্ম্মচারীদের পর্য্যন্ত গেটপাশ আছে— আর আমরা তো যে কোন ব্যক্তিকে মেম্বার করি নে—এরিষ্টোক্রাটিক ফ্যামিলির এডুকেটেড মেয়ে পুরুষরাই এখৈনে মেম্বার হোতে পারেন—

অনেক ইউরোপীয়ান এর মেম্বার—বিলেতের বনেদী ঘরের মেম সাহেবেরা এ ক্লাবে যোগ দিয়ে থাকেন, লিষ্ট পড়েই অবশ্য তা বুঝেছেন—"

মিঃ সেন ক্লাবের ভেতর চতুর্দ্দিকে ঘোরাঘুরি করে দেখলেন মেয়ে-পুরুষের চলেছে আমোদপ্রমোদের হৈ হুল্লোড়,—সুন্দরী নারীদের সঙ্গে সুদর্শন পুরুষের অবাধ রোমান্টিক পরিবেশের দীপ্তিতে ক্লাব কক্ষগুলি মনোহারী হয়ে উঠেছে—চলেছে নাচ, গান, রঙ্ তামাসা—কেউবা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, কেউবা প্রগল্‌ভতায় মুখর, কেউবা গানে মজগুল। মিঃ সেন দেখলেন সভ্যতার নামে মেয়েপুরুষের অসংযম মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আর আনন্দাতিশয্যে উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মিসেস্ ঘটক, মিসেস্ অধিকারী ও মিসেস্ সাহাকে খুঁজে বের করতে ওঁর বিশেষ কষ্ট হোলো না। উনি দেখলেন ওঁরা প্রত্যেকেই এক একটি তরুণের সঙ্গে খোস মেজাজে গল্প করছেন আর ইটালীয়ান ভারমুথ পান করছেন। উনি এসময়ে ওঁদের সম্মুখে গিয়ে রসভঙ্গ না করে সোজাসুজি সেক্রেটারীর কাছে গেলেন। আর তাঁর মারফৎ ডাকিয়ে রসভঙ্গ করালেন। তিনজনেই উপস্থিত হোতে মিঃ সেন বললেন—"আপনাদের বন্ধু মিঃ এস চৌধুরীর নাম তো মেম্বারদের তালিকায় নেই, আর এখেনে যা শুনলাম মেম্বার না হোলে প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি কর্ম্মচারীদের পর্য্যন্ত গেটপাস আছে। এক্ষেত্রে আপনাদের বন্ধুটি এখেনে ঢুকলেন কি করে?—"

মিসেস্ অধিকারী বললেন—"আমাদের বন্ধু ন'ন, এখেনে পরিচয় হয়েছিল—"

মিসেস্ সাহা বললেন—"কে মেম্বর আর কে নয়, কে প্রবেশাধিকার পেতে পারে আর কে না পারে তা হচ্ছে সেক্রেটারীর লক্ষ্য, আমাদের

নয়। সুতরাং আমাদের এখেনে ডেকে এনে আপনি অকারণ তম্বি করছেন—”

সেক্রেটারী মিঃ জগৎ ঘটক বললেন—“যা বলবার আপনি আমাকে বলুন, ওঁদের ডেকে এনে প্রশ্ন না করাই ভালো—”

তিনজনেই বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

মিঃ সেন বললেন—“আমি মস্ত বড় একটা রহস্যের ভেতর এসে পড়লাম দেখছি—”

মিঃ ঘটক বললেন—“হয় তো তাঁর সঙ্গে এঁদের বাইরে আলাপ পরিচয়, বলে দিলেন এই ক্লাবে—আপনি হয় তো জানতে পারেন মিঃ সেন! এই সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা গাছে গরু চরায়, যারা স্বামীকে নিয়ে সংসারকে মন বসাতে পারে না, আসে এই ক্লাবে নিত্যি নতুন পুরুষের সঙ্গ পাবার আশায়, তাদের কাছ থেকে কতটুকু সত্য আশা করা যায়?—”

মিঃ সেন বললেন—“আচ্ছা অতিক্রম সিংহ আপনাদের ক্লাবের মেম্বর?—”

“—হ্যাঁ, তিনি আমাদের মেম্বর, মিসেস্ অধিকারীর বাড়ীতে খুন হয়েছেন—” সঙ্গে সঙ্গে লিষ্ট থেকে তাঁর নাম বের করে দেওয়া হোলো।

মিঃ সেন বুঝলেন আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে মেয়েপুরুষের দুষ্প্রবৃত্তির মিলনক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপের বা ঘটনাচক্রের সাফাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল প্রশ্নের খেই যায় হারিয়ে। তারপর মিঃ সেন দূর থেকে দেখতে লাগলেন তরুণতরুণীদের হৈ হুল্লোড়ের ভেতর অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলিকে যা দুশ্চরিত্রতারই এক একটি স্বয়ম্প্রকাশ। অবশেষে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মনে বলতে লাগলেন—“হায় রে! পাশ্চাত্য সভ্যতা!—”

মিঃ সেন কোন মতেই ধরতে পারছেন না আসল ব্যাপারটা কি!

মিসেস্ নীতা অধিকারী অবশ্য ফোন করেছিলেন পুলিসকে কিন্তু এটাও তাঁর সাফাই হোতে পারে! অতিক্রম সিংহকে হত্যা করার চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রও তো হোতে পারে। পরেশ প্রধান বললেন—"আমার মনে হয় এস চৌধুরীর সঙ্গে ঐ সব মহিলার বাইরেই আলাপ হয়েছে—ফোন করেছিলাম মিঃ সাহা আর মিঃ ঘটককে—তাঁরা বললেন তাঁদের স্ত্রীদের কোন খবর রাখা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না, কেন না তাঁরা স্বেচ্ছাচারিণী—" মিঃ সেন বললেন—"এর ওপর আর কোন কথা চলে না, তুমি বরং ঐ মহিলাদের মুভমেণ্ট ওয়াচ করো, যদি সেই বদমায়েসকে এঁদের কারো সঙ্গে দেখতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে আর গ্রেপ্তার করার কৌশল অবলম্বন করবে—"

পরেশ প্রধান বললো—"আচ্ছা স্যার—"

চার

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ। বাংলা ১৩৫৬ সাল বিদায় নেবার উপক্রম করছে,—বসন্তের সমীরণে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে চতুর্দ্দিক। ঘোষপুরের ননী মুখুয্যে সকালবেলায় মাঠের দিকে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময়ে একটি যুবককে দেখলেন ফটকের কাছে। উস্‌খুস্‌কো চুল, দাড়ি গোঁফ খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে সারা মুখে, চক্ষু কোটরাগত, পরণে ছেঁড়া কাপড়।

এই সেই জগদীশ!

ও বললে—"আমাকে কাজ দেবেন বলেছিলেন—"

ওর আকস্মিক আবির্ভাবে চাষী গৃহস্থ মুখুয্যে মশায় ভীত চকিত হয়ে

পড়লেন। অস্বাচ্ছন্দ্য মনের ভাব দেখিয়েই উনি প্রশ্ন করলেন—"কোথায় ছিলে ?—"

"—কেন ?—"

"—তোমাকে দেখে, অবাক হয়ে যাচ্ছি, বহুকাল তোমাকে দেখি নি—"

"—এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কাটাচ্ছিলুম, আমায় কাজ দেবেন বলেছিলেন, পাবো, না, পাবো না ?—"

"—নিশ্চয়ই পাবে, আমার লোকের দরকার, তুমি এক্ষুণি লেগে যেতে পারো—"

মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে জগদীশ খামারের দিকে চললো। মুখুয্যে মশায় বললেন—"দেখো তো আমাকে কেউ ডাকছে কি ?—" উনি ওকে ছাড়িয়ে খানিকটা দূর এগিয়ে গেলেন। ও উত্তর দিল—'না—'

দু'জনের পথ হাঁটা নিস্তব্ধভাবে সমান তালেই চলতে থাকে। মুখুয্যে মশায় বললেন—"এক কাজ করো, হ্যাঁ, উঠোনটা পরিষ্কার করতে হবে—এটি করে, তারপর বাড়ীতে এসো, আর চান টান করে চাট্টি ভাত খেয়ো'খন—"

"—আচ্ছা—"

মুখুয্যে মশায় ওকে খামারে ছেড়ে দিয়েই বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন কিন্তু ওঁর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

ছেলেকে বললেন—"প্রভাস ! তুমি এখুনি এগারোটার ট্রেনে হাবড়ায় চলে গিয়ে দারোগা বাবুকে বলো গে কল্‌কাতা থেকে 'ফেরার আসামী' সেই খুনে জগদীশ বেটা আমাদের বাড়ী এসেছে—দারোগা বাবু যত তাড়াতাড়ি পারেন যেন চলে আসেন—ব'লো, এই ব্যক্তি পুলিস অফিসার বিপ্রদাস বাবুকে খুন করেছে—"

প্রায় একটার সময়ে হাবড়া থানার বড় দারোগা জনাব করিমবক্স সদলবলে ঘোষপুর গ্রামে এসে ননী মুখুয্যে মশায়ের বাড়ী উপস্থিত। জগদীশ তখন সবেমাত্র ভাত খেয়ে উঠেছে—ওর হাতে হাতকড়ি দেওয়া হোলো। মুখুয্যে মশায়ের দিকে ও শুধু একটি মৌন হিংস্র দৃষ্টিপাত করলো, কিছু বললো না।

কলিকাতায় জগদীশকে আনা হোলো, কয়েক ঘণ্টা ধরে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটারের ভেতর ওকে রাখা হোলো। মিঃ সেনের নানাপ্রকার কৌশলপূর্ণ কথাবার্ত্তা ওর মনকে আচ্ছন্ন করলো। ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেও শেষ পর্য্যন্ত ওর অপরাধ লুকিয়ে রাখতে পারলো না। দোষ স্বীকার করলো।

কথাগুলো আশ্চর্য্যভাবে ভেঙে পড়লো। ও বললে – "উনি আমাকে ধরবার জন্যে অনুসরণ করছিলেন। বিপ্রদাস বাবু আমার সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করছিলেন। তাই আমি—"

মিঃ সেন বললেন—"তুমি বুঝতে পারছো, এখেনে আমাদের কাছে যা কিছু বলছ সবই আদালতে প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করা হবে তোমার বিচারের সময়--"

"—আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"—এখন বলো তো আমাদের কাছে কি কি ব্যাপার ঘটেছিল যে রাত্রে বিপ্রদাস বাবুকে গুলি করে মেরেছিলে—"

"—হ্যাঁ, আমি জানতে পারলাম যে বিপ্রদাস বাবু আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর একরাত্রে আমি ছিলাম দরোয়ান হরগোবিন্দ সিংএর কাছে, সুযোগ খুঁজতে লাগলাম কখন ওর চোখে ধূলো দিয়ে পিস্তলটা বের করে নিয়ে যেতে পারি—আমি ওকে নজরে রাখলাম, আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না আর জেল খাটতে—'

"—২৩শে পৌষ রাত্রে, কেমন ?—"

"—হ্যাঁ, ঠিক তাই—" ও মাথা নাড়লো। তারপর বলতে সুরু করলো—"আমি ঐ তারিখে সন্ধ্যার সময়ে চুপটি করে বসেছিলাম কাছাকাছি জায়গায়—দেখলাম বিপ্রদাস বাবু দরোয়ানের ডেরায় ঢুকে গেলেন, আর যখন বেরিয়ে এলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে অনুসরণ করলাম—পিস্তল তুলতেই উনি চীৎকার করে বললেন—"খবরদার—" হাত তুললেন, আমি পিস্তলের টিপকলটা টিপে দিতেই ওঁর গায়ে গুলি লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে উনি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন—"

জগদীশ ক্ষণকালের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর বললে—"ফাঁসি হবে আমার, তাই নয় কি ?—"

ওর কথা শেষ হোলো। মিঃ সেন ওর ঐ কথায় কাণ না দিয়ে বললেন—"খুব সাবধান, তোমাকে শক্ত জায়গায় আনা হয়েছে, আবোল তাবোল মিথ্যে কথা কিছু বলো না, হ্যাঁ, তোমাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করবার আছে—"

"—বলুন—"

"—তোমার সঙ্গে এ্যাডম্ ডাট বা অধর দত্ত নামের কোন ভদ্র-লোকের আলাপ পরিচয় আছে ? গ্র্যাণ্ড হোটেলে যিনি পিয়ানো বাজাতেন—"

জগদীশ কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থেকে বললে—"হ্যাঁ, আছে—"

"—তুমি তাকে কি রকম লোক মনে করো ?—"

"—আপনারা যা মনে করেন, আমি তাই মনে করি—"

"—বেশ ! বিপ্রদাস বাবুকে হত্যা করবার জন্যে তুমি যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলে সেটি কি অধরকে দিয়েছিলে ?—"

"—হ্যাঁ, দিয়েছিলাম—"

"—কেন দিয়েছিলে ?—"

"—উনি বললেন পিস্তলটা আমাকে দিয়ে তুই পালিয়ে যা, তাই করলাম—ওঁরই সাকরেদ আমি, কি ভাবে চুরি করতে হয়, গাঁট কাটতে হয়, মানুষ খুন করতে হয় এসব উনি আর গোবর দা আমাকে শিখিয়েছিলেন—জুজুৎসুও ওঁর কাছে শিখি—"

"—গোবরদাটি কে ?—"

"—ওঁর ভালো নাম শ্যামলাল গোস্বামী, সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেছেন—উনি হচ্ছেন অধর দার এসব বিষয়ের গুরু, তবে উনি কখন কোন কিছু করতেন না, উপদেষ্টা ছিলেন—"

"—তোমাদের আড্ডায় কে কে আছে নাম বলো ?—"

"—আড্ডায় এখন আর কেউ নেই—গোবর দা চলে যাবার পর ভেঙে গেছে—"

"—না থাকতে পারে, কারও নাম ঠিকানা জানা নেই তোমার ?—"

-না

"—আচ্ছা, অধরের বর্তমান ঠিকানা জানো ?—"

"—না—"

"—তোমার সঙ্গে তার কতদিন দেখা নেই ?—"

"—বিপ্রদাস বাবুকে হত্যা করে ঐ রাত্রেই গ্রে ষ্ট্রীটের কাছে অবিনাশ কবিরাজের লেনের ধারে ওঁকে পিস্তলটা দেবার পর থেকে আর ওঁর কোন সন্ধান পাইনি—"

"—সে সময়ে কোন্ ঠিকানায় থাকতেন ?—"

"—বেনেটোলায় শিশুবালার বাড়ীতে—"

"—কোনদিন গলষ্টন ম্যান্সন বা উইণ্ডসর হাউসে ছিলো ?—"

"—না—"

"—তুমি ওকে খোঁজ করেছিলে ?—"

"—করেছিলাম, কোথাও পাইনি—"

"হ্যাঁ, তুমি প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবের খবর রাখো ?—"

"—আমি ও সব জায়গায় তো যেতে পারি নে, একে দাগী চোর—আর লেখাপড়াও জানি নে—"

মিঃ গ্রীনহেগ জগদীশকে খুব শাসিয়ে বললেন যে, যদি সে এ্যাডরু ভাট বা অধর দত্ত সম্বন্ধে সমস্ত খবর না দিতে পারে তাহোলে তার কঠিন শাস্তি হবে।

জগদীশ হাসলো। বললে—"সাহেব ধমকে কি কোন কাজ আদায় করা যায় ? অধর দা আমার এ লাইনের ওস্তাদ, ওস্তাদের সম্বন্ধে কোন কিছু বলা পাপ—আর আপনারা আমাকে কি এমন কঠিন শাস্তি দেবেন, আমার তো ফাঁসি নিশ্চয়ই হবে, এর ওপর শাস্তি দিতে গেলে সাহেব ! আমার সঙ্গে আপনাদেরও যমের বাড়ী যেতে হবে—"

মিঃ গ্রীনহেগ চক্ষু রক্তবর্ণ করে ওঁর চেম্বারে চলে গেলেন।

মিঃ সেন বললেন—"তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কি যেখানে বিপ্রদাস বাবুকে হত্যা করেছ—আর আমাদের দেখাবে কি ঘটনাটা কেমন করে ঘটেছিল ?—"

জগদীশ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে কি ভাবলো, তারপর বললে—"আচ্ছা—" ও সেইমত কাজ করলো।

জগদীশের বিচার আরম্ভ হোলো কলিকাতা হাইকোর্টের সেসন-কোর্টে। সেদিন ছিল ১৬ই আষাঢ় ১৩৫৭ সাল। রাষ্ট্রের পক্ষে এডভোকেট জেনারেল মামলার অবতরণিকা করলেন, বাঙ্গলা সরকারের সলিসিটার মিঃ এন, কে, মিত্র এই মামলার পরিচালক। আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন এডভোকেট দাঁড়ালেন না। বিচারের সময় দেখা

গেল জগদীশ খুব চিন্তা ভাবাপন্ন। ওর পক্ষে কোন সাক্ষীও ছিল না। ও স্পষ্টই বললে যে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার মিঃ বিপ্রদাস তলাপাত্রকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। "অনিচ্ছা সত্বেই ওঁকে গুলি করেছি—প্রাণের দায়ে—উনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছেন দেখে—" কথা কয়টি খুব শান্তসংযত হয়েই জগদীশ বললে। হত্যাকাণ্ড যেখানে ও করেছে, সেখানে জুরিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব বুঝিয়ে দেবার জন্তে স্বীকৃত হোলো।

বিচারকের ধারণা হোলো ওর কাহিনীর মধ্যে কিছু গোলমেলে ভাব আছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ছয়জন সাক্ষী দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দু'জন ওকে সনাক্ত করে বললেন যে ও ওঁদের জিনিষপত্র চুরি করেছিল শ্যাম-পুকুর অঞ্চলেই। অবশিষ্ট সাক্ষীরা ওর সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। আসামী কিন্তু এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলো না। সে ঐ একই কথা বললো—"আমি বিপ্রদাস বাবুকে হত্যা করেছি—"

জুরিরা একমত হয়েই ঘোষণা করলেন আসামী হত্যা করেছে পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার মিঃ বিপ্রদাস তলাপাত্রকে। এরপর ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোলো।

বিচারের সময়ে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিচারপতি মিঃ বসু যুবককে কেবলই লক্ষ্য করেছেন আর শুনেছেন সাক্ষ্য প্রমাণ। আসা-মীর অপরাধ সম্বন্ধে ওঁর ধারণা ছিল অন্যরূপ। সরকার পক্ষের সলিসিটারেরও ধারণা বিচারপতির মতই হয়েছিল। পরে আসামীকে জেলখানায় পাঠানোর পর বিচারপতি তাঁর চেম্বারে সলিসিটারকে ডেকে পাঠালেন ও বললেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসামীর দোষ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় আর ওঁর কাছে তা ভিত্তিপূর্ণ হয় ততক্ষণ

উনি ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যকরী করতে দেবেন না। জুরিদের এরকম একপেশা ঘোষণা ওঁর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

বিচারপতি পুনরায় মামলাটির শুনানির দিন ধার্য্য করলেন। নির্দ্ধারিত দিনে প্রকাশ্যভাবে এজলাস থেকে উনি জগদীশের প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থগিত রেখে পুনরায় স্পেশাল জুরি নিয়ে বিচার করাবেন বলে আদেশ দিলেন। এর ফলে জগদীশের প্রাণদণ্ড হোলো না, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোলো।

এ বিচারের পরও বিচারপতির ধারণা পরিবর্ত্তন হয়নি। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্ত্তা মিঃ গ্রীনহেগ ও তাঁর নিম্নপদস্থ মিঃ সেনকে বিচারপতি ডেকে পাঠালেন ওঁর চেম্বারে। উনি বললেন—"জগদীশকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েও আমি অসোয়াস্তি বোধ করছি, আমার বিবেক বলছে আমার ঠিকমত বিচার করা হয়নি। আমার ধারণা ও চোর হিসেবে যে অঞ্চলে চুরি করতে গিয়েছিল ঘটনাচক্রে সেখানে মিঃ বিপ্রদাস তলাপাত্র গুলি খেয়ে মারা যান। আমাদের কিন্তু ধারণা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এসব কাজ একজনের দ্বারা হয় না। হ্যাঁ, বত্রিশ ক্যালিবারের পিস্তল দরোয়ানের কাছ থেকে চুরি করে নিতে পারে আর যে কয়টি হত্যা হয়েছে সবগুলির বুলেটে বত্রিশ ক্যালিবারের, আর আমরা এমন কিছু প্রমাণ পাইনি যাতে বলা যেতে পারবে সেই পিস্তল নিয়ে হত্যা করেছে জগদীশ—সুতরাং আপনারা ভেবে দেখুন—"

বিচারপতির সহিত মিঃ গ্রীনহেগ ও মিঃ সেন কয়েক ঘণ্টা ধরে এবিষয়ে আলোচনা করলেন। অবশেষে তাঁরা বিচারপতিকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এর প্রকৃত তথ্য বের করবার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট হবেন। বিচারপতি নির্দ্দেশ দিলেন যেন অনুসন্ধান বিশেষ গুপ্তভাবেই করা হয়।

এরপর শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও হত্যাকাণ্ড একেবারে থেমে গেল। শুধু এ অঞ্চলেই বা কেন? সমগ্র সহরে আর কোন অপরাধমূলক ঘটনা ঘটতে দেখা গেল না। পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ বিস্মিত হয়ে পড়লো।

পাঁচ

কিছুকাল পরের ঘটনা। জনৈক স্কুল মাষ্টার সাবিত্রী প্রসন্ন সুর বাড়ী ফিরছিলেন মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীটের ভেতর দিয়ে—তখন রাত হয়ে গেছে। ন্যায়রত্ন লেনে ওঁর বাড়ী—বাড়ীর কাছেই এসে গেছেন। দুটি লোক ঠিক ছায়ামূর্ত্তির মত আবির্ভূত হয়ে বললো—"হাত তোলো, দেখি তোমার পকেটে কত আছে?—"

সাবিত্রী প্রসন্নবাবু নির্ভীক ব্যক্তি। শান্ত সংযতভাবে বললেন—"আমার পকেটে এমন কিছু টাকা নেই, যাতে তোমরা খুসী হোতে পারবে—"

দ্বিতীয় দস্যুটি বললে—"বাজে তর্ক কোরো না—" পকেট থেকে রিভলবার তুলেই টিপকল টেনে দিতেই গুলির আওয়াজ হোলো। সাবিত্রী প্রসন্নবাবু যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন ঐ দুটি দস্যু তাড়াতাড়ি ওঁর পকেট থেকে কয়েকখানি দশ টাকার নোট, একটি সোনার ঘড়ি আর কয়েক ভরি সোনা বের করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! এরূপ হত্যাটিও পুলিস রেকর্ডে পূর্ব্বের ন্যায় রহস্য-জনক হত্যা বলে উল্লিখিত হোলো। মিঃ সেন ও তাঁর দল কোনমতেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না।

হঠাৎ একদিন সকালে মিঃ সেনের টেলিফোন বেজে উঠলো, একটি মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"—আপনি যদি বড় কাৎলা ধরতে চান তো চলে আসুন—এখেনে ঘাই মারছে—একদল পুলিস অফিসারকে এখেনে পাঠিয়ে দিন, তাঁরা যেন খুরুট রোড আর কালী ব্যানার্জ্জির লেন ঘেরাও করে রাখেন—হাওড়া কালী ব্যানার্জ্জির লেনে লোকটা রয়েছে—তার পেশাই হচ্ছে ডাকাতি করা, স্ত্রীলোক খুন করা আর এমনি অনেক কিছু কাজ করা—"

"—আপনি কে?—"

মহিলাটির হাসির আওয়াজ ফোনে শোনা গেল। বললেন—"নামে দরকার কি সেন সাহেব, আপনি গুণ্ডাটাকে ধরতে পারলেই ব্যস্—কিস্তিমাৎ—কে বললো আর না বললো তার জন্যে কি মাথা ঘ মাবেন? এঁর নাম এস, চৌধুরী, বহু সহরেই ইনি বহু কীর্ত্তি করেছেন।" টেলিফোনের লাইন বোধ হয় গোলমেলে ছিল, আর কিছু শোনা গেল না।

মিঃ সেন ওঁর সহকারী পরেশ প্রধানকে টেলিফোনের সংবাদটা বললেন।

পরেশ বললো—"দেখুন, যদি পাকড়াও করা যায়—"

মিঃ সেন বললেন—"এস, চৌধুরীর কোন ফটোগ্রাফ নেই, তবে এ্যাডম্ ডাট বা অধর দত্তের স্নাপসট নেওয়া হয়েছিল পাটনায়, ও যখন পালিয়ে যাচ্ছে—সেই ফটোখানি নিয়ে যেতে হবে—আর দেরী ক'রো না, দেখো গিয়ে যদি লোকটাকে পাকড়াও করতে পারো—সঙ্গে শোভেনকে নিয়ে নিও—"

কয়েকদিন পরে পরেশ প্রধান ও শোভেন হোম মিঃ সেনকে এসে

সংবাদ দিল যে, তারা লোকটার অবস্থিতির সম্বন্ধে অবগত হয়েছে। ওরা আরও অনেক বিষয় ঐ বদমায়েসটার সম্বন্ধে জানতে পেরেছে যা'তে বিশ্বাস হয়েছে যে, টেলিফোনে যে অজ্ঞাত রহস্যময়ী মহিলা মিঃ সেনকে ওর বিষয়ে যে সংবাদটি দিয়েছেন তা ভুয়ো নয়।

ঐ রাত্রে মিঃ সেন মতলব করলেন এস চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। পুলিসের কাঁটা বেড়া ওদিকে নিয়ে যাওয়া হোলো। ঠিক রাত্রি একটার সময় এস চৌধুরী খুরুট রোড দিয়ে কালী ব্যানার্জির লেনে প্রবেশ করলো। পরেশ প্রধান ধীরে ধীরে ওর পিছু পিছু কিছু-দূর গেল। সে শোভেন হোমের দিকে সঙ্কেতের আলো ফেলতেই ও ছুটে গেল মিঃ সেন যেদিকে রয়েছেন।

কালী ব্যানার্জির লেনের যেদিকে এস চৌধুরী যাচ্ছিল সেদিকে দেখতে পেলো কাঁটা বেড়া। ও ঘুরতে যাবে এমন সময়ে শোভেন হোমের গুলি ওর হাতে লাগলো—তবুও একটা বাড়ীর পাঁচিলের ওপর উঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু পায়ে আর একটি গুলি লাগতেই ধপাস্ করে নীচে পড়ে গেল।

এই সময়ে হাওড়ার পুলিস অফিসার মিঃ মর্গান ওর দিকে ছুটে গেলেন এবং ওর কাছ থেকে দুটি পিস্তল পেলেন। একটি পিস্তল ছিল পকেটে, আর একটি ছিল জামার তলায় বেল্ট দিয়ে বাধা।

মিঃ সেন বললেন—"এই একই ব্যক্তি এতদিন ধরে দেশটাকে তোলপাড় করে তুলছে—"

এস চৌধুরী তখনও হাঁপাচ্ছিল সে সময়ে ওকে গাড়ীতে তুলে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ওকে এমারজেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হোলো, মিঃ সেন নিস্তব্ধভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। এভাবে ওকে আনা হবে মিঃ সেনের ইচ্ছে ছিল

না। ও আহত হয়ে হাসপাতালে এলো এজন্যে উনি অত্যন্ত ব্যথা বোধ করলেন। উনি চেয়েছিলেন ওকে সজীব অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে যাতে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হোতে পারতো। নার্সরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। কৌতূহল হয়ে গোয়েন্দা অফিসার মিঃ সেনের দিকে ওরা দৃষ্টি দিল। মিঃ সেন বললেন—"সিষ্টার! ইজ হি অল্ রাইট—"

ফিরিঙ্গী নার্সটি সঙ্গে সঙ্গে বললো—"আই ডোণ্ট নো এক্‌জাক্টলি হোয়াট ইউ মিন বাই অল্‌রাইট, বাট স্যার ইফ ইউ মিন 'ইজ হি ডেড' হি সার্টেনলি ইজ—" ওঁর মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

উনি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার মতলব করছেন এমন সময়ে ওঁর কানে এলো—"একটু দাঁড়িয়ে যাবেন—"

মিঃ সেন থেমেই মুখখানি ঘুরিয়ে দেখলেন যে, হেড নার্স ওঁর কাছে এসে পড়েছেন। উনি বললেন—"কি ব্যাপার!—"

শান্তভাবে হেড নার্স বললেন—"আমি বলতে চাই, লোকটাকে দেখলাম, আপনি এস চৌধুরী বলছেন তো—"

মিঃ সেন কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেলেন।

হেড নার্স বলতে লাগলেন—"এখেনে এই লোকটি চিকিৎসা হোতে আসে, একে আনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পেরেছি, এখন সুযোগ পেলাম একে খুব কাছে থেকে দেখতে, এখেনে প্রায়ই এসেছে একটি স্ত্রীলোক রোগীকে দেখাতে—"

বৃদ্ধা হেড নার্সের কথায় মিঃ সেন যেন হারিয়ে যাওয়া কোন সূত্র খুঁজে পেলেন। বললেন—"স্ত্রীলোক! কোথায় সে!—"

নার্স বললে—"সে এখনও এখানে আছে—"

মিঃ সেন কালবিলম্ব না করে পরেশ প্রধানকে ডেকে বললেন—

"এখান থেকে যেও না ! সন্ধান করো এস চৌধুরী নামে কোন্ ব্যক্তি এসেছে হাসপাতালে—"

তারপর উনি পিছন ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতবেগে নীচে নেমে গেলেন।

রাত্রি হয়ে গেছে। নার্স'রা বারান্দা দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, কেউই লক্ষ্য করেনি লোকটিকে—লম্বা চেহারা, গায়ের রং তামাটে, মাথার চুল ওপর দিকে আঁচড়ে তুলে দেওয়া—স্যুট পরা, গায়ে বুসসার্ট। লোকটা সংবাদ সরবরাহ বিভাগের ডেস্কের কাছে ঝুঁকে আছে। চিফ সার্জ্জেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী একটি রোগীকে দেখতে যাবার পথে হঠাৎ লোকটার মুখভার করার হাবভাব দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—"কি ভাবছেন, কাউকে দেখতে চান বুঝি—"

লোকটা পাক খেয়ে তাড়াতাড়ি বললো—"হ্যাঁ, মিসেস্ ডলি দত্তর খবর নিতে এসেছি, ওঁর অবস্থা এখন কেমন ?—

সার্জ্জেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বাহ্নেই জানতে পেরেছেন কি ঘটে গেছে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করছে। তারা প্রস্তুত হয়ে আছে এস চৌধুরীর মহিলাটীকে যে সন্ধান করতে আসবে, তাকে ধরবে এই আশায়। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর চোখের কোণাকোণি জায়গায় বেঞ্চিতে বসে একটি লোক তখন গম্ভীরভাবে মনঃসংযোগের সঙ্গে ইংরেজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা "এড্ভান্স" পড়ছিল। খুব ঘাড় হেঁট করেই কাগজখানি পড়ছিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী সেই সময়েই সংবাদ পেয়ে গেলেন যে সংবাদপত্রপাঠকটি মিঃ সেনের গোয়েন্দা দলের একজন।

ঐ আগন্তুক লোকটিকে তখন উনি বললেন—"সোজা চলে যান

মেয়েদের ওয়ার্ডে, ওখেনেই দেখতে পাবেন রোগীকে, ওয়ার্ডের ইন্‌চার্জ্জকে জিজ্ঞেস করলেও তিনি ব্যবস্থা করবেন—'

শোভেন হোম নিঃশব্দে সংবাদপত্রটি মুড়ে পকেটে পুরেই উঠে পড়লো আর ঐ লোকটার পিছু পিছু অগ্রসর হোলো। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর পাশ দিয়ে যে সময়ে শোভেন যাচ্ছিল উনি সে সময়ে হেসে একটু মাথা নীচু করে তাকে আপ্যায়িত করলেন।

মিসেস্ ডলি দত্ত তখন ওর ওয়ার্ডে বেডের ওপর বালিশ ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজিয়ে ছিল। চোখ খুলেই ওর শয্যার পার্শ্বে ঐ লোকটির আবির্ভাব দেখে ও যেন ভয়ে আঁৎকে উঠলো।

ও ফিস্ ফিস্ শব্দে বললে—"এখেনে কি মনে করে?—"

নাক সিঁটকে লোকটি বললে—"আমি বোম্বে মেলে এইমাত্র নেমে সোজা এখেনে চলে এসেছি, ভাবলাম আমাকে দেখলে তুমি খুসী হবে—"

ডলি বললে—"নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কি ঘটেছে জানো কি?—"

লোকটা একটু ইতস্তত: ভাব দেখালো। ডলির কথার ধাঁজেই যা আভাষ ফুটে বেরুলো তাতেই ও সতর্ক হবার অবলম্বন পেলে, তবু বললে—"না, কি ব্যাপার!—"

ডলি তবুও ওকে আহত দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল, ও জানে যে এখুনি কি ঘটে যাবে। লোকটি ফাঁদে পড়ে গেছে।

ডলি ফিস্ ফিস্ শব্দে বললে—"সঞ্জীবকে পুলিস মেরে ফেলে দিয়েছে, ভগবানের দিব্যি, সাবধান!—"

লোকটা পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

"—দত্ত! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও—"

"—ওরা কি আমার সন্ধান পেয়েছে ?—"

"—আমি জানি নে—"

ও তখন নিজের মনে নিজেকেই গালাগালি দিল—কাগজ পড়ে নিলে তো এ বিভ্রাট ঘটতো না। ও দ্রুতবেগে চলে গেল কালী ব্যানার্জ্জীর লেনের ভেতর যেখানে এস চৌধুরী ছিল—জানতে পারলো সঞ্জীবের ভবলীলা শেষ হয়ে গেছে।

পরদিন আবার হাসপাতালে ডলি দত্তর কাছে এলো বিকেল বেলায়। ডলি ভৎর্সনা করে বললে—"মরণ আর কি! এখনও তোমার চেতনা হোলো না, আবার এলে—পালিয়ে যাও এমন জায়গায় যেখানে ওরা তোমাকে না খুঁজে পায়।—"

তারপর ওর কণ্ঠস্বর থেমে গেল। এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্ত দৃষ্টিপাত করলো যেদিকে স্ত্রীলোকটির ভীতদৃষ্টি পড়েছে। দরজার দিকে ওর বেডের থেকে কয়েক ফুট দূরে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রোগীর সাদা জামা গায়ে। লোকটাকে দেখলে মনে হবে যে, হাস-পাতালের কোন বেডে আছে। বললে—"আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো—"

এ্যাডর ডাট ওরফে অধর দত্ত একবার ডলি দত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করে এবার শান্ত সংযতভাবে আত্মসমর্পণ করতে হোলো।

ইতিমধ্যে মিঃ সেনের গোয়েন্দা বাহিনী হাওড়া পুলিসের সঙ্গে একযোগে ২২।এ কালী ব্যানার্জ্জীর লেনে এস চৌধুরী ওরফে সঞ্জীব চৌধুরীর বাসা খানাতল্লাসী করলো। বাড়ীটা অতি পুরাতন,—এর গঠন অনেকটা গোলোক ধাঁধাঁর মত। দোতলার মাঝের ঘরে দেখা গেল দুই ব্যাগ গুলি—অন্তত: এগুলি আশী বার ছোঁড়া না হলে শেষ হবে না। আরও দুইটি রিভলবার নির্জ্জন ঘরের ওপর দিকের তাকে

ক্যাপ সমেত ছিল। আরও ছিল একজোড়া দূরবীণ, তিন জোড়া কালো কাঁচের চশমা আর কয়েক থান কাপড়। এগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হোলো পরীক্ষার জন্যে—পরীক্ষক বললেন—"যে গুলি ইতিপূর্ব্বে স্কুল-মাষ্টারের শরীর থেকে বেরিয়েছে এ হচ্ছে সেই ধরণের গুলি—যতগুলি হত্যাকাণ্ডের গুলি পাঠানো হয়েছে সবগুলি ৩২ ক্যালিবারের পিস্তলেরই—"

খানাতল্লাসী করতে করতে প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবের একখানি প্রবেশপত্র সুসঙ্গের মৃত রাজকুমার অতিক্রম সিংহের নামে লেখা আর মিসেস্ নীতা অধিকারীর লিখিত একখানি পত্র পাওয়া গেল। প্রেরিত পত্রের শিরোনামায় ছিল—"মিঃ এ্যাডর ডাট—"

পত্রখানি ডাকে আসেনি, এসেছে লোক মারফৎ তা খামটি দেখলেই বেশ প্রতীয়মান হয়। ভিতরে লেখা ছিল—

"প্রিয় দত্ত! আমি কুমারী অবস্থায় তোমাকে আমার দেহ দান করেছি, একথা বলাতে আমাকে যেন ভুল বুঝো না তুমি। আমি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তোমার দুই বাহুর মধ্যে, নিজেই গিয়েছিলাম তোমার কাছে পিয়ানো বাজনা শিখতে, সেই রাত্রের অপরিসীম আনন্দ আর অসীম তৃপ্তির জন্যে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।......অন্ধকারের ভেতর আমি যখন চোখ মেললাম তখন তুমি আমার পাশে শু'য়ে, আমার মনে হোলো আমি যেন স্বর্গে আছি, আশ্চর্য্য হলাম এই ভেবে যে এখনও সমস্ত নক্ষত্রের কিরণ যেন আমার গায়ে পড়ছে, আমাদের মিলন ছিল বিস্ময় ও আনন্দের দোলা। খুব ভোরে আমি ঘর থেকে চলে এসেছিলাম। তারপর বিয়ে হয়ে গেল, তবুও তুমি ছিলে আমার সাক্ষী—বিধবা হলাম, বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে ভেবেছিলাম তোমাকে পাবো, তা হোলো কই?

তুমি কেন ভুল পথে চলেছ? মানুষ খুন করা আর টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়া পেশাটাই শেষ পর্য্যন্ত নিলে! হয়তো আমাকেও এই পথ নিতে হবে। আমার মুখ চেয়ে তোমার কি কোন অতীত দিনের বিস্মৃত স্মৃতির দোলা লাগে না? তোমার ভাইটিও নাম ভাঁড়িয়ে গুণ্ডার দলে যোগ দিয়েছে, দল তৈরী করে করে সর্ব্বনাশের যাত্রী—তুমিও তাই। তোমরা যমজ, একের অপরাধে অন্যের দণ্ড অনিবার্য্য—বেশী কিছু বলতে চাই নে। এখনও যদি তোমার মত ও পথ ফিরে আমার দিকে আসে তা হোলে টাকা দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে আনতে পারি। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই তোমার পথ ধরতে হবে।" ইতি—

তোমারই—'নীতা'

পত্রখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোয়েন্দা অফিসার পড়ে বিস্ময়াভিভূত হোলো। শোভেন হোমকে ও বললে—"এই পত্র থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্ত যমজ ভাই হচ্ছে এস চৌধুরী, যদিও অবশ্য ওর আসল নাম পাওয়া যাচ্ছে না,—এস চৌধুরী নাম নিয়েছে—"

শোভেন হোম বললে—"এস চৌধুরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ওর মৃত্যু ঘটে গেল। আমরা বাঁচলাম কিন্তু ওরই মত চেহারার আবির্ভাবেই না মাথা ঘুলিয়ে গেল! আশ্চর্য্য নয় কি?—"

পরেশ বললে—"হাসপাতালে যিনি রয়েছেন তাঁর সঙ্গে কি রকম সম্বন্ধ—খবর পেলে?—"

"—এখনও পর্য্যন্ত কিছু খবর নেওয়া হয় নি—"

"—নিতে হবে, ডলি দত্তটিকে?—"

ছয়

"—এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্তর সঙ্গে আপনার কোন পরিচয় নেই, কেমন? এই কথাই বলছেন—"

মিঃ সেন প্রাতঃকালে ভিক্টোরিয়া টিরেসের ভেতর বসে এই কথাই মিসেস্ নীতা অধিকারীকে বললেন। ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম ও কেক নিয়ে একটি ভৃত্য প্রবেশ করলো। মিসেস্ অধিকারী ম্লানমুখে চা তৈয়ারী করে মিঃ সেনকে দিলেন, আর ছুরি দিয়ে খানিকটা কেক কেটে একটি প্লেটে রেখে পেয়ালার পার্শ্বে রাখলেন। বললেন—"খান মিঃ সেন—" ম্যাক্রোপোলো সিগারেটের টিন আর এসট্রে রাখলেন টেবিলের মাঝখানে। নিজেও চা ও একপ্লেট কেক নিয়ে মিঃ সেনের সম্মুখের চেয়ারে বসলেন। প্রসঙ্গ মিঃ সেনই পুনরায় উত্থাপন করলেন।

"—আচ্ছা, ছেলেবেলায় কোন সময়ে ওর কাছে পিয়ানো বাজানো শিখতে গিয়ে একরাত্রি যাপন করেছিলেন?—

"—ছেলেবেলায় মানে?—"

"—অর্থাৎ বিয়ের আগে, নিশ্চয়ই আপনি তখন পূর্ণ যুবতী—"

"—আমি আপনার এসব হেঁয়ালীপূর্ণ কথার কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে—"

"—খুব স্বাভাবিক—" মিঃ সেন এই কথাটি বলে মাথাটি একটু হেলিয়ে ম্যাক্রোপোলের টিন থেকে একটি সিগারেট বের করে ধরালেন। ক্ষণকাল উভয়ের কথাবার্ত্তার বিরতি ঘটলো। তারপর মিঃ সেন বললেন—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিসেস্ অধিকারী, আমার কাছে যেসব বিবৃতি দেবেন সেগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে আদালতে গ্রাহ্য হবে—"

"—ওর জন্যে আমার বিন্দু মাথা ঘামাবার নেই, মিঃ সেন!—"

"—আচ্ছা, আপনার এই মিথ্যে কথাগুলি কিন্তু এখুনি ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে, ভেবে চিন্তে বললেন—"

"—আপনার হেঁয়ালী না বুঝতে পারলে কি বলবো বলুন—"

মিঃ সেন পকেট থেকে বের করলেন পত্রখানি। টেবিলের ওপর পত্রখানি পেতে ওঁকে শোনালেন সবকথা। মিসেস্ অধিকারীকে বললেন—"তারিখ দেওয়া না থাকায় চিঠিটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে, আপনি কি অস্বীকার করেন যে, এ হাতের লেখাটি আপনার নয়?—দেখুন, সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে হয়েও আপনারা এতদূর অধঃপতিতা হোতে পারেন এইটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক—"

মিসেস্ অধিকারী নীরব হয়ে রইলেন।

মিঃ সেন বললেন—"বুঝলাম, হ্যাঁ, অতিক্রম সিংহের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধটা যে অবৈধ তা বোধ হয় অস্বীকার করেন না, এর পশ্চাতে আপনার যে কোন বদ্ মতলব ছিল না একথা হয়তো অস্বীকার করা যেতো না যদি অতিক্রম সিংহকে হত্যা না করা হোতো—"

"—ওঁর হত্যার জন্যে আমি কি দায়ী?—" মিসেস্ অধিকারী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন।

"—দেখুন, যখন জাল ফেলা হয় তখন শুধু দু'টি একটি রুই কাৎলাই বড়দরের পাওয়া যায় না, তার সঙ্গে চুনোপুটি এমন কি পাঁক পর্যন্তও খানিকটা উঠে আসে। আমরা আপনার প্রেমিক এ্যাডর্ ডাটকে গ্রেপ্তার করেছি, সে কিছু বলতে চায় না, সুতরাং তার প্রেমিকা আপনি, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনবার আশা করি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এখেনে এসে পাঁক ঘাটতে হচ্ছে—"

"—অতিক্রম হত্যার মূলে আ'ম যদি থাকবো তা হোলে এস চৌধুরী

যে সময়ে আমার ফ্লাটে এসে হানা দিল সে সময়ে ফোন করবো কেন ?—"

"এটা আপনাদের হোয়াইট ওয়াসিং পলিসি, আপনি বলবেন কি এস চৌধুরী 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' হোটেলে' মেম্বর না হয়েও কিভাবে প্রবেশপত্র এলো !—"

"—এসব অবান্তর প্রশ্ন মিঃ সেন ! সে কিভাবে কেমন করে প্রবেশ করলো তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—"

"—খুবই সম্ভব, আপনি মনে করবেন না মিসেস্ অধিকারী দুনিয়ায় গলাবাজী করে সব সময়ে জিত্‌তে পারা যায়—"

"—অকারণ আমাকে আপনি বিব্রত করে তুলছেন—"

"—ভাবা উচিত ছিল যে, এমন দিন আসবে যে সময়ে আর গোয়েন্দার উপদ্রবে পাগল হয়ে যাবেন, এখন এসব কথা বলে কি হবে—এই দেখুন, এস চৌধুরীর কাছ থেকে যে কার্ড পাওয়া গেছে তা'তে কার নাম লেখা ?—"

অতিক্রম সিংহের কার্ডখানি নীতা অধিকারীর অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। উনি বললেন—"এ কার্ড জাল হোতে পারে ?—"

"—এটা যে জাল নয় তা আপনার কাছে আসবার আগে ক্লাবের সেক্রেটারী ও তাঁর কর্ম্মচারীদের বিবৃতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সুতরাং শাক দিয়ে মাছ কতক্ষণ্ ঢেকে রাখবেন ?—আপনার সঙ্গে এস চৌধুরীরও অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। বড় বড় লোকের ছেলেদের ফাঁদে ফেলে টাকা নেবার কৌশল আপনারা সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন। গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিস বিভাগের ধারণা হয়েছে অতিক্রম সিংহ হত্যার মূলে আপনি আছেন, অতএব আপনাকেও আসামী করা হবে—"

"—দোহাই মিঃ সেন! আমি শপথ করে বলতে পারি অতিক্রম সিংহের হত্যা ব্যাপারে জড়িত নই—"

"—প্রমাণ করুন--"

"—এস চৌধুরী বেঁচে থাকলে তার মামলার সময়ে প্রমাণ হোতে পারতো, আমাকে জড়িয়ে দিয়েও আইনে আপনি আমাকে কোন রকমেই কায়দা করতে পারবেন না। যে চিঠিখানি আপনি আমাকে দেখালেন, সে চিঠিতে আমি এ্যাডম্ ডাটকে কোন কুমতলব দিইনি, বরং ভুলপথ থেকে চলে আসতেই সৎপরামর্শ দিয়েছি, এটাও জানবেন মিঃ সেন আমি কোটিপতি, পয়সার জোরে ঠিক বেরিয়ে আসবো, কিন্তু আপনাদের চাকুরী থাকবে না—যে পদোন্নতির আশায় আপনি চতুর্দ্দিক ছুটোছুটি করছেন, সে পদোন্নতি আপনার ঘটাবো তা মনে করবেন না, এককথায় টেলিফোনের ভেতর দিয়ে দু'টি কথা বললেন—" কথাগুলি মিসেস্ অধিকারী দম্ভের সঙ্গেই বললেন। ওঁর পাংশুবর্ণ মুখের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, ওঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো।

মিঃ সেন বললেন—"আপনি চটে যাচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাকে কোন রকম সম্ভ্রম হানিসূচক কথা বলছি নে, জানতে এসেছি এ্যাডম্ ডাট আর এস চৌধুরী সম্বন্ধে—ওদের বিষয় কিছু জানেন কিনা সেটুকু বললেই তো মিটে যায়—"

"—সে কথা তো আপনি বলেন নি?—"

"—বলবো কি করে, আপনি গোড়াতেই এ্যাডম্ ডাট সম্বন্ধে একেবারে উড়িয়ে দিলেন—"

"—এমন কিছু অপরাধ করিনি, এখনও অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছেছে? তাই ও আর আমার আলোচনার বস্তু নয়—"

"—ওকে ভালোবাসেন তো—"

"—ভালোবাসাটা অপরাধ নয়, শুধু ওকেই ভালোবাসি নে, অনেক পুরুষকেই ভালোবাসি যারা আমার সান্নিধ্যে আসে—এজন্যেই ফ্লাটে থাকি, আপনাদের বড় সাহেবেরাও আমার কাছে আসেন, আমার বন্ধু তাঁরা—বন্ধুত্বের খাতিরে নারী পুরুষের আনন্দ উপভোগ দুঃসহ অপরাধ নয়—"

মিঃ সেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে মিসেস্ নীতা অধিকারীর কাছে এসেছিলেন, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। আশঙ্কা হোলো নিজের পদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, তখন সুর নরম করেই বললেন—"এ্যাডর্ ডাট সম্বন্ধে যতটুকু জানেন ততটুকু যদি দয়া করে বলেন—"

মিসেস্ অধিকারী বললেন—"এ্যাডর্ ডাট খুব বড় ঘরেরই ছেলে, ওর ভাই ভূধর, নাম ভাঁড়িয়ে এস চৌধুরী নামে নিজেকে পরিচিত করেছে—ওরা যমজ, ছেলেবেলায় ওদের মা-বাপ মারা যান, খুড়োর কাছে মানুষ—এই খুড়ো ওদের বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নেয়, ওরা ছেলেবেলায় মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শেখে, দু'জনেই সেণ্টজেভিয়ার থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে—পিয়ানো, গিটার দু'জনেই ভালো বাজাতে পারে। আমার বাপের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী খিদিরপুরের হেমচন্দ্র ষ্ট্রীটে—ছেলেবেলা থেকে তাই অধরের সঙ্গে আমার ভাবসাব, বাবার ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, মা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন—তারপর ওরা ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে উঠলো। ভূধরের খুবই ইচ্ছে ছিল আমাকে পেতে, তাই আমার নব-পরিচিত বন্ধু মিঃ অতিক্রম সিংহকে হত্যা করে আমার ওপর ওর যে ক্রোধ সেইটেই দেখিয়েছে, ঐ রাত্রে আমিও খুন হতাম যদি না দরজা বন্ধ করে পুলিসকে টেলিফোন করতাম। এ্যাডর্ ডাটকে আমি ভালোবাসি—সত্যি ভালোবাসি—বহুদিন ওর কোন সন্ধান আমি রাখিনি—"

মিঃ সেন বললেন—"এ চিঠিটা কতদিন পূর্ব্বের লেখা ?—"

"—এক বৎসর আগের—"

"—আপনার চিঠিখানি আদালতে উপস্থিত করা হবে, আপনাকে এ্যাডর্ ডাটের বিরুদ্ধে যে মামলা উঠবে তা'তে সরকার পক্ষে সাক্ষী দিতে হবে—"

"—আমার বাড়ীতে আপনারা কমিশন বসিয়ে সাক্ষ্য নেবেন, আদালতে দাঁড়িযে সাক্ষ্য দেওয়া আমার মর্য্যাদা বিরুদ্ধ—"

মিঃ সেন কোন কথা বললেন না। অবশেষে একটি সিগারেট ধরিয়ে নীরবে সেটিকে টেনে টেনে ধূমপান করলেন। তারপর সেটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হযে গেলে এস্ট্রেতে রেখে মিসেস্ অধিকারীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময়ে বললেন—"আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ অধিকারী! যদি কোন অপরাধ করে থাকি—"

মিঃ সেন বাইরে এসে আরাম বোধ করলেন। মিঃ গ্রীনহেগকে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টারে এসে আদ্যোপান্ত খুলে বললেন।

মিঃ গ্রীনহেগ বললেন—"ঠিকই করেছ সেন! ও সব শ্রেণীর মেয়েদের কাছ থেকে কথা নিতে গেলে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে একটু 'রিস্ক' করেছ, মিসেস্ অধিকারীর সঙ্গে লাট বেলাট মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতে পারে, একটা কাণ্ড ঘটতে কতক্ষণ!—"

"—তোমাকে বলে রাখলাম সাহেব! তুমি আমার ওপরওয়ালা—"

"—সো লং আই এম হিয়ার, ইউ নিড নট ফিয়ার সেন!—"

মিঃ সেন ওঁর তদন্তের রিপোর্টে মিসেস্ নীতা অধিকারীর অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। ঐ মহিলার আনুকূল্যেই হত্যাকারী এ্যাডর্ ডাটের পরিচয় পাওয়া গেছে। এস চৌধুরীর আসল নাম সঞ্জীব নয়, ভূধর দত্ত। অধর ও ভূধর যমজ। উভয়েই গুণ্ডা—হত্যা ওদের পেশা, নেশাও বটে!

রিপোর্টে জগদীশের সঙ্গে ওদের যোগসূত্র ছিল, একথাও স্থান পেলো।

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটারে এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্ত বিরক্তিভাব প্রকাশ করে কোন উত্তর দিতে সম্মত হোলো না। মিঃ গ্রীনহেগ আদেশ দিলেন—"ওকে সেলের মধ্যে রেখে দাও, ওর মাথা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছু করা যাবে না, সেলের মধ্যেই ও ভাববার যথেষ্ট সময় পাবে—"

কিন্তু সেলের মধ্যে দিনের পর দিন ধরে এ্যাডর্ ডাট বন্দী অবস্থায় থেকেও নিজের সম্বন্ধে বা ওর ভাই ভূধর দত্ত ওরফে এস চৌধুরীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে প্রস্তুত হোলো না।

হাসপাতালে মিঃ সেন ডলি দত্তর কাছে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন যে, তার সঙ্গে এ্যাডর্ ডাটের কিরূপ সম্বন্ধ। ডলি দত্ত বললে—"আমার পরিচিত—"

মিঃ সেন বললেন—"আপনার কথা আমার মনে ধরছে না—আসল কথা খুলে বলুন—"

ডলি দত্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। ওর অনর্গল অশ্রুপাত হোতে থাকে, অথচ কোন কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না। সুন্দর মুখখানি হয়ে ওঠে রক্তিমাভ। মিঃ সেন বুঝলেন কোন রহস্য এর ভেতর লুকিয়ে আছে, ও বলতে পারছে না। ওর মনের অবস্থা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে অন্য কথা তুললেন। বললেন—"এখেনে কতদিন এসেছেন ?—"

"—প্রায় দু'মাস—"

"—আপনার কি হয়েছে ?—"

"—এপেনডিসাইটিস, অস্ত্রোপচার হয়েছে, এখনও ভালো রকম আরোগ্য লাভ করতে পারিনি—"

"—কতদিন থাকতে হবে ?—"

"—তা তো বলে না—"

"—আপনার আত্মীয়স্বজন দেখতে আসেন না ?—"

"—আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই—"

মিঃ সেন প্রায় তিরিশ বছরের এই সুন্দরী যুবতীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ভাবলেন নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে, সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা ওঁর প্রাথমিক কর্ত্তব্য। বললেন—"আপনার নামের সঙ্গে যে বংশগত পদবী, অধরেরও সেই পদবী—আপনারা উভয়েই একই পদবী বিশিষ্ট, এজন্যে আমার মনে হচ্ছে অধর ওরফে এ্যাডর ডাটের সঙ্গে আপনার কুলগত সম্বন্ধ আছে—"

ডলি দত্ত বিপন্ন দৃষ্টি দিয়ে বললে—"আপনি ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধ একরকম জোর করে আনা হয়েছে—" ও আর বলতে পারলো না। আবার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। মিঃ সেন সান্ত্বনা ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাব দেখিয়ে বললেন—"দেখুন, আপনি যদি ক্রমাগত কাঁদেন, তাহোলে আমি আপনার সম্বন্ধে কিছুই করতে পারবো না, আর আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নেই—আমরা আপনার সুব্যবস্থা করে দেবো, কি হয়েছে বলুন—"

"—আপনি কি সুব্যবস্থা করবেন, আমার জীবনও জটিল—"

এমন সময়ে নার্স এসে ডলি দত্তর মুখে থার্মোমিটার লাগিয়ে শরীরের তাপ রেকর্ড করে এক পেয়ালা দুধ খাইয়ে গেল। তারপর রোগী সুস্থ হয়ে বললে—"হ্যাঁ, আপনি আমার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন—"আজ মানুষের নীচতার প্রতি এসেছে আমার অপরিসীম ঘৃণা, অপারেশনের পর আমি যে কেন বেঁচে উঠলাম, এজন্যেই আমার গভীর আক্ষেপ—"

মিঃ সেন সহানুভূতিব্যঞ্জক ভাষায় বললেন—"প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই মূল্য আছে—"

"—কিন্তু আমার নেই, যাক্, শুনুন—ঐ অধর দত্ত আমার মাকে হত্যা করে আমাকে 'ইলোপ' করে নিয়ে আসে কল্‌কাতায়—সে আজ ছয় সাত বছরের কথা—"

"—কোথা থেকে নিয়ে আসে ?—"

"—গয়া থেকে—"

"—তারপর—"

"—আমি তখন স্কুলে পড়ি, মা গয়ার গার্লস স্কুলের ছিলেন হেড মিস্‌ট্রেস—এই বিধবা মহিলার সংসারে আমি ছিলাম একমাত্র অবলম্বন—"

ওর কথায় বাধা দিয়ে মিঃ সেন প্রশ্ন করলেন—"আপনার মায়ের সঙ্গে অধরের আলাপ পরিচয় কোথায় হয়েছিল ?—"

"—ঐ গয়াতেই, ও যখন কল্‌কাতার কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসেবে সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমার মায়ের কাছেই ও কিছুদিন থাকে—"

"—পূর্ব্ব থেকেই আলাপ পরিচয় ছিল ?—"

"—মোটেই না, ষ্টেসনে আলাপ, ওর কথাবার্ত্তায় হাবভাবে চলন বলনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা যে কোন মেয়েছেলের মনে মাদকতার মত কার্য্যকরী হয়ে ওঠে, মা ওকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন, তারপর ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হোলো—একদিন সন্ধ্যের পর মা বাড়ী এলেন না দেখে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম, ও বললে তোমার মা কল্‌কাতায় গেছেন বিশেষ দরকারে, আমাকে বলে গেছেন কাল সকালে তোমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে—ব্যাপারটা হেঁয়ালিপূর্ণ হোলো কিন্তু ও আমাদের পরিবারের ওপর

এমন বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যে, আমি ওর মিথ্যে কথাগুলো সত্যি বলেই মনে হোলো—"

"—আপনার মা কি মাঝে মাঝে কল্‌কাতায় আসতেন?—"

"—হ্যাঁ, আসতেন তাঁর এক অধ্যাপিকা বান্ধবীর কাছে, বড়দিনের ছুটির সময়ে এই ঘটনা, কাজেই ভাবলাম স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, মার না বাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তবে মায়ের ওপর অভিমান হোলো এই হিসেবে যে, উনি তো আমাকে বলে যেতে পারতেন—"

"—তারপর—"

"—ও কল্‌কাতায় নিয়ে এলো একটা নোংরা গলির ভেতর কাশী-পুরের কাছে, যে বাড়ীতে আমাকে আনলো, সেখানে ওর ভাই ঐ ভূধর অর্থাৎ এস চৌধুরী থাকতো—রইলাম একেবারে বন্দী অবস্থায়। আমি কাঁদতে লাগলাম, ও বললে তোমার মুক্তি নেই, তোমার মাকে মেরে ফেলেছি—আমি অনুভব করলাম আমার দুঃখ দৈন্যের উন্মাদনা জন্মলাভ করলো—ওঃ কি ভয়ানক স্থান! যেদিকে চাই সবই অদ্ভুত, সবই অজানা —সেই ভীষণ একাকীত্বের মাঝখানে ঘৃণায়, দুঃখে, লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠতাম, বাইরে আমাকে বেরোবার উপায় ছিল না, কয়েকজন ভদ্রঘরের মেয়েদের দেখেছি, পরে বুঝেছি এটা বিপ্লবের আড্ডা—"

"—আপনি পুলিসের কোন খোঁজ খবর পান নি?—"

"—মোটেই না—"

"—আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!—"

"—পরে ও আমাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে তুমি আমাকে বিয়ে করো, তা না হোলে তোমার জীবন বিষময় হয়ে উঠবে—বাধ্য হয়ে ওর কথায় মত দিতে হোলো এই হচ্ছে আমার জীবনের ইতিহাস—"

"—আপনিও তো ওর সঙ্গে এসব ব্যাপারে যুক্ত হয়েছেন—"

"—কি ব্যাপারে ? —"

"—খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতির ভেতর, অন্ততঃ মালপত্র সাপ্লাইও দিয়েছেন—"

"—না, তা দিই নি, আমাকে এখনও সেই বাগবাজারের এঁদো গলিটায় বিশ্বকোষ বাই লেনে থাকতে হয়—"

মিঃ সেন ডলি দত্তের মুখ থেকে যেসব কথা শুনলেন তা থেকে উনি এ্যাডর্ ডাট বা অধর দত্তর স্বরূপটা জানতে পারলেন। ডলি দত্ত কাঁদতে লাগলো—ও বুঝেছে ওর স্বামীর গুরুতর দণ্ড হয়ে যাবে। মিঃ সেন সান্ত্বনা দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।

গোয়েন্দা বিভাগ থেকে পরেশ প্রধান ও শোভেন হোম পুনরায় নীতা অধিকারীর কাছে গেল। তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহের আশা ওদের মধ্যে ছিল। তিনি ওদের কথাগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন—"আমাকে জ্বালাতন করবেন না, আপনারা এস চৌধুরীকে গুলি মেরে সাবাড় করেছেন, আর পেয়েছেন এ্যাডর্ ডাটকে, আবার কি চান ?—"

এরপর একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো। মিঃ সেনের কাছে বারম্বার জেরার ফলে মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক বললেন—"প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্লাবটা কিন্তু সুবিধের নয়, জানেন যেখানে যত বেশী শক্ত বাঁধন, সেখানেই তত আলগা—"

মিঃ সেন বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে বললেন—"কথাটা ঠিক বুঝলাম না—"

মিসেস্ ঘটক হাসলেন। বললেন—"বুঝেছেন ঠিকই, একটু ন্যাকামি ভাব দেখাচ্ছেন না—"

"—মোটেই না মিসেস্ ঘটক! ফর হেভেনস্ সেক—বলছি, কিছু জানি নে—"

"—তবে শুনুন, ঐ ক্লাবের সেক্রেটারী জগৎ ঘটক—ও সুবিধের নয়। একেবারে মদ আর মেয়েমানুষ খোর—"

"—যেমন আপান ফুল আর পুরুষ, কেমন তাই নয়?—"

মিসেস্ ঘটক মৃদু হেসে মিঃ সেনের কোলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। উনি বললেন যে ঐ ক্লাবের ভেতর গোপনে ফ্লাসখেলা, বিডরেসিং, সুইগুলিং সবকিছু হয়। বাইরের আভিজাতিক আবরণ দেখে ক্লাবকে বিশ্বাস করা ভুল।

মিঃ সেন বললেন—"আপন রাও তো তা হোলে সবাই ক্রিমিন্যাল—"

"—হ্যাঁ, এক সেন্সে তাই—"

এরূপ স্পষ্ট সমর্থন মিঃ সেনের কাছে খুব প্রীতিপদ হোলো না।

সাত

মিঃ সেন ইন্‌ফর্ম্মার যোগেশকে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটারে ডেকে এনে বললেন যে, ওকেই উনি 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। ওকে গোবিন্দপুরের জমিদার এই পরিচয় দিয়ে ক্লাবের ভেতর প্রবেশ করতে আর সন্ধান নিতে হবে ওদের ভিতরের অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেকুইজিসন করা একখানি বাড়ী চৌরঙ্গী প্লেসে আছে, ওরই চারতলায় কয়েকখানি ঘর নিয়ে ওকে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন আর একখানি মোটরও থাকবে যাতে ও ঘুরে ফিরে বেড়াতে পায়।

যোগেশের চেহারাটি অতি সুন্দর, ঠিক যেন শ্বেতাঙ্গের মত। ওর কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, হাবভাবে বেশ ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয় আর ও জানে মেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হয়,—বুদ্ধিবৃত্তির বেসাতি করবার ক্ষমতা ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। মিঃ সেন এই জন্যেই এ ব্যাপারে যোগেশকে নির্ব্বাচন করে ওঁর উপরওয়ালা মিঃ গ্রীনহেগকে সবকথা খুলে বললেন। মিঃ গ্রীনহেগ মিঃ সেনের প্রস্তাব শুধু সমর্থন করলেন না, প্রশংসাও করলেন। বললেন—"গভর্ণমেণ্টের কিছু টাকা ব্যয় হবে সত্য, কিন্তু এই ভদ্রবেশী শয়তানদের সায়েস্তা করতে হোলে এছাড়া উপায় নেই—ভিতরে না ঢুকলে বাইরে থেকে কোন ক্লাব এসোসিয়েশনকে বুঝা যায় না—"

মিঃ সেন বললেন—"গেটে পাস না দেখালে ভেতরে যাওয়া যায় না, এই অসুবিধের জন্যেই মশা মারতে কামান দাগতে হচ্ছে। অনেকে হয় তো হাসবে আমরা একি কাণ্ড করছি—"

মিঃ গ্রীনহেগ বললেন—"তা হাসুক—"

যোগেশকে মিঃ গ্রীনহেগ ওঁর চেম্বারে ডেকে পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন—"পিয়ানো বাজাতে, বলড্যান্স করতে, বিলিয়ার্ড খেলতে পারো তো?—"

যোগেশ বললে—"নিশ্চয়ই স্যার! এসব না জানা থাকলে কি হয়!—"

মিঃ গ্রীনহেগ বললেন—"বেশ—"

যোগেশের অন্তরে আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ পেলো। ওকে মিঃ সেন 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাবের গেটপাসখানি দিলেন। লেখা ছিল—"পান্নালাল মুখার্জ্জি এম, এ (অক্সন) জামিনওার অব গোবিন্দপুর—"

বৈকাল প্রায় পাঁচটার সময়ে যোগেশ ওরফে পান্নালাল মুখার্জ্জির বিউইক গাড়ীখানি 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ক্লাবের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। যোগেশ নেমেই কার্ডখানি দরজার কাছে দেখাতেই দরোওয়ান ওকে প্রবেশের অধিকার দিয়ে সেলাম ঠুকলো। প্রথমেই ওকে সেক্রেটারীর রুমে যেতে হোলো। সেক্রেটারী মিঃ জগৎ ঘটক উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অভিবাদন জানালেন, তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন হোলো—প্রত্যেকেই উৎফুল্ল। ইতিপূর্ব্বে মিঃ সেন যোগেশকে নীতা অধিকারী, বিজয়া সাহা আর বিদ্যুৎ ঘটকের ফটোর কপি দিয়েছিলেন, তা ছাড়া ক্লাবের একটি গ্রুপ ফটোর কপিও দিয়ে বলেছিলেন—"এদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করবে—"

যোগেশ দেখলো হলের ভেতর নীতা অধিকারী ও একটি তরুণের মধ্যে একটা লুকোচুরি সুরু হোলো। আর সকলের কাছে তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখতে হচ্ছে বলেই তার উত্তেজনার পরিমাণ বেশ বেড়ে চলেছে। তরুণটি প্রথম হল পেরিয়ে ভিতরের একটি সিঁড়ির দরজার দিকে প্রথমে এগিয়ে চললো। নীতা অধিকারী সেদিকে গিয়ে তার পথ আটকালেন। ফিরে অন্য দরজা দিয়ে যাবার চেষ্টায় তরুণের ধাক্কা লেগে ভ্যানিটি ব্যাগটা পড়ে গেল। কুড়িয়ে নিয়ে তরুণটি একটা থামের আড়ালে লুকালো, নীতা অধিকারী ওর পিছু নিয়ে চললো থামের দিকে। আর একটি তরুণ ফিরে আসায় এবার ঐ তরুণটি পালাতে গিয়ে বাধা পেলো। নীতা অধিকারী বেগতিক দেখে ঐ তরুণকে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমেই এই দৃশ্যটি যোগেশের কাছে বিসদৃশ ঠেকলো।

একটি সুন্দরী তরুণী এসেই আচমকাভাবে যোগেশকে ঠেলা মেরে বললে—"মিঃ মুখার্জ্জি! আসুন না এদিকে—"

যোগেশ মৃদু হেসে বললে—"কোন্ দিকে যাবো—"

"—হলের ভেতর বসে গল্পগুজব করা যাক—"

"—আমাকে বুঝি আপনার ভালো লেগেছে—"

"—তা লাগবে না! এখন আমাকে আপনার মনে ধরলে হয়—আমিও রাজকুমারী, হাতরাসগড়ের রাজার মেয়ে, বুঝলেন—"

"—আপনার নাম?—"

"—ইন্দিরা দেবী—"

"—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, ঠেলা মেরে আলাপ জমানো কি আধুনিক রসিকতা?—"

"—এ তো তবু ভদ্রতার সঙ্গেই আলাপ জমানো হয়েছে, অনেক সময়ে হাত ধরে হিঁচ্ড়ে টেনে আনতে আনতে আলাপ জমানো হয়—"

যোগেশ মনের ভেতর বেশ একটা কৌতুক অনুভব করলো—বললে—"চলুন, দেখা যাক কি ভাবে আপনাকে জমানো যায়—"

"—আমি যদি মজাতে পারি তা হোলে আপনি আমাকে জমাতে পারবেন—"

যোগেশ বললে—"এখানকার হৈ হুল্লোড়ের ভেতর থাকতে আমার ভারি ভালো লাগছে—"

"—আরও ভালো লাগবে, চলুন—"

ইন্দিরাকে ও জিজ্ঞেস করলো মিসেস্ অধিকারী ঐ দুই তরুণের সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছেন? ইন্দিরা বললে—"ঠিক লুকোচুরি খেলা নয়, পকেট চুরির প্যাঁচ—"

যোগেশ বললে—"কথাটা ঠিক পরিষ্কার হোলো না—"

"—ক্রমেই পরিষ্কার হবে, প্রথমটা একটু ঘোলাটে দেখায়, সব কাজেরই এই ধরণধারণ—"

ইন্দিরা ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে আরম্ভ করলো। যোগেশ মেয়েদের ফ্লার্ট করার তালে চমৎকার তাল দিতে পারে। শেষে বললে—"বেশ তো আপনার মোটরে চড়ে লেক বেড়িয়ে আসা যাবে—চাঁদ্‌নী রাত, হ্যাঁ, আপনি যা বলছিলেন, কবিরাজরাও বলেন চাঁদের কিরণ মাখলে কামোদ্দীপন হয়—"

"—সেটা কি ভালো নয়?—"

ইন্দিরা মৃদু হাসলো।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা যোগেশ মিঃ সেনের সহকারী পরেশ প্রধানকে গুলিয়ে দিল। ও বললে—"ঐ ক্লাবে অনেক কিছু কুৎসিত ব্যাপার ঘটে, নীতা অধিকারী, বিদ্যুৎ ঘটক, বিজয়া সাহা এরা প্রত্যেকেই ভদ্রবেশী গাঁটকাটা বলা যেতে পারে—"

"—কিন্তু নীতা অধিকারীর তো কোন অভাব নেই, ওদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—"

"—অভাব না হোলেও স্বভাবে করে, সেক্রেটারীও মাতাল, জুয়াড়ে আর জুয়াচোর, ও একদিন দেখবেন কোথায় এসে দাঁড়ায়—"

"—কি করে টের পেলে যোগেশ! একদিনে এত খবর!—"

"—বিপদে পড়া মেয়ে দেখেছ এখেনে?—"

"—বিপদে পড়া পুরুষই দেখলাম, কয়েকটি ভদ্রলোকের কয়েক হাজার টাকা উধাও হয়ে গেছে—ক্লাব বন্ধ করার আগে, ওরা বললো চীৎকার করে—"টাকা! টাকা! এই যে ছিল।" সকলেই এসে

সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে সান্ত্বনা দেয় আর খোঁজাখুঁজি করেও শেষ পর্য্যন্ত কেউই টাকা পেলো না।

মিঃ সেন পরেশ প্রধানকে বললেন—"আমার অনুমান ঠিক, আমি নীতা অধিকারীকে বরাবরই সন্দেহ করে আসছি,—ও বদ্‌মায়েসের ধাড়ি, যেভাবেই হোক আমার ইচ্ছে, এ্যাডর্ ডাটের কেসের ভেতর জড়িয়ে দেওয়া দরকার, বিদ্যুৎ ঘটক আর বিজয়া সাহা নিশ্চয়ই ওর দলের—তবে কথা হচ্ছে, যে চিঠিখানি আমরা পেয়েছি তার থেকে নীতার চরিত্রের ওপর বিশেষ কলঙ্কপাত করা যায় না—"

যোগেশের মন্তব্য থেকে গোয়েন্দা বিভাগের ভেতর বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোলো।

ইতিমধ্যেই যোগেশ ইন্দিরা দেবীর আনুকূল্যে ক্লাবের আভ্যন্তরীন অবস্থা বুঝবার ও জানবার সুযোগ পেলো। ইন্দিরা দেবীর স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো,—নিজেকে রাজকুমারী পরিচয় দিয়ে ও সবাইকে তাক্ লাগিয়েছিল। ক্লাবের ভেতর অসদুপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তার অর্দ্ধেক অংশ দিতে হয় মিঃ জগৎ ঘটককে, অবশিষ্ট নিজেদের।

এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্ত আর ভূধর দত্ত ওরফে এস চৌধুরীর সঙ্গে শুধু এদের নিগূঢ় যোগাযোগ নয়, আরও অনেকে আছে যারা ঐ শ্রেণীরই। এর ভেতর মৃণাল বক্সী আর ভুজেন্দ্র মিশ্র ডাকসাইটে লম্পট ও বদমায়েস। ইন্দিরা দেবী বললে—"এরা অদ্ভুতভাবে মানুষকে জালে ফেলতে পারে, ফ্লাস খেলায় ওস্তাদ—"

যোগেশ বললে—"আচ্ছা, নীতা অধিকারীর অত টাকা, ও এপথে এলো কেন?—"

"—শুনেছি এই ক্লাবের সত্বাধিকারী নীতা, জগৎ ঘটক ওর বেতন-

ভোগী—তবে জগৎ মেয়ে মহল থেকে অর্দ্ধেক অংশ নেয় বলে আপত্তি করে না—"

"—তুমি ঠিক জানো নীতা এ ক্লাবের সত্বাধিকারী? আমি তো জানি ও মেম্বর—"

"—মেম্বর তো সকলেই, হ্যাঁ, বেনামী করা থাকতে পারে!—"

"—তা'তে লাভ!—"

"এ আর বুঝ্‌ছ না পুলিসের চোখে ধূলো দেওয়া যায়, যাই বলো, রাগ ক'রো না মিঃ মুখার্জ্জি! তোমার বিদ্যে থাকতে পারে, কিন্তু তুমি বোকা, বুদ্ধিসুদ্ধি কম—"

যোগেশ ওর মুখের দিকে উদাসীর মত চেয়ে রইলো। যারা মেয়েদের মন হরণ করেছে, তারা জানে এই রকম ভাব না দেখালে মেয়েরা খুসী হয় না, তাদের কোন অন্তরে সহানুভূতি উদ্রেক করে না। যোগেশ লক্ষ্য করতে থাকে ইন্দিরা ওকে কায়দায় ফেলতে চায়, ও ইচ্ছে করেই ইন্দিরাকে দেখিয়ে এনেছে ওর চৌরঙ্গী প্লেসের ওপর সুন্দর বাসাটি। ইন্দিরার এখন ধারণা হয়েছে, যোগেশ খুব অবস্থাপন্ন, কোটি টাকার মালিক। ক্লাবের ভেতর ও কথা ছড়িয়ে পড়েছে মিঃ পান্নালাল মুখার্জ্জি মস্তবড় জমিঁদার, কোটি টাকার মালিক। ওকে ফ্লাস খেলবার জন্যে মৃণাল বক্সী ও মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক খুব জেদ ধরলেন। ও বললে—"আগে আপনাদের খেলা দেখি, আর বুঝি, তারপর—"

মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক বললেন—"আপনাকে খেলা তো শিখিয়ে দিয়েছি—"

মৃণাল বক্সী কেবলই সুযোগ খুঁজছিল কি ভাবে যোগেশ ওরফে পান্নালাল মুখার্জ্জির ফ্লাটের ভেতর ঢুকে ওর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করা যায়।

ইন্দিরার সঙ্গে পরামর্শ হোলো, পরামর্শ অনুসারে কাজ কবে আরম্ভ হবে সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হোলো না।

ইন্দিরা মিসেস্ নীতা অধিকারীর বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছে, মিসেস্ বিজয়া সাহার মুখে যোগেশ শুনেছে তার বিপরীত। মিসেস্ বিজয়া সাহা বললেন—নীতাদি খুব স্ফুর্ত্তিবাজ, তাই ক্লাবের মেম্বর হয়েছেন এখেনে। উনি কুমারী অবস্থায় যাকে ভালোবেসেছিলেন সে ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় ওঁর মন মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে,—তারপর বিধবা হোলেন, আঘাতের পর আঘাতে শেষ পর্য্যন্ত ফুল আর পুরুষ নিয়েই আছেন, এজন্যে ক্লাবে আসেন—"

"—ওঁর ভালোবাসার পাত্রটি কে ?—"

"—নাম করলে কি চিনতে পারবেন ? এ্যাডব্ ডাট, নামকরা পিয়ানো বাজিয়ে—"

যোগেশ বোকার মত ভাণ করে বললে—"থাকেন কোথায় ?—"

"—এখন হাজতে আছেন, নীতাদি তাঁকে জামিনে খালাস করবার জন্যে খুব চেষ্টা করছিলেন, তা হোলো না—"

"—আচ্ছা মিসেস্ অধিকারী ফ্লাস খেলা বা বিডিং রেসে ঝুঁকে আছেন তো,—ইন্দিরা বলছিল—"

"—না, না, এসব দিকে ওঁর মোটেই ঝোঁক নেই, আচ্ছা, আপনি এতদিন ক্লাবে আসছেন, দেখেছেন কি এসব ?—"

"—না, তা দেখি নি—"

"—তবে—"

"—আপনি ওঁর সঙ্গে মিশে খুব তৃপ্তি পাবেন, কিন্তু যাদের সঙ্গে আপনি খুব মেতে উঠেছেন অর্থাৎ মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক আর ইন্দিরা দেবী তারা সাংঘাতিক, দরকার হোলে মানুষ খুন করতে পারে—"

"—আচ্ছা, জগৎ ঘটক কি রকম প্রকৃতির—"

"—সুন্দর ভদ্রলোক, একেবারে স্পটলেস—ক্লাবের ভেতর মেম্বররা যাই করুক না কেন উনি সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না—"

বিদ্যুৎ ঘটকই ইতিপূর্ব্বে মিঃ সেনের কাছে বলেছিল যে, এই ক্লাবের ভেতর নানা রকম বে-আইনী কুৎসিত কাজ হয়, যোগেশের স্মরণে এলো সেই কথা। মিসেস্ বিজয়া সাহা বিদ্যুৎ ঘটকের খুব নিন্দা করলেন, অবশ্য ওঁর কথা অবিশ্বাস্যও নয় কেননা ও দেখেছে ফ্লাস খেলায় বিদ্যুৎ ঘটকের পারদর্শিতা। ও লক্ষ্য করেছে খেলতে খেলতে হেরে গিয়ে দিনের পর দিন বহু অভিজাত ঘরের ছেলে প্রচুর অর্থ নষ্ট করে ফেলছে আর এদের করতলগত হচ্ছে সেই সব টাকা।

শেষ পর্য্যন্ত ও নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলো এর মধ্যে মৃণাল বক্সী, ভূপেন্দ্র মিত্র, মিসেস্ বিদ্যুৎ ঘটক ও ইন্দিরা দেবী সবচেয়ে সাংঘাতিক। মিসেস্ নীতা অধিকারী অত্যন্ত পুরুষ ঘেঁষা, ওঁর শুধু পুরুষ নিয়ে আমোদ প্রমোদ করাই একমাত্র লক্ষ্য। আশ্চর্য্য এই যে, এত অত্যাচারেও শরীর অটুট রয়েছে, চেহারার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে পূর্ণ যৌবনের লাবণ্য।

মিঃ জগৎ ঘটকের পশ্চাতে থেকে ও লক্ষ্য করে এই ব্যক্তির চরিত্র আর গতি ও প্রকৃতি। ক্লাবের একজন কেরাণীকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করেছে এর সম্বন্ধে তথ্য জানতে। কেরাণী মহেন্দ্র ওকে জানিয়েছে যে লোকটা অত্যন্ত সাদাসিদে ভদ্রলোক। বিদ্যুৎ ঘটক যে কথা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। মিঃ জগৎ ঘটক মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে নিজের চরিত্রকে দূষিত করে নি। গোপনে ফ্লাস খেলা, বিডরেসিং, সুইঙলিং সব কিছুই হয় সত্য কিন্তু এসব যারা করে তারা নিজেদের দায়িত্ব নিয়েই করে থাকে। এ ক্লাবটার প্রকৃত মালিক

হচ্ছেন হরিলাল মুরারকা। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে এরকম ক্লাব উনি তৈরী করেছেন অর্থোপার্জ্জনের আশায়—মেম্বরদের মোটা চাঁদায় ক্লাবের খরচখরচা বাদে বহু টাকা লাভ হয়। ক্লাবের ভেতর চায়ের ব্যবস্থা আছে, সেখানে চলে মদ্যপান, তা ছাড়া লাঞ্চ ডিনারের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে রাত্রি এগারোটার পর এখেনে থাকবার অধিকার নেই। এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘরভাড়া পাওয়া যায়—অনেক সময়ে এই রকম ভাড়া নিয়ে যে সব মেয়ে পুরুষ অবৈধ প্রণয়ে পড়েও মিলনের সুযোগ পায় না তারা সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে পারে, তবে সে বিভাগটা পৃথক্। বাড়ীটার অন্য অংশ আছে, তার পরিচালনার ভারও অন্য লোকের হাতে,—মুরারকার এ বিভাগটি বিশেষ চালু। লাইসেন্স নেওয়া আছে বলে আইনের দিক দিয়ে এ ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া সমস্যাজনক।

মেম্বরদের সম্পূর্ণ তালিকা ও ঠিকানা মহেন্দ্রের কাছ থেকে যোগেশ পেলো। মহেন্দ্রের প্রদত্ত বিবরণী গোয়েন্দা বিভাগকে দিয়ে ও বিশেষ ভাবে প্রত্যেক সদস্যকে লক্ষ্য করতে থাকে। কয়েক দিন ধরে সকলের সঙ্গে খুব মেশামেশি আরম্ভ করলো। ও বড় বড় ঘরের শিক্ষিত অভিজাত যুবকদের অসৎ সংসর্গে পড়ে উত্তরোত্তর কিরূপ দুরবস্থা হচ্ছে তাই লক্ষ্য করে ব্যথা অনুভব করলো। ক্লাবের ভেতর টাকার ছিনিমিনি খেলা চলছে, মদ গ্লাসের পর গ্লাস ঢেলে অনেকেই পান মত্ত হয়ে উঠছে, আর সেই সুযোগে তাদের পকেট ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

আট

শ্রাবণের শেষের দিকের এক সন্ধ্যা। একটি মাঝামাঝি বয়েসের লোক বরাহনগর থেকে দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এড়িয়াদহ গ্রামে তার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। তার চলবার ভঙ্গী দেখে বেশ বুঝা যাচ্ছিল যে, তার পা দু'খানি অত্যন্ত দুর্ব্বল। চলবার সময়ে সে একদিকে হেলে যাচ্ছিল, এর জন্যে তাকে একটা সরলরেখার বাঁ দিকে অনুলম্বিত বোধ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে সজোরে ঝুঁকে পড়ছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোন একটা অভিমতকে সমর্থন করছে, যদিও সে সত্যই কোন বিষয় বিশেষের কথা ভাবছিল না। তার বাহুতে ঝোলান ছিল হাতব্যাগ, তা'তে আনাজপত্র এইসব ছিল। খানিকটা পথ গিয়েছে এমন সময় পাংশুটে রঙের একজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে দেখা হোলো। প্রৌঢ়টি আনমনে গুন্ গুন্ করে গান গাচ্ছিলেন।

কয়েক হাত দূরে গিয়ে দু এক পা এগিয়ে ও প্রৌঢ়কে বললে—"দেখুন মশায়! কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা বলি। গত হাটবার ঠিক এই সময় এই রাস্তায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—"

প্রৌঢ় উত্তর দিলেন—"তা হয়েছিল—"

"—এর আগে,—প্রায় মাস খানেক পূর্ব্বেও—"

"—তা হবে—"

"—আচ্ছা, এর উদ্দেশ্য কি?—"

"—উদ্দেশ্য আছে বই কি?—

"—আমি কি জানতে পারি?—"

"—জেনে কোন লাভ নেই—"

প্রৌঢ়ের কথায় হতাশ হয়ে ও এগিয়ে চলতে লাগলো, কিছুদূর যাবার পর ও লক্ষ্য করলে প্রৌঢ় ওর পশ্চাদ্ অনুসরণ করছেন। সন্ধ্যা ক্রমেই ঘোর হয়ে আসছে। এর পূর্ব্বে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন ওর পক্ষে সন্দেহের কোন কারণ ঘটে নি, আর উনি ওকে অনুসরণ করছিলেন কিনা তাও জানবার যোগাযোগ হয় নি।

ও থমকে দাঁড়ালো। প্রৌঢ়ের গতি মন্থর হয়ে গেল, কিন্তু উনি কোন রকমেই পিছ্ পাও না হয়ে এগিয়ে আসতেই ও বললে—"কোথায় চলেছেন ?—"

"—যেখানে আপনি যাচ্ছেন, আমিও সেখানে যাচ্ছি—"

"—আমি তো বাড়ী যাচ্ছি—"

"—তা আমি জানি, কোথায় আপনার বাড়ী, তাও জানি, আপনার নাম শশধর ঘোষাল এখবরও রাখি—"

"—বলেন কি ? এত খবর রাখেন ! অথচ আমি আপনার—"

"—আমার খবর রাখবার মত লোক এখনও জন্মায় নি—" এই কথা কয়টি প্রৌঢ়ের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ক্রমেই পথরেখা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগলো। যখনই দু'জনের পাশাপাশি চলবার মতো পথ পাওয়া যাচ্ছিল, প্রৌঢ় ওর নাগাল ধরে ফেলছিল। প্রৌঢ়ের চলার গতি ওর কাছে যেন কেমন সন্দেহজনক লাগছিল, ওর ভাবনা হোলো কি করে প্রৌঢ়কে এড়িয়ে চলা যায়। ও লক্ষ্য করছিল ওর সম্বন্ধে প্রৌঢ়ের ভ্রূ রেখার নীচে একটা অপ্রতিভ ও কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

শশধর ব্যবসায়ী লোক। এদিন ওর কাছে অনেকগুলি নোটের তাড়া জামার ভেতর চোরা পকেটে রয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে নোট ভাঙিয়েছে—মহাজনের টাকা কিছু শোধ করে বাকী টাকা বাড়ী নিয়ে চলেছে।

গা ছমছম করে ওঠে। ওর চিন্তা হোলো। লোকটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই হয়, অথচ এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে যার পথের দুধারে কাঁটা ঝোপঝাড়,—এপথে তৃতীয় ব্যক্তিও দেখা যাচ্ছে না। অনতিদূরে সবুজ ঘাসে এক টুক্‌রা উঁচু জায়গা—নানারকমের কাঁটা ঝোপঝাপে ভরা। তার উপর উঠেছে নানারকমের ফলের গাছ। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় যে অনেক দিন তারা মানুষের হাতের ছোঁয়া পায় নি। এখান থেকে শশধরের বাড়ী আধ মাইলেরও কিছু কম।

প্রৌঢ় বললে—"শশধর ! এবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো—"

"—একথা বলার মানে ?—"

"—মানে, আর কিছুই নয়, আজ তোমাকে বাগে পেয়েছি, এ সুযোগ ছাড়ি কেমন করে ?—"

"—আমি কি আপনার কাছে অপরাধ করেছি ?—" ও কাঁদে-কাঁদো মুখে বললে।

"—তুমি কেন অপরাধ করতে যাবে ? বরং আমাকেই অপরাধী হোতে হবে—"

"—আপনার পরিচয় তো পেলাম না—" খুব মোলায়েম ভাবেই কথাগুলি ও বললে।

"—আমি তো কোনদিন তোমাকে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নই, তবে তোমার পরিচয় রাখি—এখন টাকাগুলো দাও দেখি !—"

"—কিসের টাকা ?—"

দুর্জ্জয় সাহসের সঙ্গে এরকম কথা প্রৌঢ়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে শশধর একেবারেই ভাবতে পারে নি। ভীত কম্পিত অবস্থায় বললে—"আমি তো হাট করে ফিরছি, সঙ্গে দু'চার আনা পড়ে আছে—"

"—শশধর! আমাকে এত বোকা ভেবো না, তোমার মত বহু ঘুঘু আমি চরিয়ে খাই—"

"—একথা বলছেন কেন?—"

"—বল্‌ছি কেন, দেখবে?—" উত্তেজিত হয়ে কথা শেষ করতে না করতেই প্রৌঢ় লোকটি তার আলখাল্লার ভেতর থেকে রিভলবার বের করে বললে—"কথা বলেছ কি? একেবারে—বের কর ভেতর থেকে টাকা—"

"—কোথায় টাকা পাবো?—"

"—বটে?—"

সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হোলো. গুলিটা গিয়ে লাগলো ওর বুকের ওপর, ভেদ করে গেল হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে। এক ঝলক্ রক্ত মুখ দিয়ে উঠলো। ও পড়ে গেল মাটিতে। হত্যাকারী টাকাগুলি পকেট থেকে বের নিল। আপনার মনে বলে উঠলো—"বাঃ! বহু টাকা তো—নীতা পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে—"

শশধর বাড়ী না ফিরে আসায় ওর স্ত্রীর মন ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। শশধরের ভাই গদাধরকে ডেকে ও বললে—"ঠাকুর-পো! রাত অনেক হয়ে আসছে, তুমি একবার এগিয়ে দেখনা তোমার দাদা আস্‌ছে কিনা, আজ ওঁর সঙ্গে অনেকগুলো টাকা থাকবে, আমার ভালো লাগছে না, অনেকবারই বলেছি সঙ্গে টাকা থাকলে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরবে, কেইবা শোনে-আমার কথা, দিনকাল বুঝছো তো—"

গদাধর বললে—"তাইতো, দশটা বেজে গেল, দাদার দেখা নেই, ভাবিয়ে তুললে—এখন কোথায় যাই তাও তো বুঝ্‌ছিনে—"

শশধরের স্ত্রী মণিকা বললে—"কোথাও যেতে হবে না, খানিকটা দূর এগিয়েই দেখো না—"

দাদা না আসায় গদাধরের মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। সংসারের কোন ভাবনা ভাবতে হয় না, দাদার ভাতে আছে, আর পাড়ায় মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে। শশধর বহু চেষ্টা করেছে ওকে কাজে লাগাতে, কে কার কথা শোনে।

ও খানিকটা দূর এগিয়ে হন্ হন্ করে হাতে লণ্ঠন নিয়ে বড় রাস্তা মুখো চলেছে, হঠাৎ দেখলে একটি মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে। লণ্ঠনটা মুখে ধরতেই ও আঁৎকে উঠে খুব চীৎকার করে কাঁদতেই আশেপাশের লোকেরা ছুটে এলো। সবাই বললে—"কি হয়েছে—কি হয়েছে?—" গদাধর কোন কথা না বলে কেবলই কাঁদতে থাকে আর কেবলই একই কথা—আমাদের উপায় কি হবে?—"

ক্রমে ঐ গভীর রাত্রে গোটা গ্রামটার ভেতর খবরটা ছড়িয়ে পড়লো, এমনকি মণিকাও তার কোলের ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত।

শশধর বেঁচে নেই, পুলিসে খবর দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। পাড়ার একটি ছেলে তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো থানার দিকে। ঘটনাস্থল থেকে থানা অনেকখানি, সাইকেল জোরে চালিয়ে এসে ছেলেটি ডায়েরী করলো। থানার ইন্‌চার্জ্জ বললেন—"লাস" যেন কোনরকম কিছু না করা হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা না পৌঁছোচ্ছি—"

কিছুক্ষণ পরে অফিসার ইন্‌চার্জ্জ শম্ভু ঘোষ সদলবলে জিপ গাড়ীতে চলে এলেন। এদিকে কয়েকজন পেট্রোমাক্স নিয়ে বাড়ী থেকে এসে উপস্থিত হোলো। পুলিস থেকে মৃতদেহটি পরীক্ষা করা হোলো—আততায়ীর হস্তেই শশধরের জীবন অবসান হয়েছে, এটি সর্ব্ববাদী সম্মত হোলো। মৃতদেহটি সনাক্ত করার পর ওকে ময়না তদন্তের জন্যে পুলিসের ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হোলো।

কে এই কাণ্ডটি করলো তাই নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে।

থানার অফিসার শম্ভু ঘোষ মণিকা ও গদাধরের কাছ থেকে তাদের বিবৃতি চাইলেন। বললেন—"এঁর সঙ্গে কারও কোনরূপ আক্রোশ আছে কি?—"

গদাধর বললে—"জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে অবশ্য পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ আছে—"

শম্ভু ঘোষ নীরব থেকে বললেন—"নাম করতে পারেন?—"

"—পারি, সর্ব্বেশ্বর মাইতি, এর সঙ্গে বহুবার মামলা মোকদ্দমা হয়ে গেছে, ফৌজদারী পর্য্যন্ত—"

"—মারপিঠ পর্যান্ত হয়ে গিয়েছে কি?—"

"—হ্যাঁ, তা হয়েছে—"

"—মৃতদেহটি দেখবার জন্যে ও এসেছে কি?—"

"—না, আসে নি—"

গাঁয়ের লোক যারা এসেছিল গদাধরের কথা সমর্থন করলো। মৃতদেহ পাঠিয়ে দিয়ে শম্ভু ঘোষ সর্ব্বেশ্বর মাইতির বাড়ী গিয়ে তাকে ডাকলেন। বাড়ীর লোকেরা বললে—"এখানে নেই—"

শম্ভু ঘোষ বললে—"কোথায় আছে?—"

ওর বাড়ীর লোকেরা বললে—"তা আমরা জানি নে—"

"—কোথায় গেছে?—"

"—কাজে গেছে—"

"—কখন বেরিয়েছে?—"

"—সকালে—"

"—রাত্তিরে সাধারণতঃ কখন আসে?—"

"—ঠিক নেই, তবে দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসে—"

শম্ভু ঘোষ ওঁর রিষ্টওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর বললেন —"এলে, কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে থানায় দেখা করে—"

কোথায় কাজ করে প্রশ্ন করায় ওরা বলে সোদপুরে একটা কারখানায়, কারখানার নাম জিজ্ঞাসা করা হোলো, ওরা বলতে পারলে না।

শম্ভু ঘোষ বললেন—"অবিশ্যি অবিশ্যি যেন থানায় যায়, তা না হোলে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবো—"

ওঁর কথায় বাড়ীর সকলের মুখখানি শুকিয়ে গেল। সর্ব্বেশ্বরের মা-ই সবচেয়ে উতলা হয়ে উঠলো—কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। অনেক রাত্রে সর্ব্বেশ্বর বাড়ী ফিরে এলো। ও এই ঘটনা শুনে বললে— "সর্ব্বনাশ! এ ব্যাপারে আমাকে না জড়িয়ে দেয়, নিরীহ মানুষও পুলিসের চক্রান্তে জেল খাটে, ফাঁসী কাঠে ঝুলে পড়ে –" ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। ওর অন্তর কেবলই শিউরে উঠতে থাকে আতঙ্কে— অনাগত ভবিষ্যৎ কোন্ পথে তা কে জানে? ওর বৃদ্ধা মা বললে—"এই জন্যেই বলি, যে কোন তালে থাকিস্ নে, পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিস নে—শুনলাম গাঁয়ের লোকেরা সবাই ওদের দিকে, আমাদের কে আছে বাবা! এমন টাকাও নেই যে লড়ে তোকে বাঁচিয়ে আনা যাবে, পুলিসে ছুঁলে আঠার ঘা—"

সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী সারাদিন রাত্রি ধরে কাঁদতে থাকে, ও সান্ত্বনা দেয় কিন্তু তার কাণে সান্ত্বনার কোন কথা পৌঁছায় না। সর্ব্বেশ্বরের হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর কে যেন ঘা মারছে, ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বাড়ীর লোকের আপত্তি সত্ত্বেও থানায় চলে গেল। শম্ভু ঘোষ ওকে দেখেই একেবারে রেগে অগ্নিশর্ম্মা। বললেন—"মনে করেছ মাইতির পো, মানুষ খুন করে এযাত্রা রক্ষা পাবে, কেমন? অত

সোজা নয়, জানো যমের চোখে ধূলো দেওয়া যায় তো পুলিসের চোখে দেওয়া যায় না—"

"—আমি খুন করেছি বললেন যে, প্রমাণ পেয়েছেন কি ?—"

"—প্রমাণ করাতে অভাব হবে না, গাঁযের লোক, পাড়ার লোক সবাই জানে—"

"—শত্রুতা করে, আকোচে পড়ে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে, আমাকে চেনে অনেকে, যাদের সাক্ষীর যথেষ্ট দাম আছে—"

"—তুমি কি করো ?—"

"—কারখানায় কাজ করি—"

"—কোথায় তোমার কারখানা ?—"

"—সোদপুর—"

"—কারখানার নাম ?—"

"—সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস—"

শম্ভু ঘোষ সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কসের নাম লিখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"ম্যানেজারের নাম কি ?—"

ও বললে—"এস, এম, ভল্পাদওয়ালা—"

শম্ভু ঘোষ সর্ব্বেশ্বর মাইতিকে খুব ভয় দেখাতে লাগলেন কিন্তু ও সহজে ভড়কে যাবার লোক নয়। ও ওঁর কথার প্রতিবাদ করতে লাগলো। শম্ভু ঘোষ বললেন—"তুমি শশধরের সঙ্গে বহুদিন থেকে ঝগড়া-ঝাটি, মারপিট, মামলা মোকর্দ্দমা, ফৌজদারী সবকিছু করে আসছ, তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে হত্যা করতে পারে না—"

"—প্রমাণ চাই তো, ওদের সঙ্গে আমাদের মুখ দেখাদেখি নেই প্রায় একবছর ধরে,—ঝগড়াও নেই, কথাও নেই—সুতরাং খামাকা আমি ওকে খুন করতে যাবো কেন ? একটা কারণ দেখাবেন তো ?—"

"—জানো আমি কে ?—"

"—যেই হোন্ না কেন দাবড়ে আমার কিছু করতে পারবেন না, বরং আমি আপনাকে এমন বিপদে ফেলে দেবো যে আপনার চাকুরী পর্য্যন্ত নিয়ে টানাটানি পড়বে—"

"—আচ্ছা দেখা যাক্—"

শম্ভু ঘোষ বাংলা পাঁচের মত মুখখানি করে ঘাড়গুঁজে লিখতে আরম্ভ করলেন, সর্ব্বেশ্বর বসেই রয়েছে, একঘণ্টা হয়ে গেল, ওকে আর ছেড়ে দেওয়া হয় না। ও জিজ্ঞেস করলে—"কতক্ষণ বসে থাকতে হবে আর ?—"

শম্ভু ঘোষ মুখ তুলে বললেন—"যতক্ষণ তোমায় প্রয়োজন আছে—"

"—এখন ছেড়ে দিন, বরং একটা সময় ঠিক করে দিন, সেই সময় আসবো'খন—"

"—একটু অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আমার হুকুম হয়—"

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে শম্ভু ঘোষ বললেন—"হ্যালো, লালবাজার—"

উত্তর পেয়েই বললেন—"ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, প্লিজ—"

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর আসল জায়গা থেকে উনি সাড়া পেলেন। বললেন—"মিঃ সেন কথা বলছেন ?"—তারপর বললেন—"কালরাত্রে যে খুনটা হয়ে গেছে এই থানার এলাকায়, আপনার কাছে বোধ হয় তার খবর গেছে—" এই কথা থেকে কথা উঠলো, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শম্ভু ঘোষ বললেন—"আপনি যদি এখানে আসেন তো ভালো হয়, আসল কাল্‌প্রিট্‌কে বসিয়ে রেখেছি—"

একথার পর মিঃ সেন কালবিলম্ব না করে তাঁর এসিস্ট্যাণ্ট সমীরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সর্ব্বেশ্বর মাইতি চলে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত

হয়ে পড়ছে, শম্ভু ঘোষ তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ও প্রস্থানের জন্যে ওর কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। উনি বললেন—"তোমার যম আসছে, তার সঙ্গে না দেখা করে তোমার যাওয়া হবে না—"

"—যম ?—"

"—হ্যাঁ, যম—".

"—আপনার কথাটা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারছি নে—"

"—এইবার বুঝবে ভালো করে—" কথাটা খুব চড়া মেজাজেই বলে আবার লিখতে লাগলেন।

ও ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইলো। নিজের মনে ভাবতে থাকে—"এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল যার জন্যে দেখছি আমারই প্রাণ যায়। ভগবানের মনে কি আছে তা কে জানে ? এরা রাতকে দিন করে আর দিনকে রাত করে। এদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন আমার অবস্থা যে শোচনীয় তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে—" ভাবনা অনেকখানি এগিয়ে চলে, ও যেন চোখের সামনে দেখছে ফাঁসি কাঠের দড়ি ও আঁৎকে উঠে! ক্ষুধাও পেয়েছে, মাথায় জল পড়ে নি, শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাড়ীর লোক হয় তো ভাবছে, কাঁদছে, তারাও অভুক্ত—"হা অদৃষ্ট !—"

মিঃ সেন আসতেই শম্ভু ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"স্যার ! এই লোকটিই হচ্ছে কাল্‌প্রিট, এর দ্বারাই খুন হয়েছে—"

মিঃ সেন সর্ব্বেশ্বরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, সর্ব্বেশ্বরও দৃঢ়-কণ্ঠে বললে—"হুজুর ! উনি আমাকে খুনী বলে আপনার কাছে বলছেন, আর চারিদিকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যতদূর পর্য্যন্ত হয়রাণ করবার তাও পর্য্যন্ত হচ্ছে—" ওর চোখের কোলে জল এলো। মিঃ সেন তা লক্ষ্য করলেন। শম্ভু ঘোষ আরক্ত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে মৌন ভৎ‌র্সনাই

প্রকাশ করছিলেন। মিঃ সেন সর্বেশ্বরকে বসতে বলে শম্ভু ঘোষের রিপোর্ট আর পাড়ার লোকদের জবানবন্দী পড়লেন। তারপর বললেন—"তোমার নাম সর্বেশ্বর মাইতি—কেমন?—"

"—আজ্ঞে, হ্যাঁ—"

"—এদানীং শশধরের ওপর তোমার কি ভাব ছিল?—"

"—খারাপ কিছুই ছিল না, একবছর আগে ফৌজদারী মামলা হবার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা মুখ দেখাদেখি, ঝগড়াঝাটি কিছুই নেই—"

"—বেশ, তুমি কারখানার কারিগর—কেমন?—"

"—আজ্ঞে, হ্যাঁ—"

"—তোমার মনিব মিঃ ওলপাদওয়ালাকে তোমার সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন তো—"

"—তা পারবেন বই কি?—"

"—যে সময়ে খুন হয়, তুমি তখন কোথায় ছিলে?—"

"—কোন্ সময়ে খুন হয়েছে, তা তো জানি নে—"

শম্ভু ঘোষ এক ধমক দিয়ে বললেন—"গ্যাকা সাজা হচ্ছে, যেন কিছু জানেন না—"

মিঃ সেন শম্ভু ঘোষকে স্থির হোতে বলে তারপর সর্বেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন—"ফ্যাক্টরী থেকে কালরাত্রে কখন বেরিয়েছ?—"

"—দশটার সময়?—"

"—বাড়ী এসেছ কখন?—"

"—রাত্রি এগারোটার পর—"

"—এত দেরী হোলো কেন?—"

"—ওভার টাইম খাটি যেদিন, এই রকম বাড়ী আসতে দেরী হয়—"

মিঃ সেন ওর চোখ মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন—"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো, দরকার হোলে তোমাকে ডাকা যাবে—"

ও একটা সেলাম ঠুকে বললে—"আচ্ছা, হুজুর—"

মিঃ সেন শম্ভু ঘোষের সঙ্গে হত্যাকাণ্ড ব্যাপার নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। কথা প্রসঙ্গে উনি বললেন—"দেখুন মিঃ ঘোষ! আপনার তদন্তের ভেতর বহু গলদ আছে, তা ছাড়া ফ্যাক্‌টস সংগ্রহ করে ডিডাক্‌শান করার কেরামতী শেখা দরকার, থানায় বসে কেবল আপনারা চেঁচাতেই পারেন, আর ধমক্ দিয়ে লোকের পেটের পিলে চম্‌কে দিতে পারেন—আপনার রিপোর্ট কিছুই হয়নি, এই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে যদি সর্ব্বেশ্বর মাইতিকে খুনের আসামী করে চালান দেন, একেবারে গোহারা হেরে মুখে চুণকালি মেখে আদালত থেকে বেরিযে আসবেন—আমার সঙ্গে একজনের মন কষাকষি, বিবাদ সবকিছু থাকতে পারে কিন্তু তাকে কেউ হত্যা করলে আমাকেই যে মাজায় দড়ি পরে আদালতে দাঁড়াতে হবে এমন তো কারণ নেই—"

শম্ভু ঘোষ ওঁর বিবৃতির ওপর দিয়ে চরম সিদ্ধান্তে আসতে লাগলেন আর উপসংহার করলেন—"ও ব্যাটাই খুন করেছে—"

মিঃ সেন বললেন—"খুন করেছে এ প্রমাণ করা যে কত কঠিন তা সবাই জানে, সুতরাং এসব কথা অবান্তর—এখন চলুন দেখি ঘটনাস্থলে, তারপর অন্যকথা—"

মিঃ সেন ঘটনাস্থলে এসে দেখলেন পরিবেশটা কি রকম—একটা নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ পথের ধারে ঘটেছে সন্ধ্যার পর এইটুকু যা বুঝা গিয়েছে। লোকটা বাজার করে ফিরছিল, পকেটে কিছুই পাওয়া যায় নি। মিঃ সেন বললেন—"হত্যাকারী ব্যক্তি সবগুলি আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে—"

তারপর রাস্তার চতুর্দ্দিকে আর সবুজ বিছানো যে টুক্‌রা জায়গা আছে

সেখানে ঘোরাঘুরি করে মিঃ সেন বললেন—"এইবার চলুন শশধরের বাড়ী—"

অনতিদূর থেকে ওঁরা চাপা কান্নার সুর পেলেন। শশধরের বাড়ী এসে ভেতরে খবর দেওয়া হোলো, বেরিয়ে এলো তার ভাই গদাধর। ওদের বাইরের রোয়াকে মিঃ সেন বসলেন, তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। গদাধরকে মিঃ সেন একে একে প্রশ্ন করতে সুরু করলেন বিশেষতঃ রাত্রে কখন ওরা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল, ও তার জবাব দিতে লাগলো। ও বললে—"রাত্রি দশটার পর দাদার সন্ধানে বেরিয়েছিল। ওর সন্দেহ হয় সর্ব্বেশ্বর মাইতির ওপর। সর্ব্বেশ্বর নাকি দু'একবার দাও নিয়ে ওর দাদাকে কাটতে এসেছে। পাড়ার দু'চারজন ওর কথাও সমর্থন করলো। দারোগা শম্ভু ঘোষ মিঃ সেনের কাণের গোড়ায় মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—"দেখলেন তো স্যার! আমি একেবারে বাজে কথা বলছি নে—" শশধরের স্ত্রী মণিকাকে ডাকা হোলো। উনি বলেলন—"সর্ব্বেশ্বরকে তো আমরা হত্যা করতে দেখি নি, সুতরাং ওই ব্যক্তি যে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে একথা বলতে পারি নে, ওরা আমাদের শত্রু হোতে পারে কিন্তু অনুমানের ওপর এভাবে শত্রুর সর্ব্বনাশ করাও পাপ মনে করি, আমার ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটেছে, আমার স্বামী তো আর ফিরে আসবে না—" কথাগুলি বলতে বলতে মণিকার চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুপাত হ'তে লাগলো। চিরাচরিত পল্লী-সমাজের রীতি অনুযায়ী সকলেই সর্ব্বেশ্বরের মত একটা কাঠগোঁয়ার লোককে এই সুযোগে জব্দ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো আর গদাধরকে উস্কানি দিতে লাগলো। মিঃ সেন অনুসন্ধান করে আবশ্যকীয় ব্যাপারগুলি ওর খাতায় লিখে নিলেন। পাশের বাড়ীটা হচ্ছে সর্ব্বেশ্বর মাইতির—ঐ বাড়ীর লোকেরা আড়াল থেকে সবকথা শুনছিল। এদিন

সর্ব্বেশ্বর কাজে যায় নি—ওর ভয় হচ্ছে গাঁয়ের লোকেরা হয় তো দল বেঁধে শেষ পর্য্যন্ত ওর গলায় ফাঁসী পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। সমগ্র এঁড়িয়াদহ গ্রামটাতেই যেন একটা থমথমে ভাব—কোনদিন যেখানে কখন হত্যাকাণ্ড ঘটে নি সেখানে এরূপ ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পশ্চাতে কি রহস্য আছে তা কে জানে? আসল হত্যাকারী কে?—তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে?—কথা এই রকমই চলতে থাকে। গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে গ্রামটা। কেউ কারও সঙ্গে ভালো করে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, হত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতেও পর্য্যন্ত অনেকে ভয় পেলো।

মিঃ সেন থানার পুলিস অফিসার ও তার দলবলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমীরকে বললেন—"গাড়ীতে ওঠ ফাইলটা নিয়ে—" নিজেই মোটর চালিয়ে চললেন সোদপুর গ্লাস ফ্যাক্টরী ওয়ার্কসের দিকে। কিছুক্ষণ পরে কারখানার ফটকের কাছে এসে ম্যানেজার মিঃ ওলপাদওয়ালার সন্ধান করতেই পার্সি ভদ্রলোক নিজেই সোজা কারখানার ভেতর থেকে মিঃ সেনের কাছে চলে এলেন। বললেন—"আমিই ম্যানেজার, কি ব্যাপার বলুন তো—" মিঃ সেন আত্মপরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গতরাত্রে মিস্ত্রী সর্ব্বেশ্বর মাইতি কতক্ষণ ছিল?—"

ম্যানেজার বললেন—"আপনি আমার চেম্বারে আসুন, সব বলে দিচ্ছি—"

মিঃ সেন সমীরের সঙ্গে ওঁর পিছু পিছু চেম্বারে এলেন। মিঃ ওলপাদ-ওয়ালা কলিং বেল টিপতেই চাপরাসি এসে সেলাম দিল। উনি বললেন —"নরেনবাবু—"

অনতি বিলম্বে নরেনবাবু আসতেই মিঃ ওলপাদওয়ালা বললেন— "কালরাত্রে কতক্ষণ মিস্ত্রি সর্ব্বেশ্বর মাইতি কাজ করেছে, কাগজপত্র দেখে আমাকে বলুন তো—"

নরেনবাবু চলে গিয়ে একটু পরেই হাজিরা খাতা এনে ম্যানেজারকে দেখালেন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ওভার টাইম কাজ করেছে। ম্যানেজার মিঃ সেনকে খাতাটি দেখালেন। উনি খাতাটিকে ভালো করে দেখে ম্যানেজারের হাতে দিলেন। তারপর সর্ব্বেশ্বর সম্বন্ধে ম্যানেজারের কি রকম ধারণা জানতে উদ্যত হোলেন। ম্যানেজার সর্ব্বেশ্বর সম্বন্ধে খুব ভালো মন্তব্যই করলেন। বললেন—"এরকম ঠাণ্ডা মেজাজের কর্ম্মী আমার কারখানায় খুব কমই আছে, তার মত লোক যে কোন পুলিস তদন্তের মধ্যে পড়তে পারে, আমি বিশ্বাস করি নে, কেউ নিশ্চয়ই শত্রুতা করে আপনাদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করেছে—"

মিঃ সেন বললেন—"আমারও সেই ধারণা, তবু আপনার মুখ থেকে ভালো করে শুনলে আমার ধারণাটা দৃঢ় হোতে পারে—এইজন্যেই এখানে এসেছি—"

কারখানা থেকে বিদায় নিয়ে মোটরে উঠবার সময় মিঃ সেন সমীরকে বললেন—"আগেই বলেছি তোমাকে সর্ব্বেশ্বর মাইতি খুন করে নি, এ খুনের পেছনে কোন ব্যাপার আছে, আর অপর ব্যক্তিই খুন করেছে—"

সমীর বললে—"আচ্ছা, আপনার বোধ হয় মনে পড়ছে সেই খুনে বদমায়েসের কথা, টবিনরোডে, বরাহনগরে যাদের আড্ডা, ওকে কিছু-দিন অনুসরণ করা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত—"

মিঃ সেন বললেন—"দেখতে হবে ফাইলটা—"

সমীর বললে—"যোগেশ ও পরেশ প্রধান যে গ্যাংটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে সেই গ্যাংএর কোন ব্যক্তির দ্বারা ঘটনাটা খুব সম্ভবতঃ ঘটে থাকবে—"

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টারে গিয়ে মিঃ সেন আদৌ বিশ্রাম

না করেই ফাইলগুলি দেখতে লাগলেন। কয়েকজনের নাম উনি পেলেন যারা গোয়েন্দার নজরে আছে, যেমন মৃণাল বক্সী, ভূপেন্দ্র মিত্র, ইন্দিরা, মিসেস্ নীতা অধিকারী। গোয়েন্দাদের রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে এই দলগুলিকে চালায় দু'টি স্ত্রীলোক ইন্দিরা ও মিসেস্ নীতা অধিকারী। তা ছাড়া দীপঙ্কর হোম, বাণী, এরকম ব্যক্তির নামও পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে এ্যাডম্ ডাট বা অধর দত্তকেই গোয়েন্দা পুলিস অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় টেলিফোনের আওয়াজ হোলো। মিঃ সেন রিসিভার ধরে বললেন—"হূ ইজ স্পিকিং—"

উত্তর এলো—"ইন্‌ফর্ম্মার মহলনবিশ—"

মহলনবিশ ফোনে জানিয়ে দিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে ওদের একটা জলসা হবে সন্ধ্যেবেলায়,—উপস্থিত থাকা দরকার।

মিঃ সেন সমীরকে বললেন—"যোগেশ, পরেশ প্রধান ও তুমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে চলবে না—ওদের ডাকো তো—"

সমীর ওদের ডেকে নিয়ে এলো। মিঃ সেন বললেন—"এই মাত্র খবর পাচ্ছি ইন্‌ফর্ম্মার মহলনবিশের কাছে যে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাবের জলসা হবে গ্র্যাণ্ড হোটেলে। এই 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাবেই আছে আমরা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি; ওদের সম্বন্ধে নজর রাখা দরকার, বিশেষতঃ দুটি মহিলাকে নীতা অধিকারী আর ইন্দিরা—এ্যাডর্ দত্তই হচ্ছে দলের চাঁই, বুঝলে তো সব—"

ওরা সম্মতি জানিয়ে প্রস্থান করলো।

নয়

ক্রমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। শশধরের কাছে ছিল পাঁচ হাজার টাকার নোট—প্রত্যেকখানি একশত টাকার নোট। শশধরের ব্যবসায়ের অন্যতম অংশীদার শোভেন গুহর কাছ থেকে পুলিস জানতে পারলো। কয়েক মাস পূর্ব্বে একখানা উড়ো চিঠি শশধর পেয়েছিল—হয় টাকা, না হয় জীবন দিতে হবে। শশধর প্রথম প্রথম বেশ সতর্ক হয়েছিল, কিন্তু বাড়ীর লোকের কাছে এ ব্যাপারটা সে কোনদিন বলেনি। জানতো কেবল শোভেন গুহ। মিঃ সেন শোভেন গুহর কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পেলেন। খবরগুলি গুরুত্বব্যঞ্জক। অর্থাৎ শশধরের কাছ থেকে মিসেস্ নীতা অধিকারী, মিস্ ইন্দিরা প্রভৃতি 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ক্লাবের সদস্যরা রঙ্‌ বেরঙের তাঁতের শাড়ী কিনতেন, সেই সূত্রে আলাপ পরিচয়।

শশধরের ওপর মিস্ ইন্দিরার একটু টান ছিল। ওর বাড়ীতে সময় নেই অসময় নেই শশধর গিয়ে খুব জমিয়ে নিত, রঙ্গরসিকতাও করতো। তার পক্ষে ইন্দিরাকে ভালো করে চিনে ওঠাও শক্ত, কেননা যে সব মেয়ের মনো ভরবাড়ী করছে বহুপুরুষ ঐশ্বর্য্য নিয়ে, সে সব মেয়ে যে অগাধ জলের মাছ, ধরে ছুঁয়ে ওঠা যায় না—এটাও ভেবে দেখা উচিত ছিল, কিন্তু শশধর তা দেখেনি। অন্তরের সারল্য দিয়েই ইন্দিরার যৌবনের উপকরণ ও সাজিয়েছিল। ভয়াবহ পরিণাম সে একবারও ভাবে নি।

ওর হত্যাকাণ্ড হবার পর ইন্দিরার মনে কোন দাগ লাগে নি, চিন্তাধারা পরিচিত পথ ত্যাগ করে অন্য শাখাপথে বয়ে যায় নি। শোভেন

গুহ শশধরকে নাকি বুঝিয়েছিল যাতে ইন্দিরার সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে, কারণ ইন্দিরা সমাজের পতিতা স্তরের তরুণী, যারা পারে না এমন কোন কাজ জগতে নেই, তা ছাড়া টাকার জন্যে ওরা সব পারে।

শোভেন গুহ মিঃ সেনকে বললো—"আমি শশধরকে বলেছি, যাই কর না কেন, কোনদিন ভালোবেসো না। ভালোবাসা মানেই নিজেকে হারিয়ে ফেলা—জীবনের সমস্ত সুখের সম্ভাবনাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দেওয়া। এর মানে এই যে পৃথিবী তোমাকে যা চায় তা হচ্ছে প্রেম। যদি তুমি কোনদিন ভালো না বাসো তা হোলে তোমার জীবনে যতটুকু দুঃখ আসবে, তার চেয়ে শতগুণ দুঃখকষ্টে তোমার জীবন ভরে যাবে যদি তুমি ভালোবাসো। তবুও ঐ দুঃখকষ্টের জন্মেই এ সংসারে করার মত যদি কিছু থাকে—সে ঐ প্রেমে কিন্তু যে প্রেম স্ত্রীর সঙ্গে হয়েছে তার স্থিতি স্থাপকতা আছে, বারবনিতার প্রেমে ভুলে গিয়ে নিজের সত্ত্বাকেই শেষ করে দিলে পরিণাম অকল্যাণজনক—"

মিঃ সেন বললেন—"শশধরের মাথায় এসব উপদেশ ধরে নি বুঝি—অতি ঘনিষ্ঠ দৈনিক অন্তরঙ্গতার পরিণাম এই হয়—"

শোভেন গুহর কাছ থেকে মিঃ সেন এইসব কথা জেনে বুঝলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের ভেতর ইন্দিরা জড়িত থাকতে পারে। সন্ধ্যার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলে জলসা সুরু হবে, ঐখানেই ইন্দিরাকে পাওয়া যাবে. সুতরাং ওর ঠিকানায় আপাততঃ যাওয়ার আবশ্যক হবে না, এই ভেবে চিন্তে মিঃ সেন সোজাসুজি বাড়ী চলে এলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজন শেষ করে উনি যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন ওঁর চাকর হরি একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পেয়ে হরিকে বললেন—"কে দিয়ে গেল এই চিঠিখানি ?—"

হরি বললে—"একটি বাবু, ছোক্‌রা গোছের—আমার হাতে দিয়ে

বললে সেন সাহেবকে দিও—বললাম বসবেন কি? কোনকথা না বলে চলে গেল—"

মিঃ সেন পত্রখানি পড়লেন। একখানি উড়ো চিঠি, তাতে লেখা আছে ইন্দিরা কিম্বা মিসেস্ নীতা অধিকারীকে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে দিলে মিঃ সেনের জীবন বিপন্ন হবে। মিসেস্ সেন পাশে বসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার! মিঃ সেন বললেন—"[illegible] জীবন বিপন্ন করা হবে—"

মিসেস্ সেন বললেন—"দস্যুরা[illegible] তোমাকে বহুবারই বিপন্ন করে আসছে, দস্যুরাজের কৌশ[illegible] তুমি বহুবার মৃত্যুর পথে পড়েছ, আবার এরা যদি—"

মিঃ সেন কথায় বাধা দিয়ে বললেন—"চাকুরিটাই যে বেজায় বেয়াড়া ধরণের, এতদিন বেঁচে আছি এ জন্যেই ভগবানকে ধন্যবাদ, ভেবে দেখো দেখি কত বদমায়েস, ডাকাত খুনে ধরেছি—এরা আর আমাকে নতুন করে কি ভয় দেখাবে?—উৎ[illegible] হয়ে আছি [illegible]ত্রে গ্র্যাণ্ড হোটেলের খবরটা নেবার জন্যে, বহু রুই কাৎলা ওখানে [illegible]ই মারবে, এরা সব পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষিত দস্যু, এদের ধরা একটু শক্ত—"

সন্ধ্যার সময় গ্র্যাণ্ড হোটে[illegible]র কাছে বড বিচিত্রবর্ণা পোষাক পরিহিতা সুন্দরীদের সমাবেশ হোতে থা[illegible] আর নানা ধরণের পুরুষও এসে ভীড় সুরু করে। অধিকাংশ সুন্দরীর হর্ষোজ্জ্বল মুখে প্রত্যক্ষ করা গেল নবোদিত সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা। গোলাপ পাপড়ির মত মসৃণ গাত্রচর্ম্মে যেন ফুটে উঠেছে দিগন্তে বিলীন সান্ধ্য-সূর্য্যের শেষ আলোক রেখা। অপূর্ব্ব লাবণ্যময় মুখশ্রী, উদ্বেলিত যৌবনের বিলাস-বিহ্বল হাবভাবে ফুটে উঠে কামনার উষ্ণতা। অনেকেরই চোখে হরিণীর সচকিততা। এর মধ্যেও আছে আবার দু'চারজন অবিনীতা, বিলাসলুব্ধা গর্ব্বিতা নারী যারা

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো খুব আদব কায়দার সঙ্গে। এই দলের মধ্যে প্রবেশ করেছে সমীর, যোগেশ ও পরেশ প্রধান। ওরা কাণ পেতে শুনতে থাকে একটি তরুণী বলছে—ও জীবনে কাউকে কোনদিন ভালো-বাসে নি। যে কোন একজন বড়লোকের সঙ্গে কিছুদিন বাস করাকেই ও মনে করে প্রকৃত প্রেম। তরুণীর সঙ্গিনী ওকে বলতে থাকে—"প্রেম হচ্ছে হাওয়ার মতো কখন যে কোন্‌দিক থেকে বইবে, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না—তা ছাড়া প্রেমের পাত্র যদি জানোয়ার হয়—" ব্যঙ্গের স্বরে তরুণী বলতে থাকে—"জানোয়ারের সঙ্গে প্রেম করায় আইনে বাধা আছে—"

গোয়েন্দারা এরই ফাঁকে তাদের দরকার মাফিক কথা শুনবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ভেতর প্রকাণ্ড হল ঘরটী এতক্ষণে পুরোপুরিভাবে মিল্টন বর্ণিত শয়তানের দরবারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পান করার মত শক্তিও যাদের অবশিষ্ট আছে তাদের মুখের কাছে মদের নীল ধোঁয়া উঠছে। একদল মেয়ে-পুরুষ মিলে তাণ্ডব উল্লাসে ছন্দোহীন নাচ নেচে চলেছে। তারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌ছে, কখন গলা ছেড়ে চীৎকার করছে। প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের ভেতর ঘরখানাকে দেখলে মনে হয় যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। মদের উত্তাপে গরম হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ, হাসি, উচ্ছ্বাস, প্রলাপ আর নির্লজ্জ প্রেম-নিবেদনে উদ্দাম হয়ে উঠেছে মাতালের দল। মিসেস্ নীতা অধিকারী ও ইন্দিরা এখনও পর্য্যন্ত সংজ্ঞা হারায় নি কিন্তু তাদের চেতনা শক্তি ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। চোখের সামনের সবকিছুই যেন লেপে পুঁছে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই দু'জনে নেশায় ঢুলতে আরম্ভ করলো। ফেনায়মান রঙ্গিন সুরার পাত্র হাতে নিয়ে বসে আছে ওরা দু'জন। নীতা অধিকারী

বলতে থাকে—"সুখ—সুখ চাই আমি—চাই অপর্য্যাপ্ত অর্থ—চাই ভোগের স্রোতে ভাসতে, এরজন্যে দু' দশটা প্রাণ যদি যায়, যাক্ না—ক্ষতি কি?—" ক্রমে কথা জড়িয়ে আসে—ওদের ঘিরে আছে অজ্ঞতার আত্মস্ফীত বুদ্ধিজীবির দল—বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা ব্যক্তি। সমীর, যোগেশ ও পরেশ প্রধান এখন আর গোয়েন্দা নয়, একেবারে কাপ্তেনী ভাবে প্রেমিকের অভিনয় করে চলেছে।

পয়সা বেশ উড়ছে। তরুণীদের অর্দ্ধনগ্ন দেহের উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা পড়েছে কতকগুলি অভিজাত যুবক। আধুনিক অভিজাত সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতাকেই মনে করে প্রগতি, আর যারা এসেছে তারা নিজেদের প্রগতিশীল বলেই মনে করে। কখন চলে হোঃ হোঃ করে হাসি, কখন উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ বক্তৃতা, কখন বা ছন্দোহীন ভাঙা সুরের গান।

মৃণাল বক্সী আর ভূপেন্দ্র মিত্র যোগেশ, সমীর ও পরেশ প্রধানের কাছে মদের ঝোঁকে বললে—"কি হে সোনার চাঁদেরা, কোন্ গগনের চাঁদ তোমরা?—"

সমীর বললে—"তোমরা যে গগনের—"

মৃণাল বললে—"তাই নাকি? বেশ বেশ!—"

দীপঙ্কর হোম দূর থেকে লক্ষ্য করছিল। সমীর বললে—"বেশী চালাকি করো না বলছি, আমরা এ্যাডম্ ডাটের চেলা—এখুনি, বুঝলে—"

ভূপেন লাফিয়ে উঠে বললে—"এ্যাডম্ ডাটের চেলা,—ওরে বাপরে, এই তো এতক্ষণ ছিলেন তিনি, কোথায় গা ঢাকা দিলেন—"

মৃণাল মদের ঝোঁকে বললে—"ভাগে কাজ চলছে, না ফুরোনে—"

সমীর ওদের কথার আভাষটি বুঝতে পেরে বললে—"যখন যেমন, তখন তেমন—"

"—বটে?—"

"—আজ কোথাও শীকারে যেতে হবে নাকি ?—"

"—দেখি শ্রীমতীর কি রকম আদেশ হয় ?—"

"—আবার এর ভেতর শ্রীমতীও আছেন,—কোন্‌টি ?—"

নীতা অধিকারীর হাতখানি ধরে সমীর বললে—"এই যে ইনি—আমার ইষ্টদেবতা—"

"—এতখানি এগিয়েছ, ওঁকে তো চিনলে না—রূপেই মজেছ, তোমাদের উনি শুধু মজাবেন, না ঘায়েলও করবেন, তোমার গুরুজী পর্য্যন্ত কাৎ হয়ে যাচ্ছে—"

এমন সময়ে দীপঙ্কর হোম নিকটে এসে বললে—"কি হচ্ছে সব—"

ভূপেন্দ্র মিত্র বললে—"এই এক শালা, একেবারে বাস্তুঘুঘু. ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে, শিবের বাবাও টের পায় না—"

"—আরে শালারা তোদের বাবাদের যে পিণ্ডি চটকে বসে আছি—"

মৃণাল বক্সী দীপঙ্করকে সজোরে একটি ঘুষি দিতেই ও পাল্‌টা ঘুষি এমনভাবে দিল যে মৃণাল দশহাত তফাতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লো, ওর পকেট থেকে রিভলবার বেরিয়ে পড়লো কিন্তু ও নেশার ঝোঁকে ওটাকে ভালো-রকম দেখতে পায়নি। দীপঙ্কর আর মৃণাল বক্সীর মধ্যে মারপিট চলতে থাকে। মৃণালের জামা গেল ছিঁড়ে, কতকগুলো কাগজপত্র বেরিয়ে পড়লো, উভয়ের মধ্যে খেয়াল নেই। ব্যাপারটা ক্রমে হট্টগোলে এসে দাঁড়ালো। সমীর কাগজের তাড়া আর রিভলবার অদ্ভুতভাবে হাত সাফাইয়ের কায়দা দেখিয়ে তুলে নিল, আর ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো। তখন সবাই মদপান করে করে একপ্রকার আত্মসম্বৎ হারিয়ে ফেলেছে। একটু পরেই নীতা অধিকারীর নেশাটা তরল হয়ে এলো। বললেন—"কি সব মাতলামি হচ্ছে—"

মৃণাল বক্সী বলে উঠলো সর্ব্বনাশ! আমার রিভলবার, কাগজপত্র কে

গাফ্ করলে ?—” সবার নেশা তখন এই কথায় যেন হঠাৎ ছুটে গেল। মৃণাল বললে—“রিভলবার আর কাগজপত্র না পেলে কোন ব্যাটাকে আস্ত রাখবো না—”

ইন্দিরা মৃণালকে ধমক দিয়ে বললে—“বাজে গুল্‌টা নাই-বা মারলে—”

মৃণাল রেগে গিয়ে বললে—“গুল্ মারতে যাবো কেন ? আমার যা গেছে তা আমিই জান্‌ছি, তোমরা এর মর্ম বুঝবে কি করে ?—”

“—কি তোমার দরকারী জিনিষ ছিল ? প্রেমপত্র ?—”

“—প্রেমপত্র নয়, প্রেমের চেয়েও বেশী যা তারই পত্র—”

“—বড়লোকের ছেলে হয়ে জীবটা তো একেবারে রাস্তার ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, তবু—”

“—দ্যাখো ইন্দিরা, একটু সম্ভ্রম রেখে কথা ব'লো, মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'রো না বলে দিচ্ছি, জানো মরা হাতী লাখ টাকা—”

“—পেশা তো মানুষের প্রাণ নেওয়া—”

“—আর তোমরা ভাটপাড়ার মাঠাকরুণ, কেমন ? এখন যদি এতগুলি লোকের সামনে সব ফাঁস করে দিই তা হোলে—”

ইন্দিরা একথার পর চুপ করলো বলে কিন্তু মিসেস্ নীতা অধিকারী পরেশ প্রধানের হাত ওর বুকের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে বললে—“কি ফাঁস করবে ? আর আমরা যদি ফাঁস করে দিই তাহোলে তো ফাঁসী হয়ে যায় এক একটি চিজের—”

এবার মৃণাল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললে—“যে চিজটি বলছেন, আগে তো তাঁরই হয়—”

পরেশ প্রধান ও যোগেশ ব'লে—“কি সব ছেলেমানুষী করছ তার ঠিক নেই, বাইরের লোকও তো এখানে থাকতে পারে—”

মিসেস্ নীতা অধিকারী বললে—“থাকুক গে, সহ্যেরও একটা সীমা

আছে,—আমিই এদের কপালে আগুন জ্বালিয়ে দেবো, রিভলবার কোথায় গেছে চীৎকার পাড়তে আরম্ভ করেছে—বে-আইনী সব করে বসে আছে, ঢাকা চাপা নেই, এদের জন্তেই ক্লাবটা একেবারে গোল্লায় গেল—ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে আনন্দ করবে তা না—একেবারে নেচে উঠে কি কাণ্ডই না করছে—"

মৃণাল বললে—"আমার জিনিষ হারিয়েছে, তা বলবো না—"

"—এতদিন যে পুলিসে ধরে নি এইটেই তোদের বাবার ভাগ্যি—"

পরেশ প্রধান মিসেস্ নীতা অধিকারীকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলো—"কি করছ সব, পুলিস জানাজানি হয়ে গেলে শেষে আমরা সবাই মরবো—"

নীতা অধিকারী বললে—"চুপ করো চাটুকার, মেয়েমানুষখোর—কামুক—লম্পট—"

দীপঙ্কর হোম মিসেস্ নীতা অধিকারীকে বললে—"আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, এ্যাডর্ ডাটুকে খবর দিয়ে আনাচ্ছি—"

পরেশ প্রধান বললে—"বলুন না, আমিই না হয় তাঁর কাছে যাচ্ছি, বলে আসি শ্রীমতীর টেম্পো ঠিক নেই—"

দীপঙ্কর হোম পরেশ প্রধানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একবার, তারপর বললে—"সময় হোলে তিনি ঠিকই আসবেন, আপনার যাবার দরকার নেই—"

যোগেশ পরেশের মুখের দিকে চেয়ে মৌন ইঙ্গিত করলো, ওরা পলায়ন করবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো, তবু হৈহল্লার শেষ হয় না। যোগেশ ও পরেশ ইত্যবসরে কখন যে প্রস্থান করলো তা কেউ জানতে পারলো না।

দশ

ইলিসিয়াম রোতে গোয়েন্দা বিভাগের হেডকোয়াটারে বসে মিঃ সেন ফাইলগুলি দেখতে দেখতে সমীরকে বললেন—"হ্যাঁ, একটা বড়ের মত কাজ করেছ তোমরা, রিভলবার আর কাগজের তাড়া পেয়ে এখন এদের সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, এরা কি অদ্ভুতভাবেই না মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে খেলা করে। এক তাড়া জাল নোটও পাওয়া গেছে—"

সমীর প্রশ্ন করলে—"আচ্ছা, এর ভেতর থেকে এদের কোন পরিকল্পনার আভাষ পাচ্ছেন—"

"—এদের পরিকল্পনা হচ্ছে পরের সর্ব্বনাশ করে নিজেদের পেট ভরানো, আমাকে যে উড়ো চিঠি দিয়েছিল সে সম্বন্ধে একখানি কাগজে পাওয়া গেছে—"

"—কি রকম ?—"

মিঃ সেন সমীরকে দেখালেন। সমীর পড়ে দেখলো এ্যাডম্ ডাট্ মৃণাল বক্সীকে লিখছে হাতবোমা দিয়ে মিঃ সেনকে হত্যা করে আর ওর সঙ্গে যোগকতা করে যেন ভূপেন্দ্র মিত্র। এক স্থানে লেখা আছে—"মিঃ সেন একজন সাংঘাতিক গোয়েন্দা, আমরা পর পর যে সব খুন করে চলেছি তার প্রত্যেকটার তদন্ত ভার সেন নিজে নিয়েই আমাদের দলটাকে একেবারে নির্ম্মূল করবার চেষ্টায় আছেন। এক্ষেত্রে আমাদের চুপ করে থাকলে চল্‌বে না, অবশ্য আমাদের মত হয়তো দু'একটা দল ওঁকে হত্যা করবার সুযোগ অনুসন্ধান করছে, তার আগেই আমরা ওঁকে সাফ করতে পারলে আমাদের পথের বড় দরের কাঁটা সরে যাবে।

ইন্দিরাকে চটিও না, নীতাকে বেশী কিছু না বলাই ভালো, ওর মনোভাব সব সময়ে বোঝা যায় না। আমার মনে হয়, ওর পেটের কথা বড্ডো চাপা থাকে, আমরা ওকেই চেপে বসে আছি,—সুযোগ হেলায় নষ্ট করা যায় না—"

সমীর আদ্যোপান্ত পড়ে বললে—"এখন আপনাকে সরাতে পারলেই ওরা যেন বদ্‌মায়েসীর মাত্রা বেশী চালাতে পারে—"

"—সেটী হচ্ছে না—"

এমন সময়ে ইন্‌ফরমার মণিরাম বরানগর থেকে টেলিফোনে মিঃ সেনকে সত্ত্বর যাবার কথা বললো। উনি বললেন—"কেন ?—"

ফোনে সে বললে—"সেই গুপ্ত আড্ডাটা দেখিয়ে দেবো -"

ফোন ছেড়ে দিয়ে মিঃ সেন বললেন—"সমীর ! চলো, একটা গুপ্ত আড্ডার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে এ্যাডর্ ডাট্ বা অধর দত্ত আর তার দলবল থাকে—"

মিঃ সেন ফাইলগুলি আলমারীর মধ্যে রেখে চাবি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সমীরকে নিয়ে মোটরে উঠলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা এসে পড়লেন মণিরামের চায়ের দোকানের কাছে। মণিরাম মিঃ সেনকে নমস্কার জানিয়ে বললে—"আসুন আপনারা আমার সঙ্গে—"

কিছুদূর গিয়ে মিঃ সেন দেখতে পেলেন একটি সুন্দর বাড়ী। বাড়ীটা লম্বা, নীচু। একটা প্রশস্ত বারান্দা একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে গেছে। বাড়ীটার থামগুলো জড়িয়ে উঠেছে ক্লেমাটিস ব্যাক্সাসিয়া গোলাপ আর হনিসাকলের লতা। ভিতরে প্রবেশ করেই ওপরে উঠবার সময়ে মণিরাম বললে—"যাতে সব অংশ দেখতে পান তার উপায় বলে দিচ্ছি—এখানেই ওদের একটা গুপ্ত আড্ডা। লোকগুলো বদ্‌মায়েসের ধাড়ী। যদি তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে আমি তাদের গুপ্ত রহস্য

ভেদ করে দিয়েছি, তাহোলে আমার বিপদের সীমা থাকবে না! এখন খুব সম্ভবতঃ লোকজন কেউ নেই, থাকলেও তাদের সংখ্যা তেমন বেশী নয়। এ অবস্থায় আমরা ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হোতে পারি। এর আগে কখন এদিকে আসিনি, সব ঘরগুলোও আমার জানা নেই, ঘরগুলোয় কি আছে তাও জানি নে। মনে রাখবেন, এ অবস্থায় আমরা হঠাৎ বিপদেও পড়তে পারি—কিন্তু আপনি যদি সেই ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে বুদ্ধি-কৌশল খাটিয়ে চল্‌তে পারেন তাহোলে আমরা বিপদের সম্ভাবনা হয়তো পেরিয়ে যেতে পারি—"

মিঃ সেন বললেন - "ঝুঁকি ঘাড়ে না নিয়ে কখন আমরা এক পা চলতে পারি?—চলো, আপত্তি নেই ঝুঁকি নিতে—"

মণিরাম মিঃ সেনকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—"আড্ডার ভেতর ঢুকবার দরজা হচ্ছে নীচের তলায়। কিন্তু একটা প্রধান অসুবিধা হচ্ছে আমাদের সামনে পড়বে আড্ডার পাকের ঘর। এখানে যদি কারো নজরে পড়ে যাই তাহোলেই বিপদ, আর এখান থেকে বিপদ যদি কাটিয়ে যেতে পারি তাহোলে বোধ আর আমরা অসুবিধায় পড়বো না—"

মিঃ সেন মণিরামকে এমন ভাব দেখালেন যেন উনি কিছুমাত্র ভীত হন নি। বললেন—"চলো—"

সমীর বললে—"স্যার, এরকমভাবের ভুতুড়ে জায়গা এর আগে আর দেখিনি—"

"—এইবার দেখো সমীর! পরে আরও কত কি দেখতে হবে,—গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ সিটি অব প্যারিস্ থেকে লাফ মেরে ছিলাম ডায়মণ্ডহারবারের কাছে যখন দেখলাম ফেরারী আসামী জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে যাচ্ছে, যাক্—সে সব অবান্তর কথা—"

মণিরাম বললে—"স্যার, চলুন আমার সঙ্গে—"

মিঃ সেন সমীর ও মণিরামের সঙ্গে একটা বড় 'লাউঞ্জ' পেরিয়ে একটা পর্দ্দা দেওয়া দরজার কাছে এলেন। দরজার মাথায় 'সিক্রেট' শব্দটী আঁকা ছিল। সেই দরজা পার হয়ে দেখতে পাওয়া গেল খুব সরু আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির তলা দিয়ে যেতে হোলো সেই রন্ধনশালার ভেতর। আবহাওয়াটা বেশ গরম ঠেকলো, নানারকম রান্নার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। যেখানে উনুন, ঠিক তার বিপরীত দিকে ছিল দুটো সঙ্কীর্ণ দরজা। মণিরাম দরজা দুটোর একটা খুলে ফেললো। ওর অন্তরালে একটা উঁচু ঢিবি, ঐ ঢিবির ওপর একটা আলমারী, তার পাশে যে সেল্‌ফ সে ধাক্কা দিয়েই পেছনের আবরণ সরিয়ে দিয়ে ঝুলে পড়লো, ছোট একটা ফোকর দেখা গেল, সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে একজন মাত্র লোক কোনমতে যাওয়া আসা করতে পারে। এই ফোকরের অপর দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সঙ্কীর্ণ পথ। এই পথ দিয়ে প্রথমে মণিরাম গেল, তারপর একে একে মিঃ সেন ও সমীরকে যেতে হোলো। তারপর পিছনের কপাট ও ঠেলে দিল, সশব্দে তা বন্ধ হয়ে গেল।

মণিরাম খুব আস্তে করে বললে—"এই পথ দিয়ে যেতে হবে—"

যেতে যেতে মিঃ সেন বললেন—"এসব গুপ্ত স্থানের তুমি তো বেশ খবর রাখো? আমাকে আগে বলেছিলে কিছুই জানো না, এখন দেখছি তোমার এখানে যাতায়াত আছে—".

ওঁর কথায় মণিরাম একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। অবশেষে মিঃ সেন বললেন—"তুমি এগিয়ে চলো—" ও প্রথমে আপত্তি করলো, শেষ পর্য্যন্ত টিঁকলো না। যেতে যেতে ওরা এমন জায়গায় এসে পড়লো যেখানে একটা বাঁক আছে, বাঁকের সামনে কতকগুলি সিঁড়ি। সিঁড়ি পেরিয়ে মিঃ সেন বললেন—"দেখা যাচ্ছে না, বেজায় অন্ধকার দেখছি—"

সমীর পকেট থেকে ছোট টর্চ্চ বের করে টিপতেই আলো বেরিয়ে পড়লো, দেখা গেল সিঁড়ির ওপরে একটা দরজা। মণিরাম দরজা খুলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ হোতে লাগলো, একাধিক পিস্তলের আওয়াজ। মিঃ সেন সমীরকে নিয়ে প্রমাদ গুণলেন। একটি বৃহৎ কক্ষের ভেতর বিজলী বাতি জ্বল্‌ছিল। সমীর আলো নিভিয়ে দিল।

মিঃ সেন সমীরকে নিয়ে এমন একটা স্থানে এসে দাঁড়ালেন যে, আততায়ীদের চেয়ে এঁরা বেশ সুবিধা করে নিতে পারলেন। আততায়ী-দের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো আলমারীটা। ওদের শব্দ পেলেই মিঃ সেন গুলি ছুড়তে থাকেন, সেই গুলিতে আততায়ীদের মধ্যে কেউ না কেউ আহত হয়ে পড়ে, ফলে দলের লোকেরা বিব্রত হয়। তারপর একটা দরজার কাছে একটি লোককে দেখতে পেয়ে গুলি ছুড়তেই সে ধপাস্‌ করে পড়ে। সমীর টর্চ্চ ফেলতে ফেলতে চলেছে, মণিরামকে আর পাওয়া গেল না। শেষে একটা ঘুল্‌ঘুলির কাছ থেকে ওরা দুজন লাফিয়ে পড়লেন নীচে,—একটি লোক উঠোনে ছিল। সে বললে—"তুমি কে হে ?—" সমীর তার মুখের ওপর এমন এক ঘুঁসি সজোরে মারলো যে, সে আর্ত্তনাদ করতে করতে পড়ে গেল। মিঃ সেনের কাছে কেউ আসতে সাহসী হচ্ছিল না। উঠানের মাঝখানে একটা ছোট পাঁচিল ছিল, মিঃ সেন ও সমীর দেওয়ালের একটি গবাক্ষের ওপর ভর করে নীচে নেমে পড়লেন। বাইরে এসে মিঃ সেন বললেন—"সমীর ! আর কালবিলম্ব না করে থানায় চলো, আর্মড পুলিস নিয়ে ঢুকতে হবে এখানে, হ্যাঁ, মণিরাম ব্যাটা কোথায় গেল ? মরেনি তো ?—"

সমীর বললে—"স্যার ! মণিরামের কথায় ঢুকে আমরা বিপদেই পড়েছিলাম, খুব কৌশলে বেরিয়ে এসেছি, আমার মনে হয় আপনাকে হত্যা করবার একটা কৌশল করেছিল এরা মণিরামকে দিয়ে—"

মিঃ সেন বললেন—"ঠিক বলেছ সমীর! এরকম ইন্‌ফর্ম্মারের হাতে আর কখন পড়িনি—আমাকে হত্যা করবার অনেক রকম চেষ্টা হচ্ছে—"

মোটর নিজেই চালিয়ে নিয়ে মিঃ সেন সমীরের সঙ্গে থানায় এলেন। থানার অফিসার ইন্‌চার্জ্জকে বললেন—"এখুনি চলুন, সশস্ত্র পুলিস নিয়ে—একটা গুপ্ত আড্ডা আবিষ্কার করেছি, এখুনি না গেলে ব্যাটারা পালিয়েও যেতে পারে—"

মিনিট দশেকের মধ্যে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী প্রস্তুত হয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে সেই বাড়ীর দিকে চললো। এসেই পুলিসবাহিনী ভিতরে প্রবেশ করে মিঃ সেনের নির্দ্দেশ মত অগ্রসর হোতে লাগলো। স্থানে স্থানে রক্তের দাগ দেখা গেল কিন্তু কোন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রকাণ্ড বাড়ীটার বিভিন্ন গুপ্ত কক্ষ ও প্রবেশপথ তোলপাড় করেও একটিও মানুষের সাড়াশব্দ নেই দেখেই সকলেই বিস্মিত হোলো। থানার অফিসার ইন্‌চার্জ্জ মিঃ চৌধুরী বললেন—"খুব আশ্চর্য্যের কথা তো, এরা একেবারে হাওয়া হয়ে গেল কোথায়?—"

মিঃ সেন বললেন—"বোধ হয় কোথাও গুপ্তপথ আছে যেখান থেকে ওরা পালিয়েছে—"

"—কিন্তু অত্যন্ত চিন্তার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাড়ীটার পেছনে জঙ্গল আছে দেখছি, আচ্ছা জঙ্গলের ভেতরটা দেখলে মন্দ হয় না—"

অবশেষে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী জঙ্গলটা তোলপাড় করে ফেললো, কোথাও কিছু দেখা গেল না। বাড়ীটার ভেতর পুনরায় এসে কোথাও সুড়ঙ্গ আছে কিনা তাই খুঁজে বের করবার চেষ্টা হোলো, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় নৈরাশ্যের চিহ্ন সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠলো।

মণিরামের চায়ের দোকান তখন বন্ধ, তার কোন তল্লাসই পাওয়া গেল না।

মিঃ সেন বললেন—"সমীর! মণিরামকে পাওয়া গেলেও না হয় বুঝা যেতো—"

"—ও বোধ হয় পালিয়েছে স্যার!—"

"—মরেও তো যেতে পারে—"

বাড়ীটা সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর হেফাজতে রেখে মিঃ সেন তাঁর সহকারীকে নিয়ে ফিরে এলেন।

নানাদিকের হাসপাতালে সন্ধান নেওয়া হোলো—কোথাও আহত আততায়ীদের কাউকেও পাওয়া গেল না।

গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ফেয়ারওয়েদার মিঃ সেনের অসম সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে অজস্র প্রশংসা করলেন।

মিঃ সেন বললেন—"যে উদ্দেশ্য নিয়ে বরানগর গিয়েছিলুম সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল, এই যা দুঃখু—এই সব জায়গায় অর্থাৎ বরানগর থেকে সুরু করে বনহুগলী ছাড়িয়ে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত এদের একাধিক আড্ডা আছে, বোধ হয় ঐ বাড়ী থেকে ওরা সরে গিয়ে ওদের অন্য আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে—"

মিঃ ফেয়ারওয়েদার একটু ভেবে চিন্তে বললেন—"দ্যাট্স রাইট, আমারও সেই ধারণা, এখন আমাদের চেষ্টা করে বের করতে হবে অন্যান্য আড্ডা—"

মিঃ সেন তাঁর উপরওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী এসে শুনলেন, কে একজন এসেছিল, তাঁর অনুসন্ধান করছিল। মিঃ সেন নিজের মনে বললেন—"আমাকে বিপদে ফেলেও কি এখনও ওদের মনের সাধ পূর্ণ হোলো না—"

মিঃ সেন কিছুক্ষণ পরে বরানগরের পুলিস অফিসারকে থানায় ফোন করে বললেন—"মণিরামের কোন খোঁজ পাওয়া গেল?—"

পুলিস অফিসার বললেন—"আপনি আমাকে ফোন করে ভালোই করেছেন, তা না হোলে আপনাকেই আমি ফোন করতাম ঐ গুপ্ত আড্ডার বাড়ীর ভেতর একটা অন্ধকার ঘুলঘুলির মধ্যে যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে, ওটাকে আমরা এখনও চালান দিই নি। আপনি এসে দেখে গেলে তারপর পোষ্টমর্টেমের জন্যে পাঠানো হবে,—আর একটি স্ত্রীলোকের দেহ পাওয়া গেছে ওখান থেকে, তাও বিকৃত অবস্থায়, আপনি এলে এর ব্যবস্থা হবে—"

"—আপনারাই তো এলাকার লোক মশায়! চিনতে পারছেন না—"

"—সবাই কি আমাদের পরিচিত হওয়া সম্ভব?—"

মিঃ সেন ক্ষণকাল নীরব থেকে ফোনে বললেন—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—"

মিসেস্ সেন জিজ্ঞাসা করলেন—"আবার কোথায় যেতে হবে?—"

"—আবার বরানগরে—জীবনটা তো ঘোড়দৌড় করেই কাটলো—ডেডবডি পাওয়া গেছে—"

মিঃ সেন বরানগরের থানায় এসে অফিসারকে বললেন—"চলুন দেখে আসি—কি ভাবে পাওয়া গেল?—"

"—আপনি চলে গেলে আবার চতুর্দ্দিক খানাতল্লাসী হয়েছে, তারই ফলে এই দুইটী লাস আবার পাওয়া গেছে—"

মিঃ সেন দুইটী মৃতদেহের মধ্যে একটিকে সনাক্ত করে বললেন—"এ দেহটী মণিরামের দেখছি—" ওর দেহটী মৃত অবস্থায় দেখে মিঃ সেনের পূর্ব্বের ধারণা পরিবর্ত্তিত হোলো কিন্তু ঐ লোকের সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হোলো। এই স্ত্রীলোকটিকে দলের কেউ কি অন্য কোথাও থেকে গুম্ করে এনেছে? রিভলবারের গুলি মুখের ওপর লাগাতেই চেনার পক্ষে অসুবিধা হয়ে উঠলো? মিঃ সেন এদের ফটোগ্রাফ তুলে নিয়ে বললেন—"এই স্ত্রীলোকের রহস্য ভেদ করা আবশ্যক—"

থানার অফিসার বললেন—"কোথাও থেকে বোধহয় একে এনেছে—"

"—কি করে বুঝলেন?—"

"—যে ঘরের ভেতর এই লাসটী ছিল সে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, আমরা তালা ভেঙে একে পাই—"

"—আর মণিরামকে?—"

"—ঘুলঘুলির ভেতর—"

মিঃ সেন লাস দু'টীকে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করে মোটরে উঠলেন।

এগারো

"—হ্যালো—" টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠলো—ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

মিঃ সেন বললেন—"স্পিকিং, মিঃ সেন—আপনি কে?—"

পরিচিত নারীকণ্ঠের আওয়াজ। মিঃ সেন সে সময়ে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টারে বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। দুপুরবেলা। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। টিফিন খাওয়ারও সময় হয়েছে। টেলিফোন ধরে জানতে পারলেন মিসেস্ নীতা অধিকারী কথা বলছেন। টেলিফোনে ওঁর কথা শুনে মিঃ সেন ধন্যবাদ জানালেন। কথা উপসংহার করবার সময়ে উনি বললেন—"আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল, যাক্, খবরটা দিয়ে খুবই উপকার করেছেন। আমরা প্রস্তুত থাক্‌বো—"

সহকারী পরেশ প্রধানকে মিঃ সেন ডাকলেন। বললেন—"লাল-বাজারের পুলিস ফোর্সকে রাত্রি একটার সময়ে প্রস্তুত থাকতে বলো। গৌরঙ্গা প্লেসে যোগেশের ফ্ল্যাটে চুরি হবে। চোররা দল বেঁধে আসবে, 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাবেরই লোক, অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চয়ই আনবে—"

পরেশ প্রধান মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—"খবরটা কে দিল?—"

"—মিসেস্ নীতা অধিকারী, উনি কি ভাবে জানতে পেরেছেন বললেন না—"

এর পর লালবাজার পুলিস ও যোগেশকে জানিয়ে দেওয়া হোলো ভাবী প্রত্যাশিত ঘটনার আসন্নতা সম্বন্ধে।

পরেশ প্রধান মিঃ সেনকে বললো যে যোগেশ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়, ওঁকে টেলিফোনের রিসিভারটা ধরতে বলে ও দাঁড়িয়ে রইলো। মিঃ সেন ফোন ধরে যোগেশকে বললেন যে, ও যেন ইন্দিরাকে কিছু বুঝতে না দেয়। যোগেশ ফোনে বললে—"আজ সন্ধ্যের সময়ে ইন্দিরা আমার সঙ্গে আমার ফ্লাটে আসবে, আপনি খবর দিয়ে ভালই করলেন, অবশ্য না বললেও আমি খুব সতর্ক থাকতাম; যা হোক—"

এদিন বৈকালে ঠিক সময়েই যোগেশ ক্লাবে গেল। ইন্দিরা বললে—"চলো মিঃ মুখার্জ্জি! বেড়িয়ে আসি—"

তারপর যোগেশ ইন্দিরাকে বললে যে, তার মোটরে যাবে না, ওর মোটরেই তাকে যেতে হবে। ইন্দিরা কোন আপত্তি করলো না, তবে খুব খুসীও যে হোলো তা-ও তার চোখ মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারা গেল না। মোটরে যেতে যেতে যোগেশ বললে—"আজ রাত্রে আমার ফ্লাটেই কাটাবে তো?—"

"—এই কথাই তো তোমার সঙ্গে হয়ে আছে—"

যোগেশ ও ইন্দিরা মোটরে উঠে চললো লেকের দিকে, ওখান থেকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে চলে এলো চৌরঙ্গী প্লেসে। প্রবেশ করবার সময়ে দেখলো দূরে দাঁড়িয়ে আছে পরেশ আর শোভেন। ওরা ওদের লক্ষ্য করলো—গোয়েন্দা ও পুলিস বিভাগ যে চৌরঙ্গী প্লেসের কাছে সন্ধ্যে থেকেই জাল বিস্তার করেছে তা দেখে আশ্বস্ত হোলো।

রাত্রে ইন্দিরা যোগেশের সঙ্গে নৈশ আহার শেষ করে গল্প করতে করতে ঘুমের ভাণ করে শু'য়ে রইলো, যোগেশও ঠিক সেইভাবে রইলো। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতে থাকে দশটা, এগারোটা, বারোটা—ওরা ঘুমের ভাণ করে কাণ পেতে শুনতে লাগলো। ঠিক একটার সময় ইন্দিরা ধীরে ধীরে উঠে ফ্লাটের দরজাটা খুললো, ঘরের ভেতর নীলাভ আলো

হঠাৎ নিভে গেল। ক্ষীণভাবে মৃদু পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। যোগেশ শুয়ে বুঝতে পারলো ইন্দিরা দরজার কাছে নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষায় রয়েছে। ক্রমে শোনা গেল ফিস্ ফিস্ আওয়াজ। যেমন কয়েকজন লোক ইন্দিরার সঙ্গে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গেই লুক্কায়িত পুলিসবাহিনী চতুর্দ্দিক থেকে এসে ওদের আক্রমণ করলো, অত্যন্ত অতর্কিতভাবে—ফলে ওরা রিভলবার ছুড়বারও সময় পেলো না।

মৃণাল বক্সী, ভূপেন্দ্র মিত্র আর চার পাঁচজন দস্যু বন্দী হোলো, ইন্দিরাও অবশেষে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের বিপন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করলো। এরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এদের কাছ থেকে রিভলবার ও ছোরা পাওয়া গেল। ইন্দিরাকে পুলিস শুধু জেরাই করলো না, অত্যাচার আরম্ভ করলো। শেষে প্রকাশ হয়ে পড়লো ও একজন বার-বনিতা, শিশুবালার বোন—শিশুবালার ওখানেই ছিল এস, চৌধুরী প্রভৃতির আড্ডা। অত্যাচার ও পীড়নের ফলে ইন্দিরা সহরের একটি গুণ্ডার দলের সংবাদ দিল। ফলে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন মেয়ে পুরুষ ধরা পড়লো যারা সমগ্র সহরের ভেতর রাহাজানি, লুঠ, খুন, চুরি, ডাকাতি ক'রে সহরবাসীকে বিব্রত করে তুলছিল। 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ক্লাব থেকেও বাহির হোলো এদের দলীয় দশ বারোজন।

এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্তের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল পুলিস বিভাগকে মিঃ সেন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। প্রকাণ্ড ব্রিফ নিয়ে হাইকোর্ট সেসনে মামলা উপস্থিত করলেন এডভোকেট জেনারেল। পঞ্চাশখানি একজিবিট আদালতের মঞ্চে সাজিয়ে দেওয়া হোলো। কাগজপত্রের ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়লো যে এ্যাডর্ ডাট বারোটি খুন করেছে, প্রায় সবই স্ত্রীলোক সংক্রান্ত আর স্ত্রীলোককে হত্যা করার দিকেই ছিল ওর বিশেষ দৃষ্টি। সাক্ষীর কাঠগড়ায় মিসেস্ নীতা

অধিকারীকেও দাঁড়াতে হয়েছিল। জেরায় ওঁকে বিব্রত করে সরকার পক্ষ শেষে এ্যাডর্ ডাটের বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য পেলো। হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হোলো ডলি দত্তকে। সেও বললে কি ভাবে এ্যাডর্ ডাট যাকে খুন করে তাকে অনিচ্ছাসত্বে বিয়ে করেছে। আশালতা দেবী, ক্ষণপ্রভা, রাণী দে, ফুলরেণু গুহ, অমিয়া চন্দ, চট্টোপাধ্যায় দম্পতি, বর্দ্ধমানের লক্ষ্মীকান্ত সিংহরায়, জগৎ ঘটক প্রভৃতি এ্যাডর্ ডাট ওরফে অধর দত্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। লরেটোর অধ্যক্ষা, পিয়ার্সন সাহেব গ্রাণ্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষ প্রভৃতিকে এ মামলায় সাক্ষ্য দিতে হোলো। মামলা সুদীর্ঘ দিন ধরে হাইকোর্ট সেসনে চল্লো, আসামীর পক্ষে কোন সাক্ষ্য পাওয়া গেল না। জুরিরা একবাক্যে সকলকে দোষী প্রতিপন্ন করায় বিচারক এ্যাডর্ ডাটের ফাঁসীর হুকুম দিলেন, অন্যান্য আসামীদের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হোলো। বিচারক ওঁর রায়ে 'প্রিন্স অব ওয়েল্স' ক্লাবের ভেতর দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্যকলাপের ওপর তীব্র মন্তব্য করে অভিমত দিলেন যে, সহরে এ শ্রেণীর ক্লাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ্যাডর্ ডাটের মৃত্যুদণ্ড হওয়াতে মিসেস্ নীতা অধিকারী বিরলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। এরপর ওঁকে আর কিছুদিন ঘরের বাহির হোতে দেখা যায় নি,—নারী চরিত্র সত্যিই অদ্ভুত! এ চরিত্র মানুষ তো বুঝতেই পারে না, দেবতাদের পক্ষেও কোনদিন বুঝে ওঠা সম্ভব হোলো না।

এ্যাডর্ ডাটের ফাঁসী হওয়ার পর মিসেস্ নীতা অধিকারীর কাছে হঠাৎ একটি তরুণ যুবক এসে উপস্থিত হোলো। বললে—"আমাকে চিনতে পারেন?—" তখন সূর্য্যের আলো এসে তাঁর লাউঞ্জের জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে প্রবেশ করছিল। উনি তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন. কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

বললেন—"ঠিক চিনতে পারছি নে—" তরুণ বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললে—"সে কি কথা ?—আমার সঙ্গে আপনার আলাপ গ্রাণ্ড হোটেলে—আপনার বান্ধবী বাণী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—"

"—কত দিন আগে ?—"

"—প্রায় বছর খানিক আগের কথা—"

"—তা না হয় বুঝলুম, হঠাৎ সকালে কি মনে করে ?—"

"—আমি একটা সিনেমা কোম্পানীর চিত্র প্রযোজনা করছি, আপনাকে আমাদের মধ্যে নিতে চাই—"

"—কখনও তো এসব কাজে নামি নি, আর আমার বয়স হয়ে আসছে—"

"—আপনার যা চেহারা, আপনার যে সৌন্দর্য্য তা বহু জনকে প্রলুব্ধ করে তুলবে, আর আমি তা জানি আপনার পিছু পিছু কত তরুণই না ঘুরে বেড়ায়!—বহু রাজারাজড়া আপনার পায়ের তলায়—"

নীতা অধিকারী অন্তরে খুব খুসী হলেন। বাইরে একটু মৃদু হেসে বললেন—"কি যে বলেন তার ঠিক নেই—"

তরুণ বললে—"ঠিকই বলছি—"

নীতা অধিকারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"এইবার আমার মনে পড়েছে, আচ্ছা, আপনার নাম কি দীপঙ্কর সোম ?—"

"—এইবার তো ঠিক ধরে ফেলেছেন, আপনাদের দলে ভিড়োবার চেষ্টা হয়েছিল, আমি রাজী হই নি—দেখলেন তো কি ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়লেন—"

একথায় নীতা অধিকারী কিছু বললেন না। তারপর প্রাতরাশের ব্যবস্থা হোলো। প্রাতরাশ করতে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাই হোলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একজন রুক্ষ মেজাজের প্রৌঢ় ব্যক্তি এসে উপস্থিত হোলেন। একটু উগ্রভাবেই বললেন—"হূ ইজ হি—"

নীতা বললেন—"এ ফ্রেণ্ড অব মাইন—"

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন—"এই বন্ধুতেই সংসারটা উচ্ছন্নে গেল—"

নীতা বললেন—"তুমি এখন যাও দেখি, আমাকে কথা বলতে দাও—"

নিজের মনে বলতে বলতে চলে গেলেন—"আচ্ছা, ওর একটা হেস্ত নেস্ত হওয়া দরকার—"

চোখ দুটি লাল। দেখলে ভয় হয়। পাশের দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

নীতা বললেন—"এই লোকটির জন্যে আমার পক্ষে ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে—"

"—উনি কে ?—" তরুণ প্রশ্ন করলো।

"—উনি একটি ভবঘুরে মানুষ, বহুদিন আমার ঘাড়ের রক্ত শুষে খাচ্ছেন—"

"—আপনার কে হন ?—"

"—কেউই নয়—"

"—কেউ নয়, তবে ওঁকে কাছে রেখে দিয়েছেন কেন ? উনিই-বা অত রুক্ষ মেজাজের ব্যক্তি হয়েছেন কেন ?—"

"—লোকে কুকুরও তো পোষে. সেই হিসেবে রেখেছি, কুকুর না পুষে, মানুষ পুষ্‌ছি—"

"—কিন্তু কুকুর প্রভুভক্ত হয়, মানুষ হয় তার ঠিক বিপরীত,—উপকার করলে আরও অপকার করে, তা না হোলে আপনার ওপর তম্বিতম্বা করে ?—"

"—সবই বুঝছি, কিন্তু উপায় নেই—"

"—এর পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে—"

"—নেই, একথা অস্বীকার করি নে, তবে এ রহস্য আপনার পক্ষে না জানাই ভালো—"

"—এমন কি রহস্য ?—"

"—সব কথা সব সময়ে সবার কাছে বলাটা কি ঠিক, বলুন—আপনি ?—"

"—তা বটে—"

এখানেই কথার বিরতি ঘটলো। তরুণটি সিগারেট ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"প্রিন্স অব ওয়েলস ক্লাবটা শেষ পর্যান্ত ভেঙ্গেই গেলো—"

"—তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

তারপর নীতা অধিকারী হঠাৎ উঠে পড়লেন। বললেন—"অচ্ছা, এখন উঠি, আমার এক জায়গায় এখুনি যেতে হবে—এনগেজমেণ্ট আছি—"

"—কোথায় যাবেন বলুন, আমি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন—"

"—আপনার গাড়ী আছে বুঝি ?—"

"—আজ্ঞে হাঁ, একখানি নয়, চারখানি—তবে বেশীর ভাগ ক্যাডিলাক কারখানি নিয়েই বেরোই—"

"—নামিয়ে না হয় দিলেন, তারপর আসবার সময়ে আমাকে আবার ট্যাক্সি করতে হবে, কেন অকারণ অর্থ দিতে যাই, নিজেরই যখন গাড়ী আছে—"

"—বেশ তো আপনার কত দেরী হবে ওখানে ?—"

"—তা প্রায় এক ঘণ্টা—"

"—বেশ, আমি অপেক্ষা করবো'খন, আপনাকে পৌঁছে না হয় দিয়ে যাবো—"

"—আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ কেন বুঝতে পারছি নে—"

"—দেখুন, বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গেলে স্বার্থ ত্যাগ করার প্রয়োজনও আছে—"

"—আপনি কি আমাকে বান্ধবী হিসেবে গ্রহণ করতে চান—"

"—এই কথাই তো আমার মনের মধ্যে জেগেছে—"

"—আমার মত বান্ধবী বড় সুবিধের হবে না মিঃ সোম!—বহু বড় বড় লোক আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ঘায়েল হয়েছে, শেষে কি আপনিও—"

"—আপনার মনে থাকে আমাকে ঘায়েল করবেন, তবে একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করি তাকে সহজে বর্জ্জন করা আমার রীতি বিরুদ্ধ, থাক্, আজ তো আপনাকে মোটরে পৌঁছে দিয়ে আসি আর আবার এখানে পৌঁছে দিয়ে যাই, তারপর দেখা যাবে কে ঘায়েল হয়—পাঞ্জার প্যাঁচ আমরাও জানি—"

এ কথার মধ্যে যেন সাঙ্কেতিকী রয়েছে। হঠাৎ নীতার মধ্যে প্রশ্ন উঠলো—"একথা বলার মানে ?—" মনের মধ্যে ক্ষণকাল ধরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হোলো। তারপর নিজের মনে বললেন—"দেখাই যাক না কেন, কোন্ ঘাটের জল কোন্ ঘাটে মরে—"

দীপঙ্কর বললে—"বসে কি ভাবছেন, যান, প্রস্তুত হয়ে নিন—"

মিসেস্ নীতা অধিকারী বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।

মিসেস্ নীতা অধিকারী কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন ঠিক যেন স্বর্গের ইন্দ্রানীর মত।

দীপঙ্কর বললে—"বাঃ, আপনাকে কি সুন্দর মানিয়েছে?—"

নীতা অধিকারী মৃদু হেসে মুখখানি ঘুরিয়ে নিলেন, তারপর তাঁর মুখে গাম্ভীর্যের ভাব প্রগাঢ় হয়ে উঠলো।

মোটরে উঠবার সময়ে শ্রীমতী অধিকারী বললেন—"আপনি কিন্তু নিজের বিপদ টেনে আনছেন—"

"—কেন?—"

"—এর কোন উত্তর নেই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি উদ্দেশ্যে সকালবেলায় আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন বলতে পারেন?—"

"—কেন, আপনাকে বলেছি তো—"

"—আপনাদের মধ্যে আমাকে নিতে চান, এই তো?—"

"—কিন্তু আমার অভিনয় কি রকম হবে জানেন কি?—"

"—খুব ভালো জানি, যার জীবনটাই অভিনয়, তার পক্ষে অভিনয় করা খুবই সহজ—"

"—কি বললেন,—আমার জীবন অভিনয়?—"

"—কথাটা খাঁটি সত্য বলেছি, পিছনের দিকে তাকিয়ে যদি কথা বলেন দেখবেন আপনার অভিনয়ের কলা-কৌশলের মধ্যে পড়ে কত মানুষই না ফাঁদে পড়ার মত হয়েছে!—কত হত্যাকাণ্ডের মূলেই না আপনার নেপথ্য ইঙ্গিত রয়েছে—".

নীতা অধিকারী একথায় শিউরে উঠলেন। দীপঙ্কর বললে—"গাড়ীর ভেতরে বসুন—" ক্ষণকাল নীরব থেকে মিসেস্ অধিকারী বসলেন। দীপঙ্কর নিজেই মোটর চালিয়ে যেতে থাকে, ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে ও বললে—"ঘর না করে লোককে ঘর ছাড়ানোর প্রবৃত্তিটা কি এখনো ছাড়তে পারলেন না—" এবার নীতা উত্তেজিতা হয়ে বললেন

—"আর আপনি! আপনিও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় কি না করলেন? সাধু সেজে দিব্যি সমাজে রয়েছেন! আপনাকে দেখলে কি মনে হয় জানেন?—"

দীপঙ্কর পা দানিটার ওপর চাপ দিয়ে বললে—"কি মনে হয়?—"

"—পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে—" নীতার এই কথায় দীপঙ্কর বেশ একটু হাসলো। কয়েক মিনিট নীরব থেকে ও বললে—"মন করলে আমি কিন্তু এখুনি আপনাকে সরিয়ে দিতে পারি—এখন আপনি সম্পূর্ণ অসহায়া, আমার দয়ার ওপর চলছেন—জানবেন, আমি মিঃ এ্যাডর্ ডাট নই. তার ফাঁসী হয়ে গেল, আর আপনি দিব্যি আছেন, আপনি যে কত বড় ঘুঘু তা কেউ জানলো না—কেউ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো না—"

গাড়ী চলতে থাকে, অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বন্ধ। দীপঙ্কর বললে—"আর কতদূর?—"

"—এই তো এসে পড়েছি টবিন রোডে—" এই কথা বলে শ্রীমতী নীতা অধিকারী বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টি পড়বার উপক্রম হয়েছে। ঝড়ের আভাসও আছে, আকাশ থেকে পাখীগুলো ঘুড়ির মত কেৎরে পড়ছে। দীপঙ্কর দ্রুতবেগে গাড়ী চালিয়ে টবিন রোডের মুখে আসতেই দুটী ভদ্রলোক বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন নীতার জন্যে। ওঁদের মধ্যে একজন বললেন—"এই যে শ্রীমতী অধিকারী!" দীপঙ্কর ব্রেক কষতেই গাড়ী থেমে গেল। মিসেস্ নীতা অধিকারী গাড়ী থেকে নামলেন আর দীপঙ্করকে বললেন—"আপনি চলে যেতে পারেন, ধন্যবাদ—"

দীপঙ্কর বললেন—"আপনার জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই তো!—"

গম্ভীরভাবে শ্রীমতী অধিকারীর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"না –"

দীপঙ্কর ক্ষণকাল ওঁর মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল। পথে যেতে যেতে ওঁর মনে প্রশ্ন উঠলো—"ব্যাপারটা কি বুঝা যাচ্ছে না।"

"—না যাবারই কথা। কারণ বদমায়েসের দলের ভেতর যদি মেয়ে মানুষ নেত্রী হয়ে বসে, তা হোলে মানুষের জীবনযাত্রার পথ ভয়াবহ ও বিপদ সঙ্কুল হয়ে ওঠে, অবশ্য ও যে একেবারে নেহাৎ গো-বেচারা তা নয়। ওরও জীবনযাত্রা চলেছে পিচ্ছিল পথে, বড় লোকের ছেলে হোলে কি হয়! এমন একটা সংসর্গের মধ্যে এসে পড়েছে যার দূষিত প্রভাব বহু শিক্ষিত ধনী ভদ্র ঘরের ছেলেদের ওর বিস্তারিত হয়েছে, আর তা'তে বহু পরিবারের ভেতর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই সব তরুণ পিছনে ফেলে আসা জীবনপথে ফিরে যেতে পারে না—তারা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

শয়তান অবশ্য এখনও দীপঙ্করের ললাটে এঁকে দেয়নি চিরস্থায়ী কলঙ্ক তিলক। মানুষের চরম সম্ভোগের পথ বন্ধুর। স্নায়ুশিরায় যে প্রচণ্ডতম স্পন্দনে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়ে আসে তারই নাম তো সুখ। উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগে উন্মত্ত মানুষের চোখে সমগ্র দুনিয়াটা রঙিন্ হয়ে দেখা, দীপঙ্করেরও হয়েছে তাই। ও তাই সোসাইটি গার্ল খুঁজে বেড়ায়, এই তো। ওদের নিয়ে স্ফূর্তি করে। এই সব সোসাইটি গার্ল বারবনিতার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ঙ্কর। কিন্তু এদের শীকার এড়িয়ে চলা একটা সমস্যা, এদের হাতে বহু ধনীর সন্তানদের মান, জীবন আর অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যায়। মিসেস্ নীতাও তো ঐ শ্রেণীরই সোসাইটি গার্ল—নীতাকে শীকার খুঁজতে দেখা যায়—শুধু শীকার! কত খুনের ইতিহাসের পশ্চাতে যে এই তরুণীর চক্রজাল রয়েছে—তা ছাড়া নীতা অধিকারীর দৈহিক আকর্ষণ কম নয়? তনু দেহভরা যৌবনের সৌন্দর্য্য-সুষমা—নিজের সৌন্দর্য্য

ও যৌবন সম্বন্ধে সচেতন তিনি। নিজের বিবাহিত জীবনটাকে তো একেবারে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত করে তুলেছেন। অতিক্রম সিং তো পৃথিবী থেকে সরে পড়েছেন—এখন!

দীপঙ্কর টবিন রোডের চারিপাশে মোটর নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ও চিনে ফেলেছে যে বাড়ীটায় গিয়ে নীতা অধিকারী ঐ দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। উনি কখন ঐ বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে আসবেন এই আগ্রহ নিয়ে ও অপেক্ষা করতে থাকে। বৃষ্টিধারা নামলো, ঝড়ের গতি দ্রুত, তবু তার মাঝে ও ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষারত। আড়াল রেখেছে একটা বকুল গাছ আর একখানা দোতলা বাড়ী। ও ভাবতে থাকে সেই রুক্ষ চেহারার প্রৌঢ় লোকটাকে যার সঙ্গে দেখা নীতা অধিকারীর বাড়ী আর যার পরিচয় প্রসঙ্গে নীতা বলেছেন "—এ ফ্রেণ্ড অফ মাইন—" ঐ লোকটাকে মনে হয় রহস্যজনক, অথচ তার সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ দীপঙ্করের ভেতর রয়েছে খুব। লালরঙা তিনতলা বাড়ীটার দিকে ও চেয়ে থাকে, ঐ বাড়ীর নম্বর আগেই ওর খাতায় টুকে নিয়েছে।

প্রায় দু' ঘণ্টা পরে শ্রীমতী নীতা অধিকারী বেরিয়ে এলেন লালরঙা তিনতলা বাড়ী থেকে—ওঁর চোখ মুখের অবস্থা দূর থেকে লক্ষ্য করে দীপঙ্কর ভাবলে—"এরকম চেহারা কেন? ঠিক যেন ঝোড়ো কাকের মত—" ওর সন্দেহ হোলো। নিজের মনে বললে—"কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই—" ও কিন্তু নীতার সামনে এলো না। নীতা একখানি বিউইক কারে দু'টি তরুণ যুবকের সঙ্গে উঠলেন। তারপর যেমন গাড়ীখানি ছেড়ে দিল, অমনই দীপঙ্কর ওর গাড়ী নিয়ে পশ্চাৎ ধাবন করলো। ওরা যে পথ দিয়ে মোটরে উঠে চলতে লাগলো, সে পথ কিন্তু ভিন্ন—নীতার বাড়ী যাওয়ার পথ নয়। সন্দেহটা ওর অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে পড়লো।

ওরা খড়দহ ষ্টেসন পেরিয়ে রহড়ার দিকে চললো—কিছুটা পথ যাওয়ার পর ওরা এসে পড়লো একটা ঝোপ জঙ্গল ঢাকা পোড়ো বাড়ীটার কাছে। দীপঙ্কর ওর গাড়ীটা দূরে রেখে দিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলো। পোড়ো বাড়ীটা থেকে দু'জন যুবক ও একটি যুবতী নেমে এসে ওদের কি একটা সঙ্কেত করলো, তারপর ওরা ভিতরে প্রবেশ করতেই দীপঙ্করের মনে আরও কৌতূহলের উদ্রেক হোলো। বেলা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, আকাশে এখনও মেঘের দল চলাফেরা করছে। ও ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে ফিরবার ব্যবস্থাই করলো।

দীপঙ্কর বাড়ী ফিরলো বটে, কিন্তু মিসেস নীতা অধিকারীর রহস্য-জনক কাণ্ড দেখে ওর অন্তর অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লো। বন্ধু রফিকউল ইছলামকে বললে—"ভাই রফিক তুমি একবার সন্ধান নিতে পারো নীতার সম্বন্ধে—" রফিক লাফিয়ে উঠে বললে—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে,—ওদের সন্ধান নিতে যাও মানেই মৃত্যুকে বরণ করা। বেচারা অধিকারী স্ত্রীর অবস্থা দেখে একেবারে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে গেছেন—"

দীপঙ্কর একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—"আচ্ছা, শ্রীমতীর বাড়ীতে যে প্রৌঢ়টীকে দেখলাম, যাঁকে উনি পরিচয় দিলেন এ ফ্রেণ্ড অব মাইন বলে, রুক্ষ চেহারা, সেই প্রৌঢ় কি ওঁর তাঁবেদার ?—"

রফিক বললে—"অনুমান ঠিকই করেছ,—ওঁকে দেখলে দুঃখু হয়। বেচারা পেটের দায়ে পড়ে আছে—"

রফিকের একথায় দীপঙ্কর বললে—"যাক্ উবিন রোডে নীতা কোথায় যায় বলতে পারো ? তুমি তো সহরের অনেক খবর রাখো ?—"

রফিক এবার উত্তেজিত হয়ে বললে—"আর তুমি বুঝি রাখো না ?—"

"—তোমার মত নয়—"

"—কী যে বলো—" এই কথা বলেই রফিক খুব হেসে উঠলো।

তারপর রফিক ওকে জিজ্ঞাসা করলে মেঘলা দিনের সকাল বেলায় কী এমন প্রয়োজন ছিল শ্রীমতী নীতার দরজায় উপস্থিত হওয়ার। ও হেসে বললে—"এ আর বুঝ্ছ না, দরজায় যাওয়া যে আমার অভ্যেস, দেহের শিরায় শিরায় যৌবনের যখন নতুন আহ্বান আসে তখন তো তুমি জানো বন্ধু! আমরা ছুটে যাই নারীর দরজায়—"

রফিক হেসে বললে—"কথায় তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না, যাক্, আসল কথাটা বলো—"

দীপঙ্কর বললে—"ওর কাছে গিয়েছিলাম, আসল উদ্দেশ্য কি নিয়ে জানো—আমাদের দলে ভিড়িয়ে এনে ওকে ঘায়েল করবার জন্যে সাঁশালো মক্কেল, এখন দেখছি শক্ত ব্যাপার—যেখানে ভাবা গেছে হাঁটু জল সেখানে হয়েছে ডুব জল—"

রফিক উত্তেজিত হয়ে বললে—"ওকে আমাদের দলে ভিড়োলে আমাদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে, তা ছাড়া ও নিজেই একটা দলের সর্দ্দারণী—"

দীপঙ্কর ও রফিকের মধ্যে মিসেস্ নীতা অধিকারী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হোলো। তারপর ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়লো টবিন রোডের দিকে, সেখানে গিয়ে ওরা দেখলো সেই বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে পুলিস ঘেরাও করে আছে। ভীড় জমেছে খুব। ওরা জানতে পারলো ঐ বাড়ীটায় একটা খুন হয়েছে। খুন! রফিক বললে, দেখছো তো দীপু। বাড়ীর ভেতর পুলিস কাউকে যেতে দিচ্ছে না। জানা গেল, খুনটা সকালেই হয়েছে। রহস্যজনক খুন—ঐ বাড়ীটায় বদ্মায়েসেরই আড্ডা। অনেকের অনুমান, বাইরে থেকে কোন ভদ্রলোককে টেনে এনে এখানে

গুম্ করা হয়েছে। কিন্তু কে সে? এ তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হোলো না।

দীপঙ্কর ও রফিক একটা রেঁস্তোরায় প্রবেশ করলো। চাওয়ালার কাছ থেকে ওরা জানলো খুনটার মধ্যে একটি স্ত্রীলোক জড়িয়ে পড়েছে কিন্তু স্ত্রীলোকটির নাম সে বলতে পারলো না।

ওরা তারপর বেরিয়ে এলো। রফিক বললে—"দীপু! মিসেস্ নীতা অধিকারী জড়িয়ে পড়েনি তো?—" কথা এই পর্য্যন্ত।

মিসেস নীতা অধিকারী বিত্তশালিনী, এ্যাডর্ ডাটকে বাঁচাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। এজন্যে ওঁর মনে খুব আঘাত লেগেছে। বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েও উনি নেমে এসেছেন পিছল পথে। ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই এরূপ বিশিষ্ট অভিজাত ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থেকেও উনি অদ্ভুতভাবে পুলিসকে সম্মোহিত করে ফেলেন।

পোড়ো বাড়ীটার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যে দীপঙ্কর চলে গেল গোয়েন্দা বিভাগে। মিঃ সেনকে ও সব খুলে বললো। মিসেস্ নীতা অধিকারীর কথা শুনে মিঃ সেন চম্‌কে উঠলেন্। একটু ভেবে বললেন —"আচ্ছা—"

দীপঙ্কর প্রস্থান করলো। পরদিন মিসেস্ নীতা অধিকারীর কাছে এসে ও বললে—"আপনি টবিন রোড থেকে কাল কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন?—"

মিসেস্ নীতা অধিকারীর ব্লাউজ আঁটা কঠিন স্তনোন্নত বুকের আঁচলটা সরে যাওয়াতে উনি একটু টেনে দিয়ে বললেন—"হাওয়া হয়ে যাই নি, হাওয়া ধরতে গিয়েছিলাম—"

"—কোথায়? সেই পোড়ো বাড়ীটায়—"

মিসেস্ নীতা অধিকারী বললেন—"কোন্‌টায় বলুন তো ?—"

দীপঙ্কর এভাবে ওঁকে প্রশ্ন করবে উনি ভাবতে পারেন নি। তবে কি ও সব জেনে ফেলেছে ?—অন্তরে এই প্রশ্ন উঠে। উনি একটু সুর নরম করে বললেন—"আচ্ছা, আপনাদের চিত্র প্রযোজনায় আমাকে নিয়ে আপনারা কি খুব লাভবান হবেন ?—"

"—না হোলে আর আপনার কাছে এসেছি—"

এমন সময়ে মিঃ সেন তাঁর দু'জন সহকারী গোয়েন্দাকে নিয়ে এসে উপস্থিত হোলেন। বললেন—"মিসেস্ অধিকারী আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে—"

"—কি কথা ?—"

"—একটু আড়ালে গিয়ে কথাটা হোলেই ভালো হয়—"

দীপঙ্করকে মিসেস্ নীতা অধিকারী বললেন—"এসম্বন্ধে পরে কথা হবে—"

রফিক নীচে অপেক্ষা করছিল দীপঙ্করের জন্যে। দীপঙ্কর নেমে গিয়ে রফিককে বললে—"মিঃ সেন এসেছে, গতিক সুবিধে নয় বুঝলি—যে খুন হয়েছে ঐ সম্বন্ধেই বোধ হয়—"

রফিক বললে—"মিসেস্ অধিকারীকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া বড় শক্ত, বুঝলি—"

দীপঙ্কর বললে—"খুনটা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আজ যা বেরিয়েছে তা'তে সনাক্ত করা যাচ্ছে না পুরুষটি কে ?—"

ওরা দু'জনে কথাবার্তা বল্‌তে বল্‌তে প্রস্থান করলো।

বারো

টবিন রোডে যাকে হত্যা করা হয়েছে তার দেহের কিয়দংশ খড়দহের সন্নিহিত রহড়া গ্রামের একটি পোড়ো বাড়ীতে পাওয়া গেল কিন্তু মাথাটা যে কোথায় গেছে, তার কোন সন্ধান মিললো না। টবিন রোডের আশপাশের লোকেরা পুলিসকে দেখিয়েছে কোন্ বাড়ীতে রাতদুপুরে মেয়ে-পুরুষের হল্লা হয়, আর সারাদিন বাড়ীটা যেন ঝিমিয়ে থাকে। একটু বেলা হোতে না হোতেই এবাড়ীতে যারা আসে, তারা প্রস্থান করে। বাড়ীটা একেবারে সেকেলে ধরণের—প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, চতুর্দ্দিকে সব ঝরে পড়ছে দেওয়ালের গা থেকে লোনা লাগা বালি সুরকি। ভেতরে দুটি মহল আছে, বোধ হয় কোন বনিয়াদী বড়লোকের বাড়ী, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এই বাড়ী সম্বন্ধেই মিঃ সেন মিসেস্ অধিকারীকে প্রশ্ন করলেন, উনি প্রত্যুত্তরে বললেন—"আমি কিছুই জানি নে—"

মিঃ সেন বললেন—"ভালো রকমেই জানেন, আমরা বহুবার আপনাকে ওখানে যেতে দেখেছি—"

মিসেস্ অধিকারী বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললেন—"সে কি কথা! আমি কি করতে যাবো—"

মিঃ সেন বললেন—"প্রত্যক্ষভাবে আমরা আপনাকে কোন হত্যা-কাণ্ডের মধ্যে না পেলেও পরোক্ষভাবে আপনাকে পেয়েছি—"

"—কি রকম?—শুনতে পারি কি?—"

"—আপনার শুনবার কোন প্রয়োজন নেই, হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনি যা জানেন আমাকে বলুন—"

"—কি ক'রে জানবো, হঠাৎ এভাবে কথা বলার কোন মানে হয় না—"

"—দিন চারেক আগে টবিন রোডে রাত্রি বারোটার সময়ে যে মোটর গাড়ীখানা এসে দাঁড়ায় ওর ফটকে সেই ফটকে আপনি ও তিন জন যুবক ছিলেন—কেমন, ঠিক কি না?—"

"মিঃ সেন! আপনি এমন একটা কথা বললেন যা শুনে অবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু চলে না—"

"—আমি যদি প্রমাণ করতে পারি আপনি সেই রাত্রে ছিলেন, আর সেই রাত্রেই আপনাদের যাওয়ার পর খুনটা হয়েছে, তা হোলে—"

"—গ্রেপ্তার করবেন—হাসালেন মিঃ সেন, বড় বড় রুই কাতলা ঘায়েল হোলো—" মিসেস্ অধিকারীর কথায় বাধা দিয়ে মিঃ সেন বললেন "—আমাকে ঘায়েল করবেন বইতো নয়—"

"—কী যে বলেন, আপনি—"

মিঃ সেন মিসেস্ অধিকারীকে একখানি ফটো দেখিয়ে বললেন—"একে চেনেন আপনি?—".

"—ও, মাই গড—" এই কথা ব'লে মিসেস্ অধিকারী লাফিয়ে উঠলেন।

"—ধৈর্য্য ধরুন, লাফিয়ে তো বাঁচতে পারা যায় না—এই লোকটিকে আপনারা খুন করেছেন—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এমনভাবে যাতে না চেনা যায়,—আপনি কি জানেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মধ্যে একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, সে অনেক কথা বলেছে, আপনার নাম সে বারে বারে করেছে—"

মিসেস্ অধিকারী সাময়িক উন্মাদনার ভাব দেখিয়ে বললেন—"মিঃ

সেন ! এসব কি কথা, আমাকে এমন করে পাগল করাটা আপনার ভালো হচ্ছে না, বলছি—”

“—কর্ত্তব্যের খাতিরে যেটুকু বলা দরকার তাই বলেছি, এতে পাগল হবার কিছু নেই, আর সত্যি যদি পাগল হয়ে যান, আপনাকে পাগলা গারদে পাঠানো হবে,—আপনি আমার কাছে অনেক জিনিষ লুকিয়ে ভাবছেন এযাত্রা রক্ষা পাবো তা হয় না—অতিক্রম সিংহের খুনের পশ্চাতে যে রহস্য আর যার জন্যে এাডম্ ডাটের ভাগ্যে চরম দণ্ড লাভ হোলো, ঠিক এই রকম রহস্যই এর পশ্চাতে আছে আর এর জন্যে আপনার ভাগ্যে কি আছে তা ভগবানই জানেন, একটি বড় লোকের ছেলেকে প্রলুব্ধ করেছেন আপনি, টেনে এনেছেন এখানে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করেছেন তাকে দিয়ে, মোটা টাকা চেয়েছেন, দিতে না পারায় তাকে হত্যা করেছেন। আর তার হাতের হীরার আংটী খুলে নিয়ে বেচতে পাঠিয়েছিলেন আপনার বান্ধবী বাণীকে দিয়ে, জানেন বাণীকে পুলিশের নজরবন্দীতে রাখা হয়েছে ?—”

“—বাণী বলে কেউ তো আমার বান্ধবী বা পরিচিতা নেই—”

“—পরে টের পাবেন, বাণী অনেক কথাই বলেছে—আচ্ছা, কিছুদিন আগে আপনার কাছে একজন তরুণ যাতায়াত করছিল দীপঙ্কর হোম—”

“—স্মরণ হচ্ছে না—”

“—এখন তো আপনার কিছুই স্মরণ হবে না, পড়ে গেছেন বিপাকে যে যুবকটি আপনি হত্যা করেছেন তার সঙ্গে আপনার আলাপ গ্র্যাণ্ড হোটেলে—কেমন ?— ওর নামটা কি যেন ভুলে যাচ্ছি, কি নাম বলুন তো ?—এই তো তার ফটো—” মিঃ সেন নিহত তরুণের ফটোখানি আবার দেখাতেই মিসেস্ নীরু অধিকারীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

ওঁর চঞ্চলতা মিঃ সেনের নজর এড়িয়ে গেল না। ওঁর সহকারী গোয়েন্দা সুভাষ মিসেস্ অধিকারীর অলক্ষ্যেই তৎক্ষণাৎ স্ন্যাপ্ সট্ নিল।

"—আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে উস্কোখুস্কো চেহারার যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি থাকেন উনি কি করেন ?—"

"—কিছুই না—"

"—পুলিস রিপোর্টে তো তা বলে না, করেন এমন একটি কাজ—" এইটুকু বলেই মিঃ সেন হো হো করে হেসে উঠতেই মিসেস্ অধিকারী যেন ত্রস্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তারপর উনি হাসি সংবরণ করে গম্ভীরভাবে মুখ বেঁকিয়ে বললেন—"শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না মিসেস্ অধিকারী—আপনার পূর্ণ যৌবন কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে, তাই উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে কত কাণ্ডই না করছেন! একদিকে বিনয় ও সারল্যের ভাব দেখাচ্ছেন, অপরদিকে দেখাচ্ছেন বর্ব্বরতা ও কুটিলতার চরমতা—"

এমন সময়ে একজন পুলিস অফিসার উপস্থিত হয়ে ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে বললেন—"মিসেস্ অধিকারী! ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট—"

সঙ্গে সঙ্গে একটি মহিলা পুলিস অফিসার ওঁর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে বললে—"চলুন—"

মিসেস্ অধিকারী বললেন—"আমার বন্ধুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই—"

মিঃ সেন বললেন—"যেতে পারেন, কিন্তু ওঁকেও বোধ হয় সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে অপরের কাছে—"

"—কেন ? আপনারা কি ওঁকেও গ্রেপ্তার করবেন ?—"

"—সেই রকমই তো আমাদের মতলব—আপনি অনেক কিছু করছেন শুধু এই বন্ধুটিকে জামি করে—"

"—আমি একবার ওঁকে ডাকি—"

"—আপনার পক্ষে আর কিছু করা চলবে না, সোজা লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে বন্ধুকে পাবেন—"

মিসেস্ অধিকারীকে একটুও সময় দেওয়া হোলো না—যেভাবে ছিলেন সেই ভাবেই তাঁকে লালবাজারে আনা হোলো। উনি অত্যন্ত বিপন্নতা বোধ করতে লাগলেন। ভাবছিলেন কি ভাবে গোয়েন্দা পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে সরে পড়া যায়। অসাধারণ পারিপার্শ্বিকতাকে কি ভেদ করা যায় না? নিজের মনে বলে উঠলেন—"পালিয়ে যাওয়াও তো শক্ত ব্যাপার! যা নেতাজীর পক্ষে সম্ভব হোতে পেরেছে, আমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব হবে?—"

এমন সময়ে উনি হাজতঘরের ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন বাণীর কথা। সে বলছিল—"প্রবৃত্তির তাড়নায় নীতা পাপের পথে নেমে এসেছে, আমাকেও দলে ভিড়িয়ে আমার সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছে—আমাকে হত্যা করবার জন্যে যখন দীপঙ্কর হোম চেষ্টা করছিল, আমি তখন ওঁর আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করি—"

ডেপুটি কমিশনার বললেন—"দীপঙ্কর হোম আপনাকে খুন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল কেন?—"

"—অপর একজনকে ভালোবাসি বলে, আর তারই অর্থে পুষ্ট এজন্যেও কল্‌কাতার বহু খুনের অন্তরালে আছে দীপঙ্কর, অথচ আপনারা তাকে কোনদিন গ্রেপ্তার করলেন না—"

ডেপুটি কমিশনার কিদওয়াই ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা না প্রমাণ পাচ্ছি—"

"—সে কি এতই পাকা যে পুলিসের চোখে সরষের ফুল দেখতে হয়?—"

বাণীর সঙ্গে ডেপুটি কমিশনারের এইরূপ কথা চলছিল। হঠাৎ কথা থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডেপুটি কমিশনার বললেন—"হীরের আংটি না পাওয়া গেলে এতবড় একটা খুনের আসামীকে গ্রেপ্তার করা যেতো না—"

দীপঙ্করের ওপর পরোয়ানা জারী হওয়াতে ও খুব বিস্মিত হয়ে গেল। নিজের মনে বললে—"তবে কি পুলিস আমাকে জড়াতে চায়?—"

ওকে নিয়ে আসা হোলো লালবাজারে। ডেপুটি কমিশনার কিদওয়াই বললেন—"মিঃ হোম! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, এবার আলাপ হোলো—হ্যাঁ, আপনাকে আমরা সাক্ষী মানতে চাই—"

"—কেন?—"

"—আপনি মিসেস্ নীতা অধিকারীকে টবিন রোডে দিয়ে এসেছেন, ওই সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছুই জানেন—রংড়া গ্রামে আপনি ওদের অনুসরণ করেছিলেন যেখান থেকে মৃতদেহের কিছু অংশ পাওয়া গেছে—"

দীপঙ্কর হোম নিস্পন্দ, নির্ব্বাক আর বিস্ময়ে অভিভূত। নিজের মনে বললে—"পুলিসের চোখে ধূলো দেওয়া তো কঠিন ব্যাপার—"

কিদওয়াই সাহেব বললেন—"কি চুপ করে রইলেন যে?—"

"—আপনারা ভুল দেখেছেন, আমি এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিনে—"

"—উঁহু, ও কথা মানতে রাজী নই—প্রকাশ সান্ন্যালের সঙ্গে বাণীর খুব ভাব ভালোবাসা কেমন? একথা স্বীকার করেন তো—"

"—করি—"

"—তা হোলে আপনি প্রকাশকে চেনেন ?—"

"—হ্যাঁ, চিনি—"

"—আচ্ছা বলতে পারেন এই প্রকাশকে নীতা অধিকারী আর তার তিন চারজন পুরুষ সঙ্গী কেন হত্যা করেছে, তার হীরার আংটির লোভে কি ?—"

"—তা কি করে বলবো, বলুন ?—"

"—বাণীর কাছে আপনি ও প্রকাশ খুব যাতায়াত করতেন ?—

"—করতাম—"

"—কি উদ্দেশ্য নিয়ে ?—"

"—ওর কাছে রাত কাটাবার জন্যে—এছাড়া আর কিছু জানি নে—"

"—আপনারও তো গ্যাঙ্ আছে—"

"—না—"

দীপঙ্কর হোমকে পুলিসের সাক্ষ্য মানা হোলো।

পুলিসের রিপোর্টে পাওয়া গেল যে, প্রকাশ সান্যাল অত্যন্ত ধনী. ওর কাছ থেকে অনেকেই অর্থ শোষণ করতেন। তার থেকেই এই ঘটনার উৎপত্তি। যে দিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এই হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানী সুরু হোলো, সেদিন চতুর্দ্দিকে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে আদালতের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হোলো। এ্যাডম্ ডাটের মামলায় যাকে দেখা গিয়েছিল সেই নীতা অধিকারীর আবির্ভাবে সকলেই বিস্মিত হয়ে পড়লো। পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ প্রধান প্রথমে আরম্ভ করলেন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার বলতে, বাণীকে পুলিস এপ্রুভার হিসেবে পাওয়ায় মামলাটা খুব জোরালো হয়ে উঠলো। বাণীর সওয়াল জবাব থেকে শেষে দীপঙ্করের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আসায় ও

গ্রেপ্তার হোলো। এই হত্যাকাণ্ডের ভেতর নয়জন ব্যক্তি ছিল, এদের সকলকেই দায়রা সোপর্দ্দ করা হোলো, কাউকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হোলো না।

কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা জজ নীতা অধিকারীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন, আর সকলকে আট বছর জেল দেওয়া হোলো।

সমাপ্ত